[সরকার গ্রন্থমালা—১২

শ্রাদ্ধ পদ্ধতি

শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন

সম্পাদিত

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক
১০২।এ, বেলেঘাটা মেন রোড হইতে প্রকাশিত।

৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, চেরীপ্রেস হইতে
আর, কে, রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বেলেঘাটা—কলিকাতা

বঙ্গাব্দাঃ ১৩৩২ ; শকাব্দাঃ ১৮৪৭ ; খৃষ্টাব্দাঃ ১৯২৫।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা

বিজ্ঞাপন

বহু চেষ্টায় বহু পরিশ্রমে এই শ্রাদ্ধপদ্ধতি আজ হিন্দু সমাজের হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইলাম। বাজারে অনেক মুদ্রিত শ্রাদ্ধপদ্ধতি থাকিলেও এখানির আবশ্যক রহিয়াছে। কি মুদ্রিত কি হস্ত লিখিত যে সকল শ্রাদ্ধপদ্ধতি পাওয়া যায় তাহার একখানিও বিশুদ্ধ নয়। মন্ত্রের অবিশুদ্ধি ক্রমের বিপর্য্যয় প্রত্যেকটিতেই রহিয়াছে। এমন কি স্থানে স্থানে সামবেদী-কার্য্য ও যজুর্বেদী-কার্য্য মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আকর ও বেদ মিলাইয়া মন্ত্রাদির সংশোধন করিয়া এই পুস্তক ছাপা হইল। আর সাধারণের সুবিধার জন্য চূর্ণকগুলি সংস্কৃত স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় দেওয়া হইল; ইহাতে যিনি কেবল পড়িতে পারেন তিনিও এই পুস্তক দেখিয়া বিশুদ্ধভাবে ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আর যজুর্বেদী কার্য্যের সহিত সামবেদী কার্য্যের যে যে স্থানে প্রভেদ আছে তাহা আলাহিদা করিয়া দেখান হইয়াছে; সুতরাং এই পুস্তকে সামবেদী ও যজুর্বেদী এই উভয় বেদীদিগের কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে।

এই পুস্তক-সংস্কারকার্য্য যাঁহার সহিত করিতেছিলাম, যিনি ইহার একরূপ ভিত্তিস্বরূপ ছিলেন, সেই বেদজ্ঞ স্মৃতিশাস্ত্রে সুনিপুণ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নানা শাস্ত্রে বিশারদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয় অকালে অমরধামে চলিয়া যাওয়ায় আমার ও দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিয়া বা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তিনি জীবিত থাকিলে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইত, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট অনেক আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইত। দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের এমন উদারচেতা লোভহীন নিষ্ঠাবান্ প্রকৃত ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার সাধের এই শ্রাদ্ধপদ্ধতি মুদ্রিত অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন না, ইহাই আমার আরও দুঃখের কারণ। ইহার অর্দ্ধেক যখন মুদ্রিত হইয়াছে তখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইতে প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই করিয়াছেন। যদি কিছু ত্রুটি এ পুস্তকে থাকে তাহা তাঁহার অভাবেই হইয়াছে জানিতে হইবে।

এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে বহু হস্তলিখিত পদ্ধতি, মুদ্রিত পদ্ধতি, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, সামমন্ত্র ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়ন গৃহ্য, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, কর্ম্মোপদেশিনী, স্মৃতি সংহিতা-গুলি, মদনপারিজাত, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, মহাভারত এবং মৎস্য অগ্নি ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ গুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

যথাসাধ্য চেষ্টায় বিশুদ্ধ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা দেশের কল্যাণে আসিবে এই ইচ্ছায় ইহা মুদ্রিত হইল। ভগবৎ কৃপায় ইচ্ছা ফলবতী হউক।

৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোড,
কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৩২ সাল।

শ্রীগণপতি সরকার।

বৈদিক-মন্ত্র-সূচি

পৌরাণিক মন্ত্র

ফর্দ্দ

নান্দীশ্রাদ্ধ

বসুধারা দ্রব্য :—বাটা হরিদ্রা, সিন্দুর, চন্দন, কাজল, গব্যঘৃত ৵৹ পোয়া, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধুপ ১, দীপ ১, নৈবেদ্য ১।

অধিবাস দ্রব্য :—বরণডালা, যথা—(গঙ্গা) মৃত্তিকা, চন্দন, পাথরের নুড়ি, ধান, দূর্ব্বা, পুষ্প অখণ্ড কলা এক ছড়া, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি নির্ম্মিত অর্থাৎ শ্রী), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরচনা (অভাবে হরিদ্রা) শ্বেত সর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ দীপ, চামর, হাতে কাটা সূতাসহ নাটাই, হরিদ্রাক্ত হস্তসূত্র অর্থাৎ হস্তে বাঁধিবার জন্ম ৫, ৭ বা ৯ গাছি দূর্ব্বাবাঁধা সুতা। মঙ্গল ভাণ্ড ৮টা : এইগুলি বড় থালে বা কুলায় দিতে হয়।

গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজার নৈবেদ্য এক পাত্রে ১৬ ভাগ : [ষষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজার বস্ত্র বা গামছা দুইখানা অসক্তপক্ষে না দিলেও চলে, কেবল গন্ধপুষ্পে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিলে চলে]

ভোজ্য একটি, যথা যে কোন পাত্রে একজনের আহারের উপযুক্ত চাল, ডাল, গব্যঘৃত, কাঁচকলা, অখণ্ডফলাদি, দক্ষিণা কিঞ্চিৎ। [পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে আর একটি ভোজ্য লাগিবে।]

প্রত্যেক পক্ষে ২ খানা হিসাবে ৬ খানা শাদা কাপড় বা গামছা (যদি কেহ সধবা মৃত হয় তবে তাঁহার লাল পেড়ে শাটী); দেবপক্ষে ২ খানি ধুতি বা গামছা। আতপ তণ্ডুল ।৹ দশ সের; ব্রাহ্মণ ৮টি; ২২ দফা সাগ্র কুশ, কুশের ত্রিপত্র ২৫ টি [কুশের অভাবে সদ্য তোলা কেশে চলে]। ফলমূলাদি উপকরণ, গোটা কদলী, মিষ্ট দ্রব্য; হরিতকী, শ্বেতসর্ষপ; দধি, মধু, চিনি কিঞ্চিৎ; কতকগুলি কলা গাছের খোলা (অভাবে কদলীপত্র); গব্যঘৃত ৵৹ পোয়া. কুচো নৈবেদ্য ১ থালা; তুলসী, পুষ্প, পুষ্পমালা ১০ ছড়া, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, বদর কতকগুলা, শ্বেতচন্দন, ধুপ ১০টি, দীপশলাকা ১০টি, পৈতা ১৫টি; দক্ষিণা।

(মৃতকল্প ব্যক্তির) অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভূমি (অভাবে মূল্য ধেনু), তিলপূর্ণ পাত্র ও প্রত্যেকটির দক্ষিণা।

বৈতরণী।

কৃষ্ণবর্ণ গাভি (অভাবে আঢ্যপক্ষে ১৲, মধ্যবিত্ত পক্ষে ৸৹, দরিদ্র পক্ষে ৹ মূল্য) একখানি বস্ত্র বা গামছা, দক্ষিণা।

শবসৎকার।

গোময়, কুশ, ঘৃত, বস্ত্র, উত্তরীয়, পৈতা, মালা, চন্দন, ১ খণ্ড (বা ৭ খণ্ড) সুবর্ণ, স্নানের জল, কাষ্ঠ। [চিতাপিণ্ড থাকিলে—তিল ও পাত্রসহ রাঁধা ভাত] : অগ্নিকার্য্যান্তে গৃহে ফিরিয়া গৃহদ্বারে- জল, অগ্নি, গোময়, শ্বেতসর্ষপ, তৈল ও প্রস্তর।

পূরক পিণ্ড ও কাকবলি প্রভৃতি।

কাঁচা সরা, দুগ্ধ, ভাত রাঁধিবার মালসা ও আতপ চাউল, কলা, তিল, প্রদীপ, মেষলোম, পুষ্প, তুলসী, চন্দন, দক্ষিণা।

আদ্যশ্রাদ্ধ।

চতুর্দ্দশাস্তি :—কলার খোলা বা পাতা, সুপারি, ঘৃত, পাকাটি বা নারিকেল পাতা, আতপ চাউল, তিল,

তুলসী পুষ্প, প্রদীপ, কুলথকলাই, সরা, যষ্টি। শ্রাদ্ধকর্ত্তার অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, স্বর্ণ ১ খণ্ড (অভাবে মূল্য), গামছা (বা বস্ত্র), দক্ষিণা।

সূর্য্যার্ঘ্য :—কোশা, কুশি, (ভোজ্য না হইলেও চলে), জবাফুল, রক্তচন্দন, দুগ্ধ কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, শ্বেতসরিষা, আতপ চাউল।

তিলকাঞ্চন :—পুষ্প চন্দন তাম্রটাট, তিল ⁄১০ পোয়া, কলাপাতা, স্বর্ণ ১খণ্ড, বস্ত্র (বা গামছা কুশ, দক্ষিণা

ষোড়শ দান :—ভূমি (বা মূল্য) পিলসুজ ও প্রদীপ, অন্ন ও আধার, জলপাত্র, তাম্বুল, ফল, গন্ধ (চন্দন), ছত্র, পাদুকা, আসন, পুষ্প, ব্যজন, রৌপ্য, স্বর্ণ, শয্যা,, ধেনু, পাতন বস্ত্র, পুষ্প, ঘাস, প্রত্যেকটির দক্ষিণা।

আদ্যশ্রাদ্ধ : আতপতণ্ডুল উপকরণ, কলাপাতা ও খোলা ২০ খানা, ১টি ভোজ্য, বস্ত্র, তিল, যব, হরিতকী, ঘৃত, মধু, চিনি দধি, ধূপ, দীপ, পুষ্প, দুর্ব্বা, তুলসী বিল্বপত্র মৎস্য পান সুপারি, মালসা, পৈকাটি বা নারিকেলপত্র, আসন, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা (বা খড়ম , পৈতা, পিঁড়ে, ভোজনপাত্র ও পানার্থপাত্র, অগ্রদানির দক্ষিণা, দক্ষিণা।

মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

আতপচাল, কলাপাতা ও খোলা ২০ খানা, উপকরণাদি, বাতাসা, দধি ঘৃত, পাকাকলা ৫টি পান, সুপারি, তিল, যব, পুষ্প দুর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, মৎস্য, মালসা, পেকাটি বা নারিকেল পাতা, বস্ত্র (বা গামছা), দক্ষিণা।

সপিণ্ডীকরণ।

১টি ভোজ্য, আতপ চাউল, কলাপাতা বা খোলা ২০, উপকরণাদি, তিল, যব, গব্যঘৃত, দধি, মধু, চিনি, বাতাসা, ধূপ, দীপ, পুষ্প, দুর্ব্বা, তুলসী, কাঁচাকলা, বস্ত্র ৫ (অভাবে ১ বস্ত্র ৪ গামছা), থালা ১, ঘটী ১, বাটী ১, পান ২৪, সুপারি ২০, মৎস্য ১, মালসা ১, পেকাটি বা নারিকেলপত্র, দক্ষিণা।

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ।

আতপ চাউল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, বাতাসা, পুষ্প, দুর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ দধি মধু, চিনি, ঘৃত, পাকাকলা ১০, পান ১০, ধুতি ১, তিল, যব, মালসা ১ পেকাটি, বা নারিকেল পাতা দক্ষিণা।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।

আতপ চাউল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণাদি, পুষ্প, দুর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, মধু চিনি, ঘৃত, বাতাসা, তিল, যব, পাকাকলা, পান, সুপারি, ধুতি ৮, পৈতা ১১, চন্দন, দক্ষিণা।

অথ নান্দীশ্রাদ্ধ পদ্ধতিঃ।

স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিয়া তিলতৈলের বা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া হস্ত পাদাদি প্রক্ষালিত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া আচমন করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদশ্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" (বা ৬।৫) পড়িবে (শূদ্রেরা 'নমো বিষ্ণুঃ' বলিয়া তিনবার আচমন করিয়া "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" পড়িবে)। পরে সচন্দন-পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ গুরবে নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। (শূদ্রেরা "ওঁ" বলিবে না, "নমঃ" বলিবে; বেদমন্ত্র কোন স্থলেই পড়িবে না; উহা ব্রাহ্মণে পড়িবে।) পরে **স্বস্তিবাচন** যথা—সঘৃত-আতপতণ্ডুল ও একপত্র তুলসী কুশিতে লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে "ওঁ পুণ্যাহং" তিনবার পুরোহিতাদি বলিবে; "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে "ওঁ স্বস্তি" তিনবার পুরোহিতাদি বলিবে; এবং "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মসু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে "ওঁ ঋধ্যতাং" তিনবার ব্রাহ্মণেরা বলিবে। (শূদ্রেরা কেবল "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মসু নমঃ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে। "ওঁ স্বস্তি" তিনবার পুরোহিত বলিবে।) পরে **স্বস্তিসূক্ত** পড়িবে; যথা:—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু" (বা ২৫।১৯) * ইহা পড়িয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ-ক্ষপাঃ। পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" পড়িয়া **প্রধান-কার্য্যের সঙ্কল্প** করিবে; যথা—কুশ তিল পুষ্প ও হরীতকীযুক্ত জলপূর্ণ কোশা অঞ্জলিতে ধরিয়া ভূমিলগ্নজানু ও উত্তরাভিমুখ হইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য (শূদ্রেরা 'শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য' বলিবে) অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (দেববর্ম্মা গুপ্তঃ বা দাসঃ) অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য (পিতা আভ্যুদয়িক না করিলে "মৎপুত্রস্য" বলিবে না) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারা-সম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে" বলিয়া তাম্রপাত্রটি ঈশানকোণে উপুড় করিয়া দিয়া তাহার উপর একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প-সূক্ত পড়িবে; যথা—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং। তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু" ॥ (বা ৩৪।১) ॥ পড়িয়া অধিবাসের সঙ্কল্প করিবে। যব-কুশ-পুষ্প-হরীতকী-যুক্ত জলপূর্ণ কোশা পূর্ব্বের ন্যায় ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা বর্ম্মা গুপ্তঃ দাসো বা অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ দেববর্ম্মণো গুপ্তস্য দাসস্য বা শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বকং শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ কোশাখানি ঈশান কোণে উপুড় করিয়া দিয়া তাহাতে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরং ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ। পরে কোশাখানি একটু জল দিয়া ধুইয়া নিজের সম্মুখে বসাইবে ও তাহাতে জল ঢালিবে। পরে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে বসিয়া শালগ্রামে ঘটে বা জলে গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু শিব দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে [শালগ্রামে বা জলে আবাহন বিসর্জ্জন নাই; ঘটে পূজা হইলে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" বলিয়া আবাহনী স্থাপনী সন্নিধাপনী সন্নিরোধিনী অধিষ্ঠাপনী পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দশোপচারে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে "ওঁ গণেশায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে ও সূর্য্যাদি প্রত্যেকের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। শিব ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমে আবাহন করিবে। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ

---

* সামবেদী স্বস্তিসূক্ত :—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। (সা ১।১।১।১)

† সামবেদীয়-সঙ্কল্পসূক্ত :—দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ (সা ১.৩.১)

দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরে "ষষ্ঠি ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্তক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" বলিয়া ষোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ওঁ "মার্কণ্ডেয় ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ" বলিয়া ষোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে **অধিবাস**। যথা—কর্ত্তা নিজের বামদিকে একখানি আলিপনা দেওয়া পীঁড়ের উপর সংস্কার্য্য ব্যক্তিকে বসাইয়া অগ্রে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে চন্দন লইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" (ঋঃ খিঃ ৮।৯) এই মন্ত্র পড়িয়া সংস্কার্য্যের ললাটে চন্দন দিবে। পরে "মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং, দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দূরং, শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ॥ সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং, তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্। চামরং প্রশস্তপাত্রঞ্চ, বন্দয়েৎ শুভ-কর্ম্মসু॥" এই প্রমাণানুসারে যথাক্রমে অধিবাস করিবে। যথা—গায়ত্রী পড়িয়া গঙ্গামৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া "ওঁ অনয়া মহ্যা অস্য শুভাধিবাসনমস্তু" বলিয়া ঘটে ছোঁয়াইয়া ভূমিতে ছোঁয়াইয়া বরপ্রভৃতির কপালে ছোঁয়াইবে। এইরূপ সকল দ্রব্যই তিনস্থানে ছোঁয়াইবে। পরে চন্দন লইয়া "অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু।" পরে শিলা লইয়া "অনয়া শিলয়া অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন ধান্যেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনয়া দূর্ব্বয়া অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন পুষ্পেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন ফলেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন দধ্না অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন ঘৃতেন অস্য শুভাধিবাসন-মস্তু। অনেন স্বস্তিকেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন সিন্দূরেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন শঙ্খেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন কজ্জলেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনয়া রোচনয়া অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন সিদ্ধার্থেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন কাঞ্চনেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন রৌপ্যেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন তাম্রেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন দীপেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন দর্পণেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন চামরেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু। অনেন প্রশস্ত-পাত্রেণ অস্য শুভাধিবাসনমস্তু" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যে পূর্ব্বোক্তক্রমে অধিবাস করিয়া হরিদ্রাক্ত দূর্ব্বাগ্রন্থিযুক্ত-মঙ্গলসূত্র ছেলের দক্ষিণহস্তে কন্যার বামহস্তে বাঁধিয়া দিবে। ইতি অধিবাস শেষ। **পরে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার আবাহন করিয়া পূজা করিবে,** যথা—শালগ্রামে বা জলে আবাহন বিসর্জ্জন নাই। ঘটে বা যবপুঞ্জে পূজা করিলে "ওঁ গৌরীং মাতরং আবাহয়ামি" অনুজ্ঞা লইয়া "ওঁ আবাহয়" উত্তর, অন্যে বলিলে "গৌরি মাতঃ! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু", বলিয়া যথাক্রমে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধিনী, অধিষ্ঠাপনী, এই পঞ্চ মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিয়া ষোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধ-পুষ্প-দ্বারা পূজা করিবে। পরে "ওঁ পদ্মাং মাতরং আবাহয়ামি" বলিয়া অনুজ্ঞা লইয়া "ওঁ আবাহয়" উত্তর অন্যে বলিলে "পদ্মে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" বলিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া যথোক্তক্রমে পূজা করিবে। "শচীং মাতরং আবাহয়ামি", অনুজ্ঞা "ওঁ আবাহয়" উত্তর, "শচি মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" বলিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ শচ্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। "মেধাং মাতরং আবাহয়ামি" অনুজ্ঞা, "ওঁ আবাহয়" উত্তর; "ওঁ মেধে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ মেধায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "সাবিত্রীং মাতরং আবাহয়ামি" অনুজ্ঞা, "ওঁ আবাহয়" উত্তর; "ওঁ সাবিত্রি মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ সাবিত্র্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "বিজয়াং মাতরং আবাহয়ামি"; "ওঁ আবাহয়"; "বিজয়ে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ বিজয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "জয়াং মাতরং আবাহয়ামি"; "ওঁ আবাহয়"; "জয়ে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ জয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "দেবসেনাং মাতরং আবাহয়ামি"; "ওঁ আবাহয়"; "দেবসেনে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ দেবসেনায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "স্বধাং মাতরং আবাহয়ামি"; "ওঁ আবাহয়" "স্বধে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন; "ওঁ স্বধায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "ওঁ স্বাহাং মাতরং আবাহয়ামি"; "ওঁ আবাহয়"; "স্বাহে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন; "ওঁ স্বাহায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "শান্তিং মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "শান্তে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ শান্ত্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "পুষ্টিং মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "পুষ্টে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ পুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "ধৃতিং

মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "ধৃতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ ধৃত্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "তুষ্টিং মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "তুষ্টে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন "ওঁ তুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "আত্মদেবতাং মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "আত্মদেবতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন; "ওঁ আত্মদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। "কুলদেবতাং মাতরং আবাহয়ামি" "ওঁ আবাহয়" "কুলদেবতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" আবাহন, "ওঁ কুলদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ" বলিয়া পূজা। পরে "গৌরি মাতঃ! ক্ষমস্ব" "পদ্মে মাতঃ ক্ষমস্ব" "শচি মাতঃ ক্ষমস্ব" "মেধে মাতঃ ক্ষমস্ব" "সাবিত্রি মাতঃ ক্ষমস্ব" "বিজয়ে মাতঃ ক্ষমস্ব" "জয়ে মাতঃ ক্ষমস্ব" "দেবসেনে মাতঃ ক্ষমস্ব" "স্বধে মাতঃ ক্ষমস্ব" "স্বাহে মাতঃ ক্ষমস্ব" "শান্তে মাতঃ ক্ষমস্ব" "পুষ্টে মাতঃ ক্ষমস্ব" "ধৃতে মাতঃ ক্ষমস্ব" "তুষ্টে মাতঃ ক্ষমস্ব" "আত্মদেবতে মাতঃ ক্ষমস্ব" "কুলদেবতে মাতঃ ক্ষমস্ব" বলিয়া প্রত্যেককে বিসর্জ্জন করিবে। [সময়াভাবে "গৌর্য্যাদয়ো মাতরঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত। ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত। ইহ সন্নিধত্ত। ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্। অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত" বলিয়া যুগপৎ আবাহন করিয়া "ওঁ গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা, "ওঁ গৌর্য্যাদয়ো মাতরঃ ক্ষমধ্বম্" বিসর্জ্জন।] "আহুতাঃ দেবতাঃ ক্ষমধ্বম্" বলিয়া যুগপৎ বিসর্জ্জন করিবে। পরে **বসুধারা**। পূর্ব্বদিকের বা উত্তরদিকের গোময়লিপ্ত দেয়ালে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া সর্পাকার-চেদিরাজবসু অঙ্কিত করিয়া তাহার নিম্নে সিন্দুর কাজল ও চন্দনের পাঁচটি বা সাতটি বিন্দু দিয়া প্রত্যেক বিন্দু হইতে সাতটি বা পাঁচটি ঘৃত ধারা দিবে। "ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্। দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ॥" (বা ১।৩)। এই মন্ত্র প্রত্যেকবার পড়িতে পড়িতে সাতটি বা পাঁচটি বসুধারা দিয়া "ওঁ চেদিরাজ বসো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি" বলিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া চেদিরাজ নমস্তভ্যং, শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসানুদে দাত্রে, চেদিরাজ নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করিয়া "ওঁ চেদিরাজ বসো ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে **আয়ুষ্যসূক্ত জপ** করিবে। যজুর্ব্বেদীয়-আয়ুষ্য সূক্ত * যথা—"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যꣳ রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদꣳ হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়াবিশতাদু মাম্॥" (বা ৩৪।৫০)॥ জপ করিয়া আসনে বসিয়া **ভোজ্যোৎসর্গ** করিবে; যথা—ভোজ্যদ্রব্য উত্তান † বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ দেববর্ম্মণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ (শূদ্রপক্ষে "দাস্যাঃ"), অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ এতৎ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া কুশবারি-প্রোক্ষণ করিয়া ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিবে। অগ্রে—দক্ষিণা অর্চ্চনা করিবে অর্থাৎ দক্ষিণা দ্রব্য উত্তান বামহস্তে ধরিয়া কোশার জলে দক্ষিণ হস্তে কুশ ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায়

* সামবেদী আয়ুষ্যসূক্ত:—ওঁ আয়ুর্ব্বিশ্বায়ু বিশ্বং বিশ্বমায়ুরসীমহি প্রজাত্বস্য রয়িবেধেহ্যাস্ম শতং জীবেম শরদো বয়ন্তে। ওঁ আয়ুষে মে পবস্ব বর্চ্চসে মে পবস্ব দিবঃ পৃথিব্যা ভুবো জনিত্র্যা শৃণ্বাগোঽধঃকরন্তী সোমেহোলায় মমায়ুষে মম ব্রহ্মবর্চ্চসে যজমানস্য স্বস্ত্যা।

† "দৈবেঽনুত্তানপাণিভ্যামুত্তানাভ্যাঞ্চ পৈতৃকে" ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃত যমবচন।

নমঃ" বলিয়া তিনবার কুশের জল প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধ-পুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধ-পুষ্প তাহাতে দিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া আর একটি গন্ধপুষ্প নারায়ণে বা জলে দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে; পরে দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ সম্বতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং (তখনই দক্ষিণা না দিলে "দক্ষিণাং তৎ") কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া জল প্রোক্ষণ করিবে। পরে **বাস্তুপূজা**। সচন্দন পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া নারায়ণে বা জলে দিবে। "এতৌ ধূপদীপৌ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" পূজা করিয়া "ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়াঃ দেবাঃ, সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্ত বিজ্ঞেয়ো, বাস্তুদেবো নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" (বা ৬।৯)। বলিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ, এতৌ ধূপদীপৌ এতৎ সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" পূজা করিয়া "এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবে। এই যজুর্ব্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধে সর্ব্বত্রই উত্তর মুখে (সামবেদীয় পূর্ব্বমুখে) প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া ঋজুকুশে কার্য্য করিতে হইবে। [যদি পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, ভূস্বামি পিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্য দান করিবে যথা—কোশার জলে একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে ডুবাইয়া ধরিয়া বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া "বিষ্ণুরোঁ ইদং সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যং এতদ্ভূস্বামি পিতৃভ্যো নমঃ" বলিয়া দেবতীর্থে ভোজ্যের উপর দিবে।] (এই আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, সমূলদর্ভ এবং পূর্ব্বাভিমুখ-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তর মুখে সমস্ত দ্রব্য দিবে। ইহা আশ্বলায়ন স্পষ্ট বলিয়াছেন; অতএব পূর্ব্বাভিমুখ ব্রাহ্মণদের উত্তর মুখেই দান করিবে)। **ব্রাহ্মণস্থাপন।** পশ্চিম দিকে নৈর্ঋত কোণে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের কুশযুক্ত আসন করিবে। তার উত্তরে মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন। তার উত্তরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন। তার উত্তরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের কুশযুক্ত আসন করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া কার্য্য করিবে। অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্নান করাইবে। কুশব্রাহ্মণ পক্ষে দুইটি কুশব্রাহ্মণ তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" (বা ৩১।১)॥ বলিয়া স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" বলিয়া চন্দন দিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে বসাইয়া "এতৎ পাদ্যং, এষঃ অর্ঘঃ, এষঃ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎ ফল-তাম্বূল-নৈবেদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে অপর তিন পক্ষের ছয়টি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত "ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি" মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে চন্দন দিয়া স্বীয় স্বীয় আসনে বসাইয়া "ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। [প্রকৃত অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধারম্ভ]। পরে **দৈবপক্ষের অনুজ্ঞা।** দৈব ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য (অন্য কর্তৃপক্ষে 'মৎপুত্রস্য' বলিবে না) শ্রীঅমুক দেব শর্ম্মণঃ (দেববর্ম্মণঃ ইত্যাদি) শুভ অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নন্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নন্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে

কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োঃ বিশ্বেষাং দেবানাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং (১) আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন যবোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ-রহং করিষ্যে" বলিবে। "ওঁ কুরুষ্ব" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে **মাতৃপক্ষের অনুজ্ঞা।** মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ (দেববর্ম্মণঃ ইত্যাদি) শুভ অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ (শূদ্রপক্ষে দাস্যাঃ), অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন যবোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ-রহং করিষ্যে" "ওঁ কুরুষ্ব" প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে **পিতৃপক্ষের অনুজ্ঞা।** পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ (দেববর্ম্মণ ইত্যাদি), অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ-রহং করিষ্যে" "ওঁ কুরুষ্ব" প্রতিবাক্য। পরে **মাতামহপক্ষে অনুজ্ঞা,** মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দী মুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন যবোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োঃ-রহং করিষ্যে" "ওঁ কুরুষ্ব" প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্যঃ এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥" (ব্র, পু ২২০।১৪৩)॥ এই মন্ত্র পড়িবে। পরে "ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া গঙ্গামৃত্তিকা (অভাবে মৃত্তিকা) কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধভূমিতে ঐ জলপ্রোক্ষণ দিয়া রক্ষার্থ উদক স্থাপন অর্থাৎ ঐ গঙ্গামৃত্তিকাগোলা জল ব্রাহ্মণদিগের শিরঃস্থানে রাখিয়া দিবে। **দৈবপক্ষে কুশাসন দান।** পরে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া কুশাসন দুইখানি অথবা ঋজু কুশ কতকগুলি বা দুইটি ত্রিপত্র লইয়া "বিষ্ণুরোঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ এতে কুশাসনে বাং নমঃ" ২) বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে দিবে। পরে **মাতৃপক্ষে কুশাসন দান।** মাতৃ পক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে জলগণ্ডূষ দিয়া দুইখানি কুশাসন বা দুইটি ত্রিপত্র অথবা কতকগুলি ঋজু কুশ লইয়া "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি, এতে দর্ভাসনে বাং নমঃ" (৩, বলিয়া মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **পিতৃ পক্ষে দর্ভাসন দান।** পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে জলগণ্ডূষ দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে দুইখানি কুশাসন বা ত্রিপত্র দুইটি বা কতকগুলি কুশ লইয়া "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতে দর্ভাসনে বাং নমঃ" বলিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **মাতামহ পক্ষে কুশাসন দান।** উক্তরূপে দুইখানি কুশাসন বা দুইটি ত্রিপত্র অথবা কতকগুলি কুশ লইয়া "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতে দর্ভাসনে বাং নমঃ" বলিয়া মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **দৈবপক্ষে আবাহন।** যব লইয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিবে "ওঁ আবাহয়" উত্তর।

---

(১) "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং" স্থানে "আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং" বলিতে হইবে, ইহাই রঘুনন্দনের মত ; কিন্তু হলায়ুধের অধিক প্রামাণ্য, এই জন্য হলায়ুধের পাঠ রাখিলাম।

(২) সামবেদে কোথাও "বাং" প্রযুক্ত হয় না। সর্ব্বত্রই "বঃ" এই বহুবচন প্রয়োগ হয় ; এই পদ্ধতিতে যেখানে "বাং" আছে সামবেদের কার্য্যে ঐ "বাং" বলিবে না, তৎপূর্ব্বে "বঃ" বলিবে। যেমন "এতানি বঃ কুশাসনানি নমঃ।"

(৩) শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তিনের প্রীতির জন্য দুইজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া, এইজন্য "বাং" এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতা ম ইমথ্ঁ হবম্। এদং বর্হির্নিষীদত"। (বা ৭।৩৪)। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে যব ছড়াইবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমথ্ঁ হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্" (বা ৩৩।৫৩) পড়িবে। পরে **মাতৃপক্ষে ব্রাহ্মণ আবাহন।** "প্রত্যেক পক্ষে যব লইয়া "ওঁ নান্দীমুখীঃ মাতৄঃ আবাহয়িষ্যে" "ওঁ আবাহয়" উত্তর। পরে "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে" (বা ১৯।৭০)। বলিয়া যব ছড়াইবে। পরে **পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণাবাহন।** "ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" "ওঁ আবাহয়" উত্তর। পরে "ওঁ আয়ান্তু নঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্"॥ (বা ১৯।৫৮)॥ এই মন্ত্রে যব ছড়াইবে। পরে **মাতামহপক্ষে ব্রাহ্মণাবাহন।** "ওঁ নান্দীমুখান্ মাতামহান্ আবাহয়িষ্যে" "ওঁ আবাহয়" উত্তর; পরে "ওঁ আয়ান্তু নঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। পরে **অর্ঘস্থাপন।** অগ্রে দৈবপক্ষে উত্তরাগ্র করিয়া একপত্র কুশ ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর কলাখোলার দ্রোণী একটি পাতিয়া সাগ্র গর্ভশূন্য দুইগাছি কুশ কুশান্তরে বেষ্টিত করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" (বা ১।১২) বলিয়া নখব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে অগ্রভাগ বাঁধা অংশ কাটিয়া লইয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রে রাখিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ"॥ (বা ৩৬।১২)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘপাত্রে জল দিবে। পরে যব লইয়া—"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" (বা ৫।২৬) বলিয়া দৈবপক্ষীয় অর্ঘপাত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন ও পুষ্প দিবে। পরে কুশাচ্ছাদন করিবে। পরে মাতৃপক্ষাদির ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে পাশাপাশি করিয়া তিনগাছি কুশ উত্তরাগ্র করিয়া ভূমিতে পাতিয়া ঐ কুশের মূলে তিনটি, মধ্যে তিনটি ও অগ্রে তিনটি অর্ঘপাত্র (কলাখোলের ডুঙ্গী বা যজ্ঞডুম্বাদি কাষ্ঠের পাত্র অথবা অভাবে কদলীপত্র) স্থাপন করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখব্যতিরেকে প্রত্যেক পবিত্র ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" এই মন্ত্রে মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষের নয়টি অর্ঘপাত্রে যথাক্রমে উত্তরাগ্র করিয়া পবিত্র দিয়া "ওঁ শন্নো দেবীঃ ইত্যাদি" মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ঘপাত্রে জলগণ্ডূষ দিবে। পরে যব লইয়া "ওঁ যবোঽসি সোমদৈবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥" এই মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ঘপাত্রে যব দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, কতকগুলি পুষ্প ও আতপতণ্ডুল দিয়া কুশদ্বারা প্রত্যেক অর্ঘপাত্র আচ্ছাদন করিবে। পরে **দেবপক্ষে অর্ঘদান।** দৈবপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিবে; পরে আচ্ছাদন কুশগুলি ফেলিয়া দিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ হস্তে "পবিত্রং" বলিয়া অর্ঘের পবিত্র লইয়া দিবে। "জলং" বলিয়া অর্ঘের জল দিবে। "জলান্তরং" বলিয়া অন্য জল দিবে। "পুষ্পং" বলিয়া অর্ঘের পুষ্প দিবে। "পুষ্পান্তরং" বলিয়া অন্যপুষ্প দিবে। "শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের আর একটি পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে। পরে অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুঃ। যা অন্তরীক্ষ উত পার্থিবীর্যাঃ। (তৈ, ব্রা ২।৭।১৫।৪)। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা নঃ আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু" (আশ্ব ৪।৭)। এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ এষ অর্ঘো বাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘ দিবে। পরে **মাতৃপক্ষে অর্ঘদান।** প্রদক্ষিণভাবে মাতৃপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদম্ অর্ঘপাত্রং অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং", বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘের একটি পুষ্প দিয়া অর্ঘপাত্রটি বামহস্তের তলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে অর্ঘপাত্র আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যা দিব্যাঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি-দেবি এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" (১) বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ দিবে॥ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলাদির সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানের সেইখানেই রাখিবে। পরে পিতামহীর অর্ঘপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ

---

(১) দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কনিষ্ঠ অগ্রে হাত পাতিবে, জ্যেষ্ঠ তদুপরি হাত পাতিবে। ঐরূপ মিলিত হস্তের উপরি অর্ঘাদি দিবার ব্যবস্থা; এই জন্য একটি বস্তু, কোন স্থানে দুই বা ততোধিক দ্রব্য "বাং নমঃ" বলিয়া দেওয়া হয়। ইতি "রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্ব" এবং "মদন পারিজাত"।

ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং" দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের একটি পুষ্প দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘপাত্রটি বাম হস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে ঢাকা দিয়া "ওঁ যা দিব্যাঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি-দেবি এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ দিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট সংস্রব জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। পরে প্রপিতামহীর অর্ঘপাত্র লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং" দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের একটি পুষ্প ব্রাহ্মণে দিয়া পূর্ব্ববৎ অর্ঘপাত্র বাম হস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যাঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি-দেবি এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘ দিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে **পিতৃপক্ষে অর্ঘদান**। পিতার অর্ঘপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং" দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘের পুষ্প দিয়া অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের আচ্ছাদন দিয়া "ওঁ যা দিব্যাঃ আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া পিতৃ-পক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ দিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে পিতামহের অর্ঘপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং, শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে অর্ঘদান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে প্রপিতামহের অর্ঘপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং, শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া বামহস্ততলে অর্ঘপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যাঃ দিব্যাঃ আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে **মাতামহপক্ষে অর্ঘদান**। মাতামহের অর্ঘপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে "পবিত্রং জলং, জলান্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং, শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া বামহস্ততলে অর্ঘপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যাঃ দিব্যাঃ আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ দান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে প্রমাতামহের অর্ঘপাত্র লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং পুষ্পং, পুষ্পান্তরং, শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া বামহস্ততলে অর্ঘপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যাঃ দিব্যাঃ আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘ দান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘপাত্র লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রম্ ইদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু" বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে "পবিত্রং, জলং, জলান্তরং পুষ্পং, পুষ্পান্তরং, শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পবিত্রাদি দান করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যাঃ দিব্যাঃ আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ বাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘদান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যথাস্থানে রাখিবে। পরে [illegible]

মাতামহের অর্ঘপাত্রের জল প্রমাতামহের অর্ঘপাত্রে, তাহার জল বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘপাত্রে; তজ্জল প্রপিতামহ পাত্রে, তজ্জল পিতামহ-পাত্রে, তজ্জল পিতৃপাত্রে; তজ্জল প্রপিতামহীপাত্রে, তজ্জল পিতামহী-পাত্রে, তজ্জল মাতার অর্ঘপাত্রে আনিয়া প্রপিতামহীর অর্ঘপাত্র দ্বারা মাতার অর্ঘপাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া মাতৃপাত্রটি যাহাতে উপরি থাকে সেই ভাবে উল্টাইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের বামদিকে রাখিয়া কুশাচ্ছাদন দিবেন। পরে **গন্ধাদি-পঞ্চকদান** অগ্রে **দৈবপক্ষে** উত্তরাগ্র করিয়া একগাছি কুশ পাতিয়া তাহার উপর একটি কলাখোলের ভুঙ্গী বসাইয়া তাহাতে দুইখানি বস্ত্র, তুলসীতে করিয়া চন্দন ও পুষ্প দিবে এবং ধূপ দীপ জ্বালিয়া নিকটে রাখিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদি-পঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষ গন্ধঃ বাং নমঃ" বলিয়া ঐ চন্দন লইয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে। "এতদ্ পুষ্পং বাং নমঃ' বলিয়া পুষ্প দিবে। "এষঃ ধূপঃ বাং নমঃ" বলিয়া ধূপ "এষঃ দীপঃ বাং নমঃ" বলিয়া দীপ, ও "এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাং নমঃ" বলিয়া বস্ত্র ব্রাহ্মণে দিবে। পরে **মাতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান।** একগাছি উত্তরাগ্রকুশের উপর একটি কলাখোলার ভুঙ্গী বসাইয়া ঐ ভুঙ্গীতে দুইখানি বস্ত্র তাহার উপর তুলসী পত্র করিয়া চন্দন, পুষ্প দিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি-দেবি, অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি-দেবি, অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি-দেবি এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ গন্ধঃ বাং নমঃ" বলিয়া তুলসী পত্রের চন্দন লইয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে "এতৎ পুষ্পং বাং নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিবে। "এষঃ ধূপঃ বাং নমঃ" বলিয়া ধূপ, "এষঃ দীপো বাং নমঃ" বলিয়া দীপ দিয়া "এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাং নমঃ" বলিয়া বস্ত্র দুইখানি ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে। পরে **পিতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চক-দান।** পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধাদিপঞ্চক লইয়া "এতেভ্যঃ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ গন্ধঃ বাং নমঃ। এতৎ পুষ্পং বাং নমঃ। এষঃ ধূপঃ বাং নমঃ। এষঃ দীপঃ বাং নমঃ। এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাং নমঃ" বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে অর্পণ করিবে। পরে **মাতামহপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান।** পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধাদিপঞ্চক লইয়া "এতেভ্যো গন্ধাদি-পঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ অমুক গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ গন্ধঃ বাং নমঃ। এতৎ পুষ্পং বাং নমঃ। এষঃ ধূপঃ বাং নমঃ। এষঃ দীপঃ বাং নমঃ। এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাং নমঃ" বলিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ দুটিকে গন্ধাদিপঞ্চক দিবে। পরে **অন্নদান।** অগ্রে নারায়ণের পাত্রে অগ্রভাগ সর্ব্ববিধ আমান্নাদি দিয়া "এতৎ সম্বতোপকরণমন্নং ওঁ নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবে। পরে <u>পাত্রপাতন</u>। "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে "ওঁ পাতয়" উত্তর বাক্য পুরোহিতাদি বলিলে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণমণ্ডল জলরেখা করিয়া মাতৃপক্ষের পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের স্ব স্ব ব্রাহ্মণের সম্মুখ ভূমিতে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ জলরেখা করিয়া দৈবাদিক্রমে ভোজনপাত্র পাতিবে। পরে <u>অগ্নৌকরণ</u>; যথা: দৈবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি তাম্রাদিপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া ঘৃতযুক্ত আতপ তণ্ডুল তাম্রাদিপাত্রে লইয়া "ওঁ অগ্নৌকরণং অহং করিষ্যে" জিজ্ঞাসা করিবে "ওঁ কুরুষ" প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবেন। পরে "ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" বলিয়া ঐজলে কুশের দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃতাক্ত তণ্ডুল ফেলিবে। এবং "ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" বলিয়া পুনর্ব্বার ফেলিয়া অমন্ত্রক দুইবার ঐ জলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঐ আতপ চাউল ফেলিয়া অবশিষ্ট আতপ চাউলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া দেবপক্ষের অন্নপাত্রে দুইবার মাতৃপক্ষের পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে তিনবার করিয়া দিয়া পিণ্ডের জন্ত কিঞ্চিৎ রাখিবে। পরে দৈবপক্ষের <u>পাত্রালম্ভন</u> করিবে। যথা;—দুই হাত উপুড় করিয়া পাত্রের উপর দিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং

জুহোমি স্বাহা" (আ, ম ২।২০।১) এই মন্ত্র পড়িবে। পরে মাতৃপক্ষের অন্নপাত্রে চিৎভাবে দুই হাত রাখিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের প্রত্যেক পাত্রে চিৎভাবে দুই হাত রাখিয়া "ওঁ পৃথিবী তে ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে, তারপর মাতৃপক্ষে, পরে পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে ব্যবহার অনুসারে অন্নব্যঞ্জন ঘৃতাদি অথবা আমান্ন উপকরণাদি সমস্ত পত্নী বা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া দিবে। পরে সকল অন্নপাত্রের নিকট পানীয় জল রাখিয়া পাত্রান্ন উৎসর্গ করিবে। অগ্রে দৈবপক্ষের দুটি অন্নপাত্র উবুড় বাম হস্তে ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যে রক্ষস্ব" বলিয়া জলাভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুরে" (বা ৫।১৫) মন্ত্রে অন্নপাত্রে উপুড়ভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল স্থাপন এবং "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" (বা ২।২৯) মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া দৈবব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। পরে "ওঁ মধু মধু"* বলিয়া অন্নে মধু দিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে; যথা—"ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবাঃ ইমে অন্নে সোপকরণে সযবগঙ্গোদকে বা সযবোদকে বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া জোড় হাতে "ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া "যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্" বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডূষ দিবে। (১) পরে মাতৃপক্ষের অন্নপাত্র দুটি চিৎভাবে বাম হস্তে ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যে রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল নিবেশপূর্ব্বক "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া "মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে; যথা:—অন্নপাত্র দুটি চিৎ বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক-দেবি! অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুক-দেবি! অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক-দেবি! ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবগঙ্গোদকে (সাধারণ জল হইলে 'সযবোদকে') বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া "যথা সুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল গণ্ডূষ দিবে। পরে পিতৃপক্ষের অন্নপাত্রদ্বয় চিৎভাবে বামহস্তে ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যে রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে পূর্ব্বমত অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল-গণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া "মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে; যথা:—চিৎ বাম হস্তে অন্নপাত্র দুটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবগঙ্গোদকে বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া "যথা সুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্" বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল গণ্ডূষ দিবে। পরে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রদ্বয় চিৎ বামহস্তে ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যে রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে পূর্ব্ববৎ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ অপহতা ইত্যাদি" মন্ত্রে যব ছড়াইয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল-

* নান্দীশ্রাদ্ধে মধুদানে "মধুবাতা ইত্যাদি" মধুমন্ত্র পড়িতে নাই। ইহাই হলায়ুধ ও কাত্যায়নের মত। কিন্তু রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, কেবল অন্ন উৎসর্গের পূর্ব্বে মধুদানকালে মধু মন্ত্র পড়িবে না, পরে যে যে স্থানে মধুদান আছে সেখানে মধুমন্ত্র পড়িবে।

(১) সামবেদীয় শ্রাদ্ধ মাত্রেই মাতৃপক্ষ নাই। যজুর্ব্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধেই কেবল মাতৃপক্ষ আছে। সামবেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধ, পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া করিতে হয়। যজুর্ব্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধ উত্তর মুখে বসিয়া করিতে হয়, এইমাত্র বিশেষ। নান্দীশ্রাদ্ধে যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণ; পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় প্রত্যেক পক্ষে তিনটি করিয়া ব্রাহ্মণ নহে। যজুর্ব্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধে উর্জ্জ ও পুনরূর্জ্জদান আছে এবং পিণ্ডগুলি স্থানান্তরে রাখিয়া পিণ্ডস্থান অভিষেক করিতে হয়; সামবেদের নান্দীশ্রাদ্ধে উহার ব্যবহার নাই। নান্দীশ্রাদ্ধে তিলস্থানে যব দিবে; স্বধা স্থানে পুষ্টি শব্দ ব্যবহার করিবে এবং দৈবতীর্থে সমস্ত দ্রব্য অর্পণ করিবে; ইহাতে উত্তরীয় ফিরাইতে হইবে না; দৈবকার্য্যের ন্যায় সমস্তই হইবে।

গণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া "মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে ; যথা—চিৎবাম হস্তে অন্নপাত্র ছুটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবগঙ্গোদকে বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া অন্নে মধু দিয়া "যথা সুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল-গণ্ডূষ দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রে দৈবপক্ষে, পরে মাতৃপক্ষে, তারপরে পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষে "ওঁ আমান্নদানমিদং অচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া "অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ, তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া "ওঁ ইষে ত্বা ঊর্জে ত্বা বায়বস্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরণমীবা অযক্ষ্মা মা বস্তেন ঈশত মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ। যজমানস্য পশূন্ পাহি" (বা ১।১) মন্ত্রটি পড়িবে। পরে "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্য-ভোক্তা-ব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো, রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যো-শনোঽঙ্গিরো-যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥ পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতাঃ দক্ষ-গৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ॥ (যা সং ১।৪-৫)॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদংহ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃকর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণঃ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ (মহা, আদি ১।১১০-১১)॥* ওঁ সপ্তব্যাধা-দশার্ণেষু, মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে, হংসাঃ সরসি মানসে॥ তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণাঃ বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং, যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥ (মৎস্য, পু ২০।২১)॥" পড়িয়া নান্দীশ্রাদ্ধকর্ত্তার দক্ষিণভাগে পূর্ব্বদিকে ভূমিতে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড দিবে।—যথা—যবযুক্ত আমান্ন-পিণ্ড লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্" (মৎস্য, পু ১৭।৪২)॥ পড়িয়া ভূমিতে দিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥" (বিষ্ণু পু ৩য় অংশ ১১।৫১)॥ পড়িবে। পরে আচমন ও দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া "ওঁ হরিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ" বলিয়া হরি-স্মরণ করিয়া দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে জল-গণ্ডূষ দিয়া দৈবপক্ষে "রুচিতম্" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। "ওঁ সুরুচিতম্" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে "শেষমন্নমপ্যস্তি" বলিবে। মাতৃপক্ষাদিতে "ওঁ সম্পন্নম্" জিজ্ঞাসা করিবে; "ওঁ সুসম্পন্নম্" উত্তরবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিলে "শেষমন্নমপ্যস্তি" বলিবে। "ওঁ ইষ্টেভ্যো যথা সুখং বিনিযুজ্যতাম্" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে **পিণ্ডদান**। পিণ্ডদানের জন্য মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে প্রত্যেক পক্ষে তিনটি তিনটি করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিতে হইবে ; ঐ মণ্ডল নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে শেষ করিবে। "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর-দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।" এই মন্ত্রে অগ্রে স্বীয় বাম দিকে ভূমিতে জলধারা মাতা,

* "যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি" হলায়ুধে নাই। কিন্তু রঘুনন্দন ইহা বিশেষ করিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। নান্দীশ্রাদ্ধে পিতৃসংহিতা পড়িবে না, ইহা সকলেরই মত। পিতৃ সংহিতা বলিতে পিতৃ মহত্ত্ব প্রকাশক মন্ত্র মাত্রই বুঝিতে হইবে, ইহা রঘুনন্দন বলিয়াছেন এবং তিনি "অপহৃত-ভ্রংগবী-মাংসকৃত-শ্রাদ্ধ-মহত্ত্ব-প্রকাশক-পিতৃগাথাত্বেন সপ্তব্যাধা ইতি" বলিয়া সপ্তব্যাধাকে পিতৃগাথা স্থির করিয়া ইহা এখানে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু হলায়ুধ ইহা পড়িতে বলিয়াছেন। পিতৃগাথা পিতৃসংহিতার অন্তর্গত কি না, ইহাই সন্দেহস্থল। রুচিস্তব পিতৃমহত্ত্ব সূচক, অতএব ইহা পিতৃসংহিতা, ইহা ঠিক ; কিন্তু সপ্তব্যাধা পিতৃমহত্ত্বসূচক কি শ্রাদ্ধ মহত্ত্ব সূচক ; এই বিষয়েই মতভেদ। আমরা হলায়ুধের অনুসরণ করিয়া ইহা মূলান্তর্গত করিলাম। বর্ত্তমানে এ দেশে প্রায় সকলেই রঘুনন্দনের মতানুযায়ী, এই জন্য সপ্তব্যাধা মন্ত্র এই শ্রাদ্ধে পড়া হয় না। কিন্তু পিতৃসংহিতা বলিতে যে কি বুঝায় এবং তাহাতে কি কি আছে, তাহা কোন নিবন্ধকার বলেন নাই। আমরাও এই নামের কোন পুস্তক সন্ধান করিয়া পাই নাই।

পিতামহী ও প্রপিতামহীর জন্য এক একটি করিয়া তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডল (পিণ্ডস্থান) করিবে। পরে তাহার পূর্ব্বদিকে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকবার "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া এক একটি করিয়া তিনটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিবে এবং তাহার পূর্ব্বদিকে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকবার "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া তিনটি চতুষ্কোণ-পিণ্ডমণ্ডল করিবে। পরে দুইগাছি সমূল কুশ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া এবং "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" পড়িয়া ঐ চতুষ্কোণ রেখাগুলির মধ্যভাগে উত্তরাগ্র এক একটি রেখা করিয়া "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" বলিবে "ওঁ কুরুষ্ব" উত্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা বলিবে। পরে ঐ পিণ্ড স্থানের রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া বাম নীবী দৃঢ় করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে। যথা :—একটি ত্রিপত্র দক্ষিণহস্ত দ্বারা কোশার জলে ডুবাইয়া ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি-দেবি এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া জলের সহিত ঐ ত্রিপত্রটি প্রথম চতুষ্কোণ-জল-রেখার (পিণ্ডস্থানের) উপর নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ আর একটি ত্রিপত্র লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি! এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার উপর দিবে; পরে পূর্ব্বোক্তরূপে অপর একটি ত্রিপত্র লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি! এতৎ অবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর দিবে। পরে পিতৃপক্ষের চতুষ্কোণ জলরেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ডুবাইয়া ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম চতুষ্কোণ-জলরেখার উপর উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র উক্তরূপে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র পূর্ব্বোক্তভাবে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর উহা দিবে। এইরূপ "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া মাতামহ পক্ষে প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার উপর সজল ত্রিপত্র দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপরি উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার উপরি উহা নিক্ষেপ করিয়া, ঐ স্থানত্রয়ে মাতৃপক্ষাদিক্রমে উত্তরাগ্র করিয়া কুশ পাতিবে। পরে "ওঁ আয়ান্তু নঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ" বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া, দধি-মধু-যব-বদরপ্রভৃতি-মিশ্রিত বিল্বপ্রমাণ নয়টি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, ত্রিপত্র যব ও তুলসী যুক্ত একটি পিণ্ড "মধু মধু মধু" বলিয়া দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দৈবতীর্থে প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার কুশের উপর দিয়া হাত ধুইবে; পরে ঐরূপ আর একটি পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে। পরে ঐরূপ অপর পিণ্ডটি লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি-দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া ঐরূপ একটি পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া পিতৃপক্ষের পিণ্ডস্থানের প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে; পরে ঐরূপ অন্য পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয়-চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইয়া, ঐরূপ অপর পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপরি দিয়া হাত ধুইবে। পরে "মধু মধু মধু" বলিয়া ঐরূপ একটি পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া মাতামহপক্ষে পিণ্ডস্থানের প্রথম চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে; পরে ঐরূপে আর একটি পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দী-মুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত

ধুইয়া, ঐরূপ অন্য একটি পিণ্ড লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া তৃতীয়-চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিবে। পরে পিণ্ডের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে,পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। পরে "ওঁ লেপভুজঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া হাতে যাহা লেপা থাকিবে, কুশের দ্বারা ছাড়াইয়া প্রপিতামহীর পিণ্ডের উপর দিয়া হাত ধুইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরঃ মাদয়ধ্বম্। যথাভাগ-মাবৃষায়ধ্বম্" (বা ২।৩১) জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাসরোধ করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ-সংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ ওঁ হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ ষড়ভ্যঃ ঋতুভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়া "ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মাবৃষায়িষত"(বা ২।৩১ বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া ত্রিপত্র ও যবাদির সহিত ঐ জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া মাতৃপিণ্ডের উপরি দিবে; এইরূপে "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া পিতামহীর পিণ্ডে জল দিয়া, পুনর্ব্বার ঐরূপ ত্রিপত্রাদি লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি। এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া প্রপিতামহীর পিণ্ডে দিবে। পরে পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিপত্রাদি লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া পিতৃপিণ্ডের উপর দিবে এবং "বিষ্ণু ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ত্রিপত্রাদি পিতামহ পিণ্ডে দিবে, পুনর্ব্বার ত্রিপত্রাদি লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া প্রপিতামহপিণ্ডে দিবে। পরে ঐরূপ ত্রিপত্রাদি ও পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন জল লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া মাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে এবং "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনে জনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর ত্রিপত্রাদি দিবে; পুনর্ব্বার "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর ঐরূপ ত্রিপত্রাদি দিবে। এখানে নীবী শ্লথ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিণ্ডগুলির উপরে ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পড়িবে; যথা:— ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরস্তপসে। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো যজ্জীবম্। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। ওঁ পুষ্টৌ নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ"* এই মন্ত্র পড়িয়া নূতন শুক্ল বস্ত্রের দশার সূত্র ত্রিপত্রে জড়াইয়া "ওঁ এতৎ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ" (সা, ব্রা ১।৩।১৪) বলিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ডুবাইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি এতৎ বাসস্তভ্যং নমঃ" বলিয়া মাতৃপিণ্ডের উপর দিবে। এইরূপে প্রত্যেক পিণ্ডের উপরি বাসঃসূত্র দিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় বাস ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ"। ঐরূপ "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ"। এইরূপ মাতামহপক্ষেও "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডে বাসঃ-সূত্র দিবে। পরে কুশি করিয়া জল লইয়া † "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। পুষ্টা স্থ তর্পয়ত মে

* রঘুনন্দন মতে ইহা কাণ্বশাখীর পাঠ এবং বাজসনেয় শাখার পাঠ এই :—
নমো বঃ পিতরো রসায়। নমো বঃ পিতরঃ শোষায়। নমো বঃ পিতরো জীবায়। নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ। নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মন্যবে" (বা ২।৩২) রঘুনন্দন আরো বলেন যে "বসন্তায় ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীগণের পাঠ্য নহে উহা সামবেদীর পাঠ্য এবং সামবেদীরা "নমো বঃ ইত্যাদি" পড়িবে না। (যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধতত্ত্ব)।

† সামবেদীর নান্দীশ্রাদ্ধে এস্থানে উর্জ্জদান নাই, শেষে যে উর্জ্জদান আছে, তাহাই দেওয়া সামবেদীর নান্দীশ্রাদ্ধে ব্যবহার।

নান্দীমুখান্ পিতৄন্" (বা ২।৩৪) এই মন্ত্র পড়িয়া পিণ্ডগুলির উপর দৈবতীর্থ দ্বারা জলসেচন করিবে। পরে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডগুলির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পক্ষের দুইজন দুইজন ব্রাহ্মণের হস্তে জল গণ্ডূষ দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এই কথা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে। "সুসম্পন্নমস্তু" প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে পিণ্ড লইয়া আঘ্রাণ করিয়া স্থানান্তরে রাখিবে। পরে "ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডস্থানে জল দিবে। অনন্তর "ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু" বলিয়া অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিবে; পরে ঐ মন্ত্রে মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে,তৎপরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপর মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া জল দিবে। "ওঁ সন্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। "ওঁ সৌমনস্যং অস্তু" বলিয়া দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া পুষ্প দিবে; "ওঁ অক্ষতঞ্চ অরিষ্টঞ্চ অস্তু" বলিয়া দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া দুর্ব্বাক্ষত দিবে; "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকবার বলিবে। পরে **অক্ষয্যদান।** যথা :—যব ঘৃত মধু একত্র করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ (পিতা নান্দীমুখ না করিলে "মৎপুত্রস্য" বলিবে না), শুভামুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখ্যঃ মাতরঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে ঐ যব আজ্য-মধু-সংযুক্ত-জল (অর্থাৎ অক্ষয্য) দিলে, "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে, "সর্ব্বং তাভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে; "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভামুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্যঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া অক্ষয্য ব্রাহ্মণে দিলে, ওঁ "অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে, "সর্ব্বং তাভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া পুনর্ব্বারব্রাহ্মণে জল দিবে। "বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎ পুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা প্রপিতামহ্যঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে অক্ষয্য দিলে, "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে, "সর্ব্বং তাভ্যঃ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে পিতৃপক্ষে অক্ষয্যদান করিবে; যথা: অক্ষয্য লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে দিবে; "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। ঐরূপ "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া অক্ষয্য ব্রাহ্মণে দিবে; "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয্য লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ প্রপিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে; "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে মাতামহপক্ষে অক্ষয্য লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ মাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে; "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণেরা বলিলে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয্য লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ প্রমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে দিলে "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" ব্রাহ্মণাদিরা বলিলে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয্য লইয়া "বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেন অনেন

অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে দিলে, “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, “সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া “ওঁ অঘোরাঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু” বলিবে; “ওঁ সন্তু” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। “ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্” বলিবে; “ওঁ বর্দ্ধতাম্” প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ করিবে; যথাঃ—“ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রার্থনা করিবে; “ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, ব্রাহ্মণের আসন হইতে একটি পুষ্প লইয়া “ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ, বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥ অন্নঞ্চ নো বহু ভবেৎ, অতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতাঃ দ্বিজাঃ, তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্তু, পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু”॥ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া “ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ বাচয়িষ্যে” প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে। “ওঁ বাচয়” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে অর্ঘের পবিত্র লইয়া গ্রন্থিমোচন করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের উপর জলের সহিত ঐ কুশ দিবে; যথাঃ—নান্দীমুখীভ্যো মাতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতৃপিণ্ডে মাতার অর্ঘের কুশ দিবে। “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ এবং “ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ পিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতামহীপিণ্ডে পিতামহীর অর্ঘের কুশ দিবে। “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ প্রপিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রপিতামহীপিণ্ডে প্রপিতামহীর অর্ঘের কুশ দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। “ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতার পিণ্ডের উপর পিতার অর্ঘের কুশ দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতামহের অর্ঘের কুশ পিতামহ-পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” অন্যে বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রপিতামহের অর্ঘের কুশ লইয়া প্রপিতামহ-পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” অন্যে বলিবে॥ পরে “ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতামহপিণ্ডে মাতামহের অর্ঘের কুশ দিলে, “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ অন্যে বলিবে। “ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রমাতামহের অর্ঘের কুশ লইয়া প্রমাতামহের পিণ্ডে দিবে, “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” অন্যে বলিবে॥ “ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘের কুশ বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ পরে কুশি দ্বারা জল লইয়া “ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। পুষ্টা স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৄন্” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডস্থানে পুনর্ব্বার উর্জ্জ (পিণ্ড বিসর্জ্জনের জল) দিবে। পরে ন্যুব্জীকৃতপাত্র খুলিয়া ঐ পাত্রের জল মস্তকে দিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। অগ্রে মাতৃপক্ষে দক্ষিণা দিবে; যথা—দ্রাক্ষা আমলকমূলাদির মূল্য বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতস্মৈ দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যায় নমঃ” বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানাভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ, বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা শুভ-অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ কৃতৈতদ্-বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে”। * বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল গণ্ডূষ দিবে। পরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণা: দক্ষিণাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশর্ম্মণাম্ কৃতৈতদ্ বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু” বলিয়া জলগণ্ডূষ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে মাতামহপক্ষে দক্ষিণা দিবে। পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশর্ম্মণাং,

* অভ্যুদয় আত্মনিষ্ঠ, এই অভিপ্রায়ে হলায়ুধ আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কৃতৈতদবৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রানামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া জলগণ্ডূষ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে দেবপক্ষে দক্ষিণা দিবে। পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ শুভ-অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতদ্-বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থ দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রানামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া জলগণ্ডূষ দৈবব্রাহ্মণে দিবে। অনন্তর "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিবে। পরে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্যঃ এব চ। নমঃ পুষ্টৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু"॥ (ব্রহ্ম ২২০।১৪৩)॥ এইমন্ত্র দেবপক্ষে একবার, পিতৃপক্ষে একবার ও মাতামহপক্ষে একবার—এই তিনবার পড়িয়া "ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি র্দেবযানৈঃ॥" (বা ৯।১৮)॥ এই মন্ত্রে কুশমূলদ্বারা অগ্রে মাতৃব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, তারপরে মাতামহ-ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন করিয়া কুশাগ্রদ্বারা দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন করিবে। পরে "অভিরম্যতাং, ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের আসন নাড়িয়া দিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ" (বা ৯।১৯) বলিয়া জল ও পুষ্প দিয়া প্রথম মাতৃব্রাহ্মণদ্বয়কে, পরে পিতৃব্রাহ্মণদ্বয়কে, তারপর মাতামহ ব্রাহ্মণদ্বয়কে, শেষে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রণাম করিবে। পরে "ভবদ্ভ্যামহং কৃতার্থীকৃতঃ" বলিলে, "কৃতার্থো ভব" ব্রাহ্মণেরা বলিবে।* পরে প্রথম মাতৃপক্ষের, পরে পিতৃপক্ষের, তারপরে মাতামহপক্ষের, শেষে দেবপক্ষের পাত্রান্ন, বিশিষ্টব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে; ব্রাহ্মণ না পাইলে ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। পিণ্ডগুলি গো বা অজকে দিবে অথবা অগ্নিতে বা জলে ফেলিয়া দিবে। পরে "কৃতৈতদ্ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-কর্ম্মাচ্ছিদ্র-মস্তু" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবে। "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে কোশার জলে দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত উপুড়ভাবে রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র-শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের নাম উল্লেখ করিয়া) মৎকৃতেহস্মিন্ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" দশবার জপ করিবে ও সূর্য্যপ্রণাম করিবে॥

ইতি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপ্ত॥

শবসৎকার বিধি।

গোময়লিপ্ত অনাচ্ছাদিত স্থানে দক্ষিণাগ্রকুশের উপর আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে দক্ষিণশিরা করিয়া শুয়াইবে।

যদি সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তের ধেনু, সুবর্ণ, রৌপ্য, ভূমি ও তিলপাত্র উৎসর্গ করিবে। "প্রেতমঞ্জরী"তে এইস্থলে একমাত্র 'বৈতরণীই' বিহিত আছে। এই সমস্ত কার্য্য দুই একদিন পূর্ব্বেও হইতে পারে। (১)

অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত ধেনু প্রভৃতি দানের রীতি

ধেনুদান। পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া আচমন করিয়া "এতস্যৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতধেনবে নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ রুদ্রায় নমঃ" বলিয়া ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিয়া "সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে কুশ, তিল ও জল লইয়া উৎসর্গ করিবে—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ বা গুপ্তস্য (২) আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ এতাং অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতাং ধেনুং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং রুদ্রদেবতাকাং যথানাম-

---

*এখানে "পিতা ধর্ম্মঃ ইত্যাদি" এবং "পিতৃচরণেভ্যো নমঃ" পিতৃপ্রণামের কথা কেহ বলিতে পারেন কিন্তু হলায়ুধ এই শ্রাদ্ধে ইহা ধরেন নাই।

(১) এই দান কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা হইলে যেরূপ হয়, এখানে তাহাই লিখিত হইল। স্বয়ং করিতে পারিলে ষষ্ঠ্যন্ত স্থানে প্রথমান্ত হইবে অর্থাৎ "গোত্রস্য" স্থানে "গোত্রঃ" এইরূপ হইবে।

(২) শূদ্রের "দাসস্য" বলিবে, সেখানে "শ্রীবিষ্ণুঃ নমোঽদ্য ইত্যাদি" বলিবে। শূদ্রেরা বেদমন্ত্র পড়িবে না, বা ওঁ উচ্চারণ করিবে না।

গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে যথা : -"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেনুদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দিয়া "অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তকল্পিতধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা" বলিবে। পরে স্বর্ণ প্রভৃতি নিম্নোক্তরূপে দান করিবে।

সুবর্ণ দান, যথাঃ—"এতস্মৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-সুবর্ণায় নমঃ, এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং সুবর্ণং [যদি আশী রতি স্বর্ণ দান হয়, তাহা হইলে সে স্থলে—ইমং সুবর্ণং—বলিবে] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা বাক্য :- "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ সুবর্ণদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং ইদং কাঞ্চনমূল্যং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

রৌপ্যদান :—"এতস্মৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-রজতায় নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপবিমোচনকামঃ এতৎ রজতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে, যথা :-"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ রজতদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

ভূমিদান যথা :—"এতস্যৈ ভূম্যৈ (বা এতস্মৈ ভূমিমূল্যায়) নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণান্তে "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইমাং ভূমিং (বা এতদ্‌ভূমিমূল্যং) বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দান করিবে। দক্ষিণাবাক্য :—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতদ্‌ভূমিদান-কর্ম্মণঃ (বা কৃতৈতদ্‌ভূমিমূল্যদানকর্ম্মণঃ) সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দিবে।

তিলপাত্রদান :—"এতস্মৈ তিলপূর্ণপাত্রায় নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং তিলপূর্ণপাত্রং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। দক্ষিণাবাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ তিলপাত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং ইদং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দিবে।

"কৃতৈতৎ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেন্বাদি-দানকর্ম্মাণি অচ্ছিদ্রাণি সন্তু" বলিবে। "ওঁ সন্তু" ইহা ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলে হাত দিয়া—"অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্র শ্রীঅমুক শর্ম্মা বর্ম্মা বা কৃতেঽস্মিন্ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেন্বাদি-দান কর্ম্মসু যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" দশবার উচ্চারণ করিবে।

বৈতরণী ধেনুদান যথা :—কৃষ্ণা গাভী, অভাবে ধেনুমূল্য ৫ কাহন কড়ি, অভাবে মূল্য ১।• (আঢ্য ব্যক্তির পক্ষে); ৩ কাহন কড়ি বা মূল্য ৸• (মধ্যবৃত্তি ব্যক্তির পক্ষে); ১ কাহন কড়ি বা মূল্য ।• (দরিদ্র পক্ষে); ইহার সহিত একখানি বস্ত্র আবশ্যক। দানবাক্য :—"এতস্যৈ সবস্ত্র-বৈতরণ্যৈ কৃষ্ণায়ৈ ধেনবে নমঃ। এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে—"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে, তপ্তা বৈতরণী নদী। তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং, কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥" পড়িয়া পুচ্ছদেশে বসিয়া কুশ, তিল ও জল লইয়া—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য (জীবিতাবস্থায় প্রেতস্য বলিবে না) অমুকস্য সর্ব্বপাপবিমোচনপূর্ব্বক-যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তবৈতরণী-নদী-সুখসন্তরণকামঃ এনাং বৈতরণীং কৃষ্ণাং ধেনুং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং রুদ্রদেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া পুচ্ছে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাবাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুকস্য সর্ব্বপাপবিমোচনপূর্ব্বক-যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তবৈতরণী-সুখসন্তরণকামনয়া

কৃতৈতৎ কৃষ্ণা বৈতরণী ধেনুদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথা-নাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। পরে "ধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা" বলিবে। পরে "কৃতৈতৎ কৃষ্ণবৈতরণী-ধেনুদান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" বলিবে "ওঁ অস্ত" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলে হাত দিয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র-শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বর্ম্মা গুপ্তো বা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া দশবার "ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ করিবে। ইতি বৈতরণী ধেনুদান॥

(মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে এদেশে তারকব্রহ্মনাম শ্রবণ করান হয়।) পরে মৃত্যু হইলে (১) পুত্রাদি আত্মীয়গণ শবকে বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া দাহস্থান পরিষ্কার করিয়া গোময়লেপন করে ও উহার উপর চিতা প্রস্তুত করে; চিতার উপর বহুতর কুশ পাতিয়া তাহার উপর শবকে দক্ষিণ শিরা (২) করিয়া শুয়ায়। পুরুষকে উপুড় করিয়া ও স্ত্রীকে চিৎ করিয়া শুয়াইতে হয়। শবকে চিতায় তুলিবার পূর্ব্বে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করায়॥

স্নানমন্ত্র :—"ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি, যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ, যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্॥ কৌশিকী চন্দ্রভাগাঞ্চ, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনীম্। ভদ্রাবকাশাং সরযূং, গণ্ডকীং পনসাং তথা। বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ, তীর্থং পিণ্ডারকং তথা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি, চতুরঃ সাগরা স্তথা॥ ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে, কৃতস্নানং গতায়ুষম্॥ (৩)

এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত, মাল্য ও চন্দন প্রভৃতি পরাইয়া দুইকর্ণ ছিদ্রে দুই চক্ষে দুই নাসিকাচ্ছিদ্রে ও মুখে সাতটি সুবর্ণশলাকা দিয়া চিতায় তুলিয়া দেয়। (উলঙ্গশব দাহ করিতে নাই) শবের উপর বহুতর কুশ ও কাষ্ঠ দিতে হয়। (৪)

[চিতাপিণ্ড দিতে হইলে এই স্থানে দিতে হয়। যথা :—পুত্র বা অধিকারী (রঘুনন্দনের মতে স্নান করিয়া) বামজানু পাতিত করিয়া উত্তরীয় দক্ষিণস্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া—"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি, শবদাহে ভবন্তিহ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর-দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে পিণ্ডস্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে "অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" * এবং "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" মন্ত্রে কুশাগ্ররেখা করিয়া † পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে ‡ যথা—"অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ বা গুপ্ত এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া জল দিবে, এবং

(১) এখানে হলায়ুধকৃত "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" দেখা যায় যে বাড়ীতেই মৃতব্যক্তিকে ঘৃত মাখাইয়া মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি পরাইবার ও নাসাকর্ণ প্রভৃতি ছিদ্রে সাতটি স্বর্ণশলাকা দিবার ব্যবস্থা আছে। আর গৃহ হইতে অন্নপাক করিয়া আমপাত্রে ঐ অন্ন শবের সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কিছুদূরে রাস্তায় শবকে নামাইয়া ঐ স্থানে অর্দ্ধেক অন্ন ফেলিয়া দিতে হয়, বাকী অর্দ্ধেক চিতাপিণ্ডের জন্য লইয়া যাইতে হয়।

(২) রঘুনন্দনের মতে সামবেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণেরই মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং মৃত হইলে উত্তর শিয়র হইবে। 'প্রেত-মঞ্জরী' মতে সর্ব্বদাই উত্তর শিয়র হইবে। হলায়ুধ মতে মৃত্যুকালে দক্ষিণ শিয়র হইবে; কিন্তু দাহকালে উত্তর শিয়র হইবে। আর পারস্কর গৃহ্যের ভাষ্যকার হরিহর বলেন কি মৃত্যুকালে, কি মৃত হইলে সর্ব্বদাই দক্ষিণ শিয়র হইবে।

(৩) এইস্থানে "দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বা তু হুতাশনং" এইটুকু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পুস্তকে অধিক দেখা যায়।

(৪) 'প্রেতমঞ্জরীতে' স্নানের মন্ত্র নাই, ঘৃত মাখাইয়া স্নানের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মৃতব্যক্তির দেহ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নান করাইবার কথা আছে এবং একখণ্ড সুবর্ণ কেবল মুখে দিবার ব্যবস্থা আছে স্নান করানর পর বস্ত্র মাল্যাদি পরাইয়া শবশরীরে ঘৃত মাখাইয়া চন্দন কাষ্ঠাদি রচিত চিতায় স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। কুশ দিবার কথা নাই। গৃহ্যসূত্রেও মন্ত্রদ্বারা স্নানের কথা নাই, সেখানে অমন্ত্রক স্নানের কথা আছে, তবে স্নানের পূর্ব্বে ঘৃত মাখাইবার কথাও আছে। [পারস্কর গৃহ্যের তৃতীয় কাণ্ডে দশম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।]

* কেহ কেহ বলেন যে সামবেদীরা "অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এইরূপ সন্ধিযুক্ত করিয়া পড়িবে।

† কেহ কেহ বলেন যে "অপহতা ইত্যাদি" পড়িয়া চতুষ্কোণ রেখা করিবে, "নিহন্মি ইত্যাদি" পড়িবে না। আর ঐ চতুষ্কোণ রেখা নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত টানিবে, অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ, ঈশান কোণ হইতে বায়ুকোণ ও বায়ুকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণে রেখার সঙ্গে মিশাইয়া চতুষ্কোণ করিবে।

‡ কেহ কেহ বলেন যে সামবেদী-ভিন্ন-ব্যক্তি "এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বীণেভিঃ দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ" এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে।

সাগ্রসমূলকুশের আস্তরণ করিয়া "অপহতা ইত্যাদি"মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া তিল-তুলসী ও ঘৃতযুক্ত পিণ্ড লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতত্তে পিণ্ডমুপতিষ্ঠতাং" § বলিয়া কুশের উপর পিণ্ড দিবে, পরে পাত্রপ্রক্ষালন জল লইয়া "অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতত্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে।]

("পারস্করগৃহ্যে", তাহার ভাষ্যকার হরিহরের ও "প্রেতমঞ্জরী"র মতে চিতাপিণ্ডের ব্যবস্থা নাই। আমরা যে এখানে ইহা বন্ধনীতে দিলাম, তাহার কারণ হলায়ুধ ও রঘুনন্দন উভয়েই চিতাপিণ্ডের কথা ধরিয়াছেন।)

পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া) মৌনভাবে বামহস্তে অগ্নি লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত "ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম, জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য, নরং পঞ্চত্বমাগতম্॥ ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সমাযুক্তং, লোভমোহ-সমাবৃতম্। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি, দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥" এই মন্ত্র পড়িয়া শবের মস্তকে অগ্নি দিবে। দাহের কিছু অবশিষ্ট থাকিতে প্রাদেশপরিমিত সাতখানি কাষ্ঠ লইয়া চিতা না দেখিয়া দক্ষিণ দিকে যাইবে এবং "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং" এই মন্ত্র একবার পড়িয়া জলন্ত চিতার কাষ্ঠের উপর সাতবার কুঠারাঘাত করিয়া ঐ সাতখানি কাষ্ঠ এক এক করিয়া চিতার দক্ষিণভাগে অগ্নির উপরে দিবে। [সাগ্নিক পক্ষে:- "ওঁ অস্মাত্ত্বমধি জাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" (বা ৩৫।২২) এই মন্ত্র পড়িয়া পুরুষদিগকে অগ্নি দিবে। কিন্তু সাগ্নিকের স্ত্রীদিগকে "ওঁ কৃত্বা তু" ইত্যাদি মন্ত্রেই অগ্নি দিতে হইবে॥] পরে দগ্ধ-শেষ (অস্থি) জলে নিক্ষেপ করিবে। (গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের বিশেষ ফলশ্রুতি আছে।) নিঃশেষ করিয়া দগ্ধ করিতে নাই। পরে চিতা নির্ব্বাণ করিয়া "ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘম্" [বা ৩৫।২১] এই মন্ত্রে বামহস্তের অনামিকাদ্বারা জল ক্ষেপণ করিয়া স্নান করিবে ও সকলেই তর্পণ করিবে, যথা:-- দক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া তিল ও মোটক লইয়া "অমুক-গোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ বা গুপ্ত এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া এক অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া তর্পণ করিবে (ইহাতে প্রেতের বিশেষ উপকার হয়)। অনন্তর অন্য বস্ত্রাদি পরিয়া কোনও চত্বরাদি স্থানে সকলে বসিয়া শোক অপনোদন করিবে। যদি রাত্রিতে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে দিবাভাগে ফিরিবে, আর যদি দিবাভাগে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে রাত্রিতে গ্রামে আসিবে। আবশ্যক হইলে দিবাতেই বা রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে; বালক বা বালকের অভাবে জ্যেষ্ঠকে অগ্রে করিয়া গ্রামে ফিরিবে। শ্মশান হইতে আসিবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবে না। অনন্তর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আচমন করিয়া পর পর উদক, অগ্নি, গোময়, শ্বেতসর্ষপ, এবং তৈল স্পর্শ করিয়া একখানি পাথরে পদক্ষেপপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে (১)। জাতিভিন্ন স্বজাতিরা শবস্পর্শ করিলে কেবল মাত্র ঘৃত সেবন করিলে শুদ্ধ হইবে।

সূতিকা বা রজস্বলা স্ত্রী মরিলে জলপূর্ণ কুম্ভে তিল পঞ্চগব্য ও পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥" (বা ১১।৫০-৫২) এবং "ওঁ মহাবামদেব্য ঋষিঃ, বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা, শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়াঽবৃতা॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে" (বা ২৭।৩৯-৪১) এই মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে গর্ভস্থ-সন্তানকে বাহির করিয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিয়া গর্ভবতীর মৃতদেহ দাহ করিবে। যে বালক বা বালিকার বয়স দুই বৎসরের কম তাহাদিগের দাহ বা প্রেততর্পণাদি নাই, তাহাদিগকে শ্মশানভূমিতে একটি গর্ত্তে পুতিয়া ফেলিতে হয়।

§ "পিণ্ড" এই শব্দের স্থানে "অন্নং" এইরূপ উল্লেখ কোন কোন স্থলে দেখা যায়।

(১) হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" পুস্তকের মতে আচমন করিয়া বালক বা জ্যেষ্ঠ স্পর্শ করিয়া "ওঁ শমী-পাপং নাশয়তু" মন্ত্রে শমী স্পর্শ করিয়া জল, গোময়, বৃষ, অজ স্পর্শ করিয়া ঘৃতযুক্ত শ্বেতসর্ষপ মস্তকে গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসম্" মন্ত্রে প্রস্তরে পদক্ষেপপূর্ব্বক জোড়হস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে।

পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড

অশৌচ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে—ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন ও শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ হয়। ঐ মৃতাশৌচের প্রথমদিন হইতে পর পর নয়দিন এক একটি করিয়া প্রতিদিন পূরক পিণ্ড দিবে, শেষে দশম পিণ্ডটি ব্রাহ্মণ দশমদিনে দিবেন, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বারদিনের দিন দিবেন, বৈশ্য পনের দিনের দিন দিবেন ও শূদ্র ত্রিশদিনের দিন দিবেন। অশৌচান্ত দিনে সকল বর্ণেরই দশম পিণ্ডটি দিয়া ক্ষৌরাদি স্নান করার ব্যবস্থাই শাস্ত্রসিদ্ধ। খণ্ডাশৌচেও দশপিণ্ড দিতেই হইবে। যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে দিন অনুসারে ভাগ করিয়া পূরক-পিণ্ড দিবে, নচেৎ অশৌচের শেষ দিনই দশটি পিণ্ড দিবে। পূরকপিণ্ডদানের সঙ্গে সঙ্গে নীরক্ষীর (জল ও দুধ) দানের ব্যবস্থা আছে। তাহা প্রথম দিনে এক অঞ্জলি দ্বিতীয় দিনে দুই অঞ্জলি ও তৃতীয় দিনে তিন অঞ্জলি, এইরূপে পঞ্চান্ন অঞ্জলি নীরক্ষীর দিবার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহাও দিন-বিভাগ করিয়া পিণ্ডানুসারে দিতে হইবে। ঐ নীরক্ষীর কাঁচা মাটির সরায় দিতে হইবে এবং তাহা ঐ সরায় রাখিয়া সরা ঢাকা দিয়া ঘাটপিণ্ড দিবার ঘাটে জলের মধ্যে তেকাটায় বা দুইটি খোঁটা পুতিয়া তাহাতে এড়ো বাঁধিয়া তাহাতে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাও করিতে হইবে। পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড দিবার ব্যবস্থাঃ—যথা—দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া উত্তরীয় বিপরীতভাবে রাখিয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে রাখিয়া আচমন করিয়া প্রথমতঃ—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সংঘাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে পিণ্ড দিবার স্থানটিতে মাটি লেপিয়া পরিষ্কার করতঃ তাহাতে দক্ষিণাগ্র রেখা করিবে এবং ঐ স্থান অভ্যুক্ষণ করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে, যথা :—একটি মোটক লইয়া "অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া সজল মোটকটি রেখার উপর দিবে ; পরে ঐ রেখার উপর কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরাঃ রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে তিল-মধু-ঘৃত-মিশ্রিত তপ্ত পিণ্ড অর্থাৎ গরম ভাতের পিণ্ড (শূদ্রের অন্ন পিণ্ড দিতে নাই) দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতৎ প্রথম-পিণ্ডং শিরঃ-পূরকং উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া কুশের উপর দিবে। এইরূপ "দ্বিতীয়-পিণ্ডং নাসিকা-পূরকং।" "তৃতীয়-পিণ্ডং গলাংস-ভুজ-বক্ষঃ-পূরকং।" "চতুর্থ-পিণ্ডং নাভি-লিঙ্গ-গুদ-পূরকং।" "পঞ্চম-পিণ্ডং জানু-জঙ্ঘা-পাদ-পূরকং।" "ষষ্ঠ-পিণ্ডং সর্ব্ব-মর্ম্ম-পূরকং।" "সপ্তম-পিণ্ডং সর্ব্ব-নাড়ী-পূরকং।" "অষ্টম-পিণ্ডং দন্ত-রোম-পূরকং।" "নবমপিণ্ডং বীর্য্য-পূরকং।" "দশমপিণ্ডং পূর্ণতা-তৃপ্ততা-ক্ষুদ্বিপর্য্যয়-পূরকং।" এইরূপে দশপিণ্ড দিবে। প্রত্যেক দিন এক এক পিণ্ড দান করাই উচিত। যদি না হয় তাহা হইলে অশৌচান্ত দিনেই দশপিণ্ড দিবে। পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডশেষ অন্ন পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" বলিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া—"ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ-সংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ ওঁ হেমন্তায় নমস্তুভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে শ্বাস ত্যাগ করিবে। তাহার পর পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ঐ জলে মোটক ডুবাইয়া লইয়া "অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। পরে উর্ণাতন্তুময়-বাস (মেষলোম) লইয়া "এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ" বলিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া "অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে উর্ণাতন্তুময়ং বাস উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ঐ বাস পিণ্ডের উপর দিবে। তদনন্তর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অমন্ত্রক পিণ্ড পূজা করিবে। নীর ক্ষীর দিবার নিয়ম॥—একটি আমপাত্রে (মৃত্তিকার কাঁচা সরায়) সতিল এক গণ্ডূষ জল ও অপর পাত্রে এক গণ্ডূষ দুগ্ধ রাখিয়া "ও নীরায় নমঃ, ওঁ ক্ষীরায় নমঃ বলিয়া যথাক্রমে জল দিবে। পরে "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য স্নানার্থমিদং নীরং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "স্নাহি" বলিবে। পরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্র প্রেত অমুক পানার্থমিদং ক্ষীরং তে উপতিষ্ঠতাম্। ইদং পিব" বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি, পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীর-মত্র স্নাহি ইদং পিব॥ আকাশস্থো নিরালম্বো, বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চৈব, স্নাত্বা পীত্বা সুখী

ভব॥" এই মন্ত্রটি পড়িবে। পিণ্ডদানের পরে যে নীর ও ক্ষীর দানের বিধান আছে তাহাতে বিশেষ এই যে প্রথমদিনে একাঞ্জলি পরিমিত দুগ্ধ ও জলদান করিতে হয়, এইরূপে দ্বিতীয় দিনে দুই অঞ্জলি, তৃতীয় দিনে তিন অঞ্জলি, চতুর্থ দিনে চারি অঞ্জলি, পঞ্চম দিনে পাঁচ অঞ্জলি, ষষ্ঠ দিনে ছয় অঞ্জলি, সপ্তম দিনে সাত অঞ্জলি, অষ্টম দিনে আট অঞ্জলি, নবম দিনে নয় অঞ্জলি, এবং অশৌচান্ত দিনে দশ অঞ্জলি জলদান কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই পঞ্চান্ন অঞ্জলি জল হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদ্বারা পঞ্চান্নটি জলপাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তিলযুক্ত জল রাখিতে হয়। তাহার পর **কাক বলি** দিবে ("পারস্কর-গৃহ্যে" ও "প্রেতমঞ্জরীতে" কাক-বলি নাই)। উপবীতী হইয়া আচমন করিয়া—"বায়সেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে "অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানা-দিগ্দেশীয় বায়সেভ্যঃ এষ বলির্নমঃ" বলিয়া তণ্ডুলাদি খাদ্য মাটিতে ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—"কাক ত্বং যমদূতোঽসি, গৃহাণ বলিমুত্তমম্। যমলোকগতং প্রেতং, ত্বমাপ্যায়য়িতুমর্হসি॥ কাকায় কাকপুরুষায়, বায়সায় মহাত্মনে। অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি, কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥" এইরূপ প্রত্যেক পিণ্ড দিবার দিন করিবে। প্রথম দিনে যে যে দ্রব্যে পিণ্ড দিবে শেষদিন পর্য্যন্ত সেই সেই দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি সমর্থ হয়, নীরক্ষীর উৎসর্গ করিয়া একরাত্রি অন্তরিক্ষে রাখিয়া প্রাতে জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি যথাক্রমে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রেতের বিশেষ উপকার হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ।

আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য।

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধের দিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া গঙ্গাদি নদীর ঘাটে, নদী না থাকিলে পুষ্করিণীর ঘাটে, অভাবে বাটীতেই পূর্ব্বমুখে বসিয়া চারিটি কলার খোলায় জল রাখিয়া চতুর্ধাশান্তি করিবে। [ইহা শ্রাদ্ধের দিনে আমাদের এদেশে চলিয়া আসিতেছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে অথবা হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" যজুর্বেদীর চতুর্ধাশান্তি করিবার কথা নাই, পশ্চিমের পুঁথিতেও নাই; আমাদের দেশেও সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না; ইহা যে কোথা হইতে এ দেশে আসিয়াছে, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা এখন এদেশে অনেকস্থলে চলিতেছে, সেইজন্য নিম্নে উহা বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া হইল।] পরে (শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের) অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ দিয়া যদি (মৃতের) বৈতরণী না হইয়া থাকে, তাহা করিয়া, তিলকাঞ্চনদান সম্পন্ন করিয়া বাটীতে আসিয়া বৃষোৎসর্গের সঙ্কল্প ও মহাভারত নামোচ্চারণের সঙ্কল্প করিয়া বিরাট্পাঠের সঙ্কল্প করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিয়া অগ্রে ব্রহ্মা, তারপর হোতা, পরে আচার্য্য প্রভৃতির বরণ করিবে। বৃতগণ কার্য্য আরম্ভ করিলে দানোৎসর্গ করিবে। পরে বৃষোৎসর্গ শেষ হইলে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ) করিতে হইবে। যদি বৃষোৎসর্গ না করা হয়, তাহা হইলে তিলকাঞ্চন পর্য্যন্ত করিয়া যাহা কিছু দানাদি থাকিবে তাহা উৎসর্গ করিয়া ও একটা ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া যথাসময়ে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট করিবে।

[* যজুর্বেদীর চতুর্ধা শান্তি :– পাঁকাটি বা নারিকেল পত্রে আগুন জ্বালিয়া ঐ পাঁকাটি বা নারিকেল পত্র ডানহাতে ধরিয়া দক্ষিণদিকে রাখিয়া দুই হাত ঐ আগুনে তাতাইয়া হাত ধুইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। যথা—চাটুটি

---

* সামবেদীগণের চতুর্ধাশান্তি :—চার বেদের আদি মন্ত্র চারিটি পড়িয়া চারিটি পাত্রের জল কুশদ্বারা মস্তকে দেওয়াই চতুর্ধাশান্তি; ইহা ব্যতীত আর কোন মন্ত্র বা কার্য্য নাই। মন্ত্রগুলি যথা :—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি (সা ১।১।১।১)॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ (ঋ ১।১।১)॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। (য ১।১)॥ ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ (অ ১।৬।১)॥

আলো চাউলে ঘৃত মাখাইয়া ঐ চাউলগুলি একখানি কুশিতে রাখিয়া কুশিটি অঞ্জলিতে ধরিয়া—"ওঁ কর্ত্তব্যেষু অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে। সেখানকার ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা "ওঁ পুণ্যাহং" তিনবার বলিবে। এবং "ওঁ কর্ত্তব্যেষু অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কর্ম্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবে। তখন ব্রাহ্মণগণও "ওঁ স্বস্তি" তিনবার বলিবে। এবং "ওঁ কর্ত্তব্যেষু অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কর্ম্মসু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিলে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরাও "ওঁ ঋধ্যতাং" তিনবার বলিবে। পরে ঐ চাউলগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" (বা ২৫।১৯)॥ "ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" এই স্বস্তিসূক্ত পড়িবে। পরে পাশাপাশি চারিটি কলার খোলায় কুশ, তিল ও জল রাখিয়া বামদিকের প্রথম পাত্রটিতে বামহস্ত-সংযুক্ত-দক্ষিণহস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ"॥ "ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ"॥ "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে"॥ "ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ"॥ "ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥" (৩৬।১২-১৬)॥ এই মন্ত্রগুলি পড়িয়া পুনর্ব্বার গায়ত্রী পড়িবে॥১॥ পরে দ্বিতীয় পাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া—"ওঁ শং নো দেবী ইত্যাদি", "ওঁ স্যোনা পৃথিবি ইত্যাদি", "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত তিনটি মন্ত্র পড়িয়া—"ওঁ অন্ন যো ন সহোবাচ বিজ্ঞায়য়েহাস্তি হিরণ্যস্যোপাতুং গোশ্বানাং দাসীনাং পরিধানানাং মানো ভবাম্বহোরাণম্। তস্য পর্য্যন্ব ইন্দ্রাগ্নী ভবতা মন্নোভিঃ শন্ ইন্দ্রা পূষণ রাজসা তৌ শমিন্দ্রা সুবিতায় শয়োঃ।" "ওঁ শং নো দেবী ইত্যাদি". "ওঁ স্যোনা ইত্যাদি", "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি॥" পড়িয়া "ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, ওঁ অন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ, ওঁ আপঃ শান্তি, ওঁ ওষধয়ঃ শান্তিঃ। ওঁ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ওঁ ব্রহ্ম শান্তিঃ, ওঁ সর্ব্বꣳ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ।" (বা ৩৬।১৭)॥ বলিয়া পুনর্ব্বার গায়ত্রী পড়িবে॥২॥ পরে বামহস্ত দ্বারা শর্করা অর্থাৎ নূতন মেটেখোলা ও কুলোথ কড়াই লইয়া দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে আচমন করিয়া তৃতীয়পাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে। ওঁ দৃতে দৃꣳহ মা০। জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসং জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসম্॥ ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চ্চিষে॥ অন্যাঁস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যꣳ শিবো ভব॥ ওঁ নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্বঃ সমীহসে॥ ওঁ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু। শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ॥ ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু। দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ওঁ তচ্চক্ষু র্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতম্ অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ (বা ৩৬।১৮-২৪)॥ ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যো রস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্। অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় [ঋ ৫।৪৭।৭]। ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠা সূক্তং তৎপ্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদদ্য বিদ্বরেঃ পশুনালভতে গৃহা মে বৈ নানা জিঘাꣳসতি গৃহাহি পশুনাং প্রতিষ্ঠা" এই মন্ত্রগুলি পড়িয়া গায়ত্রী পড়িবে॥৩॥ পরে চতুর্থ পাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ শর্ম্মা বাতেন্দ্রজীব যস্মাৎ কোবাৎ পৃথিবী শান্তিরিতি স্বস্তি নৌ নর্ত্তাভিষিঞ্চামি ভূর্ভুবস্ত্বাভিষিঞ্চামি। ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যস্বয়ি জগাম। ওঁ ইন্দ্রো জীবা সুনীতি সহসা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা বরুণঃ সমীচ্যা যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মা জাতবেদা মূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু। ওঁ গোঘ্নাৎ তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাৎ যচ্চ কিঞ্চিৎ। পাপকং চ চরণেভ্যঃ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি [ঋঃ খি ১৭।৯]॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, ওঁ অন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ, ওঁ আপঃ শান্তিঃ, ওঁ ওষধয়ঃ শান্তিঃ। ওঁ বনস্পতয়ঃ শান্তি, ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ওঁ ব্রহ্ম শান্তিঃ, ওঁ সর্ব্বꣳ শান্তি শান্তিরেব শান্তিঃ" (বা ৩৬।১৭) বলিয়া গায়ত্রী পড়িবে। পরে ঐ চারিটি পাত্রের জল লইয়া মাথায় ছিটা দিবে। ইতি চতুর্ধাশান্তি সমাপ্ত॥]

পরে <u>অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত</u>। যথা :—কলাখোলার ডোঙ্গায় একখণ্ড স্বর্ণ রাখিয়া তাহাতে একখানি গামছা সংযুক্তভাবে

দিয়া ঐ গামছা বামহস্তে ধরিয়া"এতস্মৈ সবস্ত্র-কাঞ্চনায় নমঃ"বলিয়া উহাতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুশের জলের ছিটা দিয়া "এতে গন্ধ-পুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রকাঞ্চনায় নমঃ" বলিয়া উহাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প শালগ্রামে বা জলে দিবে। "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া দানদ্রব্যে কুশের জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে - বিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, বর্ম্মা, গুপ্তঃ বা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চশূনাজনিত-পাপক্ষয়-কামঃ এতৎ সবস্ত্রকাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে"বলিয়া দানদ্রব্যে কুশের জল ছিটাইয়া দিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথাঃ— যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা কলাখোলার ডুঙ্গিতে বা কলার পাতায় রাখিয়া উহা বাম হস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া কুশের জলের ছিটা দিয়া উহাতে"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ"বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প উহার উপর দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প জলে বা শালগ্রামে দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণায় নমঃ" বলিয়া দাক্ষণায় কুশের জল ছিটাইয়া কোশার জলে ডানহাতের উপরে বামহাত রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে-মাসি অমুকে-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক-গোত্র-শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা, বর্ম্মা, গুপ্তঃ বা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চশূনাজনিত-পাপক্ষয়-কামনয়া কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-কাঞ্চন-দান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশের জল উহাতে ছিটাইয়া "কৃতৈতৎ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে। পুরোহিতাদি "ওঁ অস্তু" বলিবে। ইতি অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত। এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া লওয়া হয়। পরে সূর্য্যার্ঘ দিবে।

<u>সূর্য্যার্ঘ</u> :—অগ্রে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। এতৌ ধূপ-দীপৌ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া কোশার জলে রক্তচন্দন-পুষ্প-দুগ্ধ-কুশাগ্র-দধি-ঘৃত-যব-শ্বেতসরিষা-আতপতণ্ডুল মিলিত অর্ঘ লইয়া "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥" (বিষ্ণু পুঃ ৩।১১।৩৯)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া "এষঃ অর্ঘঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ দিবে। ইতি সূর্য্যার্ঘ সমাপ্ত॥

<u>তিলকাঞ্চন উৎসর্গ</u> :— একটি তাম্রপাত্রে একখণ্ড স্বর্ণ রাখিয়া তাহাতে কতকগুলি তিল ঢালিয়া উহাতে একখানি বস্ত্র দিবে। পরে ঐ তিলপাত্র বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ এতেভ্যঃ সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভ-তিলেভ্যো নমঃ" বলিয়া উহাতে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া তিলপাত্রে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, গুপ্তস্য বা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য এতত্তিলপরিমিত-বর্ষাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্টস্বর্গকামঃ এতান্ সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভ-তিলান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া ঐ পাত্রে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ যথা মধুবধে বিষ্ণো-র্ঘর্ম্মবিন্দু-সমুদ্ভবাঃ। তিলাঃ কুশাশ্চ সমিধ-স্তস্মাচ্ছান্তা ভবন্তু মে॥ বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ পুণ্যা-স্তিলাঃ পাপপ্রনাশনাঃ। প্রেতস্বর্গং প্রযচ্ছন্তু, সংসারার্ণবতারকাঃ॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া তিলদানের দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাবাক্য যথা :-- অগ্রে কাঞ্চনাদি দক্ষিণা বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে দিবে। "এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণায় কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতত্তিল-সমসংখ্যক-সংবৎসরাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভ-তিলদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দক্ষিণায় ছিটাইয়া দিবে। পরে "কাঞ্চনগর্ভ-তিলদানমিদং বিষ্ণুদৈবতং" বলিবে। অনন্তর "কৃতৈতৎ তিলদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণাদিরা বলিবে। ইতি তিলকাঞ্চন সমাপ্ত।

পরে বৃষোৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া ব্রতীদিগের বরণ করিয়া ষোড়শাদি উৎসর্গ করিবে। পরে বৃষোৎসর্গ সম্পন্ন করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে। (বৃষোৎসর্গে অপারগ পক্ষে তিলকাঞ্চনের পর আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে।)

ষোড়শ দান যথা :– ভূদীপান্নং জলং বস্ত্রং, তাম্বূলং ফলমুত্তমম্। গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ, আসনং পুষ্পমেব চ। ব্যজনং রজতং হেম, শয্যা শৃঙ্গী চ ষোড়শ॥ অপর প্রমাণ যথা :—ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং, দীপমন্নং ততঃ পরম্। তাম্বূলচ্ছত্র-গন্ধাশ্চ, মাল্যং ফলমতঃ পরম্। শয্যা চ পাদুকা গাবঃ, কাঞ্চনং রজতং তথা॥

ভূম্যাদি দ্রব্য যথাক্রমে অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে। অর্চ্চনা যথা :– যদি ভূমিদান করা হয় তাহা হইলে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাতে বস্ত্র দিয়া ঐ বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া "এতস্যৈ সবস্ত্রভূম্যৈ নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে; "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল ব্রাহ্মণ-হস্তে অভাবে ভূমিতে দিবে; পরে দক্ষিণ-হস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য দশকল্পাবচ্ছিন্ন স্বর্গবাসপূর্ব্বক-পিতৃবংশ-সপ্তপুরুষ-মাতৃবংশ-সপ্তপুরুষ-শ্বশুরবংশ সপ্তপুরুষোদ্ধরণ-কামঃ [সামান্য ভূমিদানে—ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামঃ— এইরূপ ফলের উল্লেখ করিয়া] ইমাং গোচর্ম্মপরিমিতাং বাস্তুরূপাং বনোপবন-নারিকেল-পুগফলাদি-যুক্তাং ফালকৃষ্টাং সবীজাং সশস্যাং যথাপ্রসিদ্ধ-চতুঃসীমাবচ্ছিন্নাং প্রিয়দত্তাং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং সবস্ত্রাং ভূমিং বিষ্ণুদেবতাকাং যথা-নাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দানদ্রব্যে দিবে। অনন্তর "ওঁ রত্নসূস্ত্বং হি ভূতানাং, ধারণী পোষণী স্থিরা। মাতাসি সর্ব্বলোকানাং, ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে"॥ পাঠান্তে কাঞ্চন-দক্ষিণা দিবে। যথা : – দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ" বলিয়া কুশের জল দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প জলে বা শালগ্রামে দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশোদক ব্রাহ্মণহস্তে বা ভূমিতে দিবে, পরে কোশাতে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য কৃতৈতৎ ভূমিদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং [কাঞ্চনমূল্যং বা] যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। যদি ভূমিমূল্য দেওয়া হয় তাহা হইলে "এতস্মৈ সশস্য-ভূমিমূল্যায় নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল দিয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য প্রেতলোকবিমুক্তত্ব-স্বর্গলোক-গমন-কামঃ এতৎ সশস্য-ভূমিমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া ভূমিমূল্যে কুশের জল দিয়া দক্ষিণান্ত করিবে; যথা :—দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনান্তে "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য প্রেতলোক-বিমুক্তত্ব-স্বর্গলোক-গমন-কামনয়া কৃতৈতৎ সশস্য-ভূমিমূল্য-দানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণায় কুশবারি নিক্ষেপ করিবে। [১]। পরে দীপ। অর্চ্চনা; যথা :—"এতস্মৈ দীপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে অগ্নয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে "ওঁ মুখং ত্বং সর্ব্বদেবানাং, পিতৄণাং হব্য-কব্যয়োঃ। হিরণ্যরেতো-হুতভুক্, ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে॥" মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য নিরয়তান্ধকারা-দর্শনকামঃ ইমং দীপং সবস্ত্রং অগ্নিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি দান দ্রব্যে দিবে। পরে দক্ষিণান্ত, যথা : –দক্ষিণা অর্চ্চনান্তে "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ-দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য নিরয়তান্ধকারাদর্শনকামনয়া কৃতৈতদ্দীপদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং [কাঞ্চনমূল্যং বা] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। [২]। পরে অন্নদান। যথা :—অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ সবস্ত্রোপকরণ-তৈজসাধারান্নায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রক্ষেপ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ"; "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" পরে "ওঁ অন্নং হি সর্ব্বজন্তূনাং, প্রাণা

জীবিতমেব চ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ, তৎসমং নাস্তি কিঞ্চন।" পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়-সুখলাভকামঃ ইদমন্নং তৈজসাধারসমেতং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং সবস্ত্রং প্রজাপতিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি দান-দ্রব্যে প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা:—অর্চ্চনান্তে "ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয় সুখকামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রতৈজসাধার-সোপকরণান্নদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি দক্ষিণায় প্রোক্ষণ করিবে। [৩]। পরে জলদান। "এতস্মৈ সাধার-গঙ্গাজলায় বা জলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বরুণায় নমঃ; তৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে "ওঁ অপাং মধ্যে স্থিতাঃ দেবাঃ, সর্ব্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রাহ্মণস্য করে ন্যস্তাঃ, শিবা আপো ভবন্তু নঃ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়তৃপ্তিলাভকামঃ ইদং সাধারগঙ্গাজলং বা জলং বরুণদৈবতং ইত্যাদি।" পরে দক্ষিণান্ত। [৪] অনন্তর বস্ত্রদান। "এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বৃহস্পতয়ে নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া বস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ, পিতৄণাং যৎপিধানভাক্। পাবনং পরমং লোকে, শোধনং বসনং মহৎ॥" এই মন্ত্রটি পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি-পূর্ব্বক-বহুবর্ষ-কোট্যবচ্ছিন্ন-সুখবাস-কামঃ ইদং বস্ত্রং বৃহস্পতি দৈবতং ইত্যাদি।" [৫] অনন্তর তাম্বূলদান। "এতস্মৈ সাধার-তাম্বূলায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বনস্পতয়ে নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" পরে "ওঁ ষড়্রসং সর্ব্বদোষঘ্নং, মঙ্গলং সুখসাধকম্। তাম্বূলং দেবতানাঞ্চ, পরমং প্রীতিকারকম্॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য মেধাবিত্ব-সুভগ-প্রাজ্ঞ-দর্শনীয়ত্ব-কামঃ ইদং তাম্বূলং বনস্পতিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে; যথা:—"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকস্য মেধাবিত্ব-সুভগ-প্রাজ্ঞ-দর্শনীয়ত্ব-কামনয়া কৃতৈতৎ তাম্বূলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং) যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি দক্ষিণায় প্রোক্ষণ করিবে [৬] অনন্তর ফলদান। ফলপাত্র বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ সাধার-ফলায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বনস্পতয়ে নমঃ"; "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ"। পরে "ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং, পঞ্চভূতানি নির্ম্মমে। এতানি ফলরূপেণ, প্রাণিপ্রাণধরাণি হি॥" এই মন্ত্র পড়িবে। পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য হংসযুক্ত-বিমানকরণক-ব্রহ্মপুর-গমনকামঃ ইদং ফলং বনস্পতিদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। অনন্তর দক্ষিণান্ত; দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে জলে বা শালগ্রামে দিবে; পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য হংসযুক্ত-বিমানকরণক-ব্রহ্মপুরগমন-কামনয়া কৃতৈতৎ ফলদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া জল ছিটাইয়া দিবে। [৭] অনন্তর গন্ধদান। "এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে গন্ধর্ব্বায় নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ গন্ধো দুর্গন্ধদমনঃ, মোদনশ্চ মহাত্মনাম্। দেবতানাং প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাদ্গন্ধঃ প্রসীদতু"॥ বলিয়া বামহস্তে গন্ধপাত্র ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য গন্ধর্ব্বলোকগমনকামঃ ইমং গন্ধং গন্ধর্ব্বদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত, যথা:—"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য গন্ধর্ব্বলোকগমন-কামনয়া কৃতৈতৎ গন্ধদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"। [৮] অনন্তর ছত্রদান। বামহস্তে ছত্রটি ধরিয়া "এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে

এতদধিপতয়ে ইন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" বলিয়া কুশের জল দিয়া—"ওঁ যমদগ্নেঃ প্রদানার্থং, সূর্য্যেণৈব বিনির্ম্মিতম্। ঘর্ম্ম-বর্ষাতপ-ক্লেশ-নাশনং ছত্রমুত্তমম্॥" এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ইন্দ্রলোকগমন-পূর্ব্বকং সর্ব্বত্র নানাভোগ প্রাপ্তিকামঃ ইদং ছত্রং ইন্দ্রদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণান্ত; যথাঃ দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" বলিয়া কুশজল দিয়া পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য ইন্দ্রলোকগমন-পূর্ব্বকং সর্ব্বত্র নানাভোগপ্রাপ্তি-কামনয়া কৃতৈতচ্ছত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। [৯]। পরে পাদুকা দানঃ—"এতস্মৈ পাদুকা-যুগলায় নমঃ"। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পাদুকা-যুগলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ।" "এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে "ওঁ উপানহৌ চ পরমে, কামগে মন্ত্রসাধিতে। কাত্তিকেয়-সুখার্থায়, নির্ম্মিতে সুখকর্ম্মণা॥" বলিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য দিব্যচক্ষুঃপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-স্বর্গপ্রাপ্তি-বিনোদভাগিত্ব-কামঃ ইদং পাদুকাযুগলং উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণান্ত। [১০]। পরে আসনদান:—আসন বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ ওঁ আসনায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ আসনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজলের ছিটা দিয়া "ওঁ আসনং সর্ব্বলোকানাং, পরমং সুখসাধনম্। তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ, শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভম্॥" এই মন্ত্র পড়িয়া আসনটি বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সর্ব্বকামলাভপূর্ব্বক-সুখপ্রাপ্তি-কামঃ ইদং আসনং উত্তানাঙ্গিরো-দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে। [১১]। পরে পুষ্পদান:—পাত্রস্থিতপুষ্প বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ" বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতৈ্য শ্রিয়ৈ নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ"। পরে "ওঁ দৈবৈর্ধত্বা-চ্ছিরোধার্য্যং, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্পেষু, লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্করে॥" এই মন্ত্রে উপুড় বামহস্তে পুষ্পপাত্র ধরিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য উত্তম-শ্রীলাভকামঃ ইদং পুষ্পং শ্রীদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। [১২]। পরে ব্যজনদান: ব্যজনটি বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ ব্যজনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ব্যজনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বায়বে নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ ব্যজনং তাপহরণম্, সর্ব্বলোকপ্রিয়ঙ্করম্। তস্য প্রদানাৎ সকলা-স্তাপা নশ্যন্তু মে সদা॥" বলিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য চন্দ্রলোকগমনকামঃ ইদং তালবৃন্তব্যজনং বায়ুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত। [১৩] পরে রজতদান: রজত বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ রজতায় নমঃ" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে চন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ"। পরে দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সংস্তূয়মান-কনকোজ্জ্বল-বিমানকরণক-ত্রিদশলোকগমনকামঃ ইদং রজতং চন্দ্রদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল

প্রোক্ষণ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত। [১৪]। পরে কাঞ্চনদান :—কাঞ্চন বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় নমঃ" কুশজল প্রোক্ষণ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে অগ্নয়ে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজল দিয়া "ওঁ সুবর্ণং পরমং দানম্, সুবর্ণং দক্ষিণা পরম্। এতৎ পবিত্রং পরম মেতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।" পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-পূর্ব্বদশপুরুষোদ্ধরণাপরদশ-পুরুষোদ্ধরণ-কামঃ ইদং কাঞ্চনং অগ্নিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। পরে রজত দিয়া দক্ষিণান্ত করিবে:—রজত বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ রজতায় নমঃ" কুশবারি প্রোক্ষণ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে চন্দ্রায় নমঃ। এতৎ-সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। পরে কোশার জলে দক্ষিণহস্তে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক পূর্ব্বদশপুরুষোদ্ধরণাপর-দশপুরুষোদ্ধরণ-কামনয়া কৃতৈতৎ কাঞ্চনদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং চন্দ্র দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। [১৫] পরে শয্যাদান :—শয্যা বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতস্যৈ সাচ্ছাদনোপধানশয্যায়ৈ নমঃ" কুশবারি প্রোক্ষণ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্যৈ সাচ্ছাদনোপধান-শয্যায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ যথা ন কৃষ্ণশয়নম্, শূন্যং সাগর-জাতয়া। শয্যামবাপ্যাশূন্যাস্তু তথা জন্মনি জন্মনি॥" এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামঃ ইমাং শয্যাং উত্তানাঙ্গিরোদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা: দক্ষিণাটি বাম হস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজল দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-কামনয়া কৃতৈতৎ শয্যাদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং অগ্নিদৈবতং [মূল্যপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুদৈবতং] যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। [১৬]। পরে ধেনুদান :—হেমশৃঙ্গ প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত ধেনু আনিয়া পড়িবে—"ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং, যা চ দেবেম্ববস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী, মম পাপং ব্যপোহতু॥ দেহসংস্থা চ রুদ্রাণী, শঙ্করস্য সদা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী, মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ, স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। চন্দ্রস্যাম্বুপতের্যা তু, সা ধেনু-র্বরদাস্তু মে॥ চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মী-র্যা চ লক্ষ্মী-র্হরস্য চ। যা লক্ষ্মী-র্লোকপালানাং, সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে॥ স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং, স্বাহা চৈব হবির্ভুজাম্। যস্মাৎ পাপহরা ধেনু-স্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥" পরে অর্চ্চনা :—"এতৎপাদ্যং ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া গাভির পায়ে জল দিবে। গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বাক্ষতাদির সহিত অর্ঘ লইয়া "এষঃ অর্ঘঃ ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিয়া চন্দনাদি লইয়া "এষঃ গন্ধঃ, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা শৃঙ্গাগ্রাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করিবে। যথা: "এতে গন্ধপুষ্পে শৃঙ্গাগ্রে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া শৃঙ্গাগ্রে গন্ধপুষ্প দিবে। "শৃঙ্গমধ্যে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। শৃঙ্গমূলে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ললাটে ওঁ বৃষধ্বজায় নমঃ। কর্ণয়োঃ ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ। চক্ষুষোঃ ওঁ শশি-ভাস্করাভ্যাং নমঃ। দন্তেষু ওঁ মরুদ্ভ্যো নমঃ। জিহ্বায়াং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। নাসাপুটয়োঃ ওঁ ষণ্মুখায় নমঃ। উদরে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। অপাঙ্গয়োঃ ওঁ সাগরেভ্যো নমঃ। রোমকূপেষু ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। পৃষ্ঠে ওঁ রুদ্রেভ্যো নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ কুমারায় নমঃ। বামপার্শ্বে ওঁ বরুণায় নমঃ। রোমসু ওঁ রশ্মিভ্যো নমঃ। শ্রোণীতটে ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ। জঙ্ঘাসু ওঁ তীর্থেভ্যো নমঃ। খুরমধ্যে ওঁ গন্ধর্ব্বেভ্যো নমঃ। খুরাগ্রেষু ওঁ অপ্সরোভ্যো নমঃ। ক্রোড়ে ওঁ পৃথ্বীগণেভ্যো নমঃ।

গোময়ে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। হুঁকারে ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। পয়সি ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া দক্ষিণহস্তে পুচ্ছ ধরিয়া—"ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দোগ্ধ্রীং, সর্ব্বলোকময়ীং তথা। সর্ব্বলোক-নিমিত্তায়, সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ায় চ। সর্ব্বধর্ম্মপ্রদাং নিত্যং, সর্ব্বভূত-নমস্কৃতাম্। উৎসৃজামি মহাভাগাম্, অক্ষয়-স্বর্গগামিনাম্॥" পড়িয়া ঘাসগ্রাস লইয়া "ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বাঃ, গোবৃষাঃ পিতরো নমঃ। ঘাসগ্রাসং ময়া দত্তং, প্রতিগৃহ্ণন্তু মাতরঃ॥" মন্ত্র পড়িয়া ঘাস দিয়া ধেনুর পুচ্ছ দেশে দাঁড়াইয়া, বেদবেদাঙ্গপারগ ক্রিয়াপারগ ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে, যথা: "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মনায় নমঃ, এতৎ মাল্যং ব্রাহ্মণায় নমঃ, এতৎ বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া দান করিবে:- "ওঁ সোপকরণ-ধেনবে নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া "স্বর্ণশৃঙ্গাং রৌপ্যখুরাং, মুক্তালাঙ্গুল-ভূষিতাম্। কাংস্যোপদোহাং ধেনুং বৈ, বস্ত্রচ্ছন্নামলঙ্কৃতাম্। দত্ত্বা দ্বিজেন্দ্রায় নরঃ, স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" পড়িবে। পরে তিল, হরিতকী ও কুশ কোশার জলে দক্ষিণহস্তে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তা-দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতদ্ধেনুরোম-সমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামঃ ইমাং ধেনুং স্বর্ণশৃঙ্গাং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গুলভূষিতাং কাংস্যোপদোহাং বস্ত্রচ্ছন্নাং যথাশক্ত্যলঙ্কৃতাং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুমহং উৎসৃজে।" বলিয়া পুচ্ছে কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। পরে কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা দিবে:— দক্ষিণাটি উপুড়ভাবে বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় বা কাঞ্চনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণহস্তে কুশজল প্রোক্ষণ করিবে "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ (কাঞ্চনপক্ষে "অগ্নয়ে নমঃ"), এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" কুশজল দিবে। পরে দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতদ্ধেনুরোম-সমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-কামনয়া কৃতৈতদ্ যথোক্তালঙ্কৃত ধেনুদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং (কাঞ্চনং অগ্নিদৈবতং বা কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং) যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় (ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে— অমুকগোত্রায় অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং) অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দিবে। অনন্তর দান শেষ করিয়া "ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে" [বা ৭।৪৮] এই কামস্তুতি পড়িবে। ইতি ষোড়শ দান।

হলায়ুধের মতে পূর্ব্বোক্ত দান সহ সবৎসা কপিলা, উভয়তোমুখী-ধেনু, বিপুলগৃহ ও শ্রেষ্ঠ দোলা দান করিলে দানসাগর হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

আচমন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা:— উপুড় বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া "এতেভ্যঃ সোপকরণামান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ" বলিয়া তিনবার কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প ভোজ্যের উপর দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে জলে বা শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিবে। "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল দিবে। অনন্তর কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা

অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি * অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য প্রেতলোকবিমুক্তত্ব-স্বর্গলোক গমনকামঃ এতানি সোপকরণামান্ন-ভোজ্যানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি* অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য প্রেতলোকবিমুক্তত্বস্বর্গলোকগমনকামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যরজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিয়া "কৃতৈতৎ ভোজ্যদানকর্ম্মাছিদ্রমস্তু" বলিবে; "ওঁ অস্তু" উত্তর দিবে। পরে বাস্তুপূজা:—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন ভোজ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে বাস্তুপূজা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

[পরকীয় ভূমিতে যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ভূস্বামি পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগভোজ্য দিবে, যথা:—"বিষ্ণুঃ ওঁ এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সম্বতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া একটি মোটক ভোজ্যের উপরি দিয়া উৎসর্গ করিবে]।

অনন্তর কুশ-ব্রাহ্মণ স্নান করাইবে। কুশ-ব্রাহ্মণটিকে বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা, অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" (বা ৩১।১)॥ এই মন্ত্রটি পড়িয়া দক্ষিণ হস্তে কুশব্রাহ্মণের মস্তকে জল দিয়া, ব্রাহ্মণ স্নান করাইয়া—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" এই মন্ত্র পড়িয়া চন্দন দিয়া ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইবে। অনন্তর "এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচার-পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় ডান কাঁধে রাখিয়া কুশব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে, যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য মরণাশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়-দিন-বিহিতমেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং [মাসিক স্থলে—অমুক-মাসিক-দিনবিহিত-মেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং] কর্ত্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণ-মহং নিমন্ত্রয়ে।" শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই কথা বলিলে পর "ওঁ নিমন্ত্রয়" এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে। [যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ "ওঁ নিমন্ত্রয় প্রসন্নোহস্মি" পর্য্যন্ত বলিবে।] অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবে "অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ, সততং

১ম মাসিক শ্রাদ্ধে	"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি"	স্থলে	"প্রথম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
২য় "	"	"	"দ্বিতীয়-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
৩য় "	"	"	"তৃতীয়-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে
৪র্থ "	"	"	"চতুর্থ-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
৫ম "	"	"	"পঞ্চম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
১ম ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে	"		"প্রথম-ষাণ্মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
ষষ্ঠ মাসিক শ্রাদ্ধে	"	"	"ষষ্ঠ মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
৭ম "	"	"	"সপ্তম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
৮ম "	"	"	"অষ্টম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
৯ম "	"	"	"নবম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
১০ম "	"	"	"দশম-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
১১শ "	"	"	"একাদশ-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
২য় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে	"	"	"দ্বিতীয়-ষাণ্মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।
১২শ মাসিক শ্রাদ্ধে	"	"	"দ্বাদশ-মাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে" বলিবে।

ব্রহ্মবাদিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ, ময়াত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥" (ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব)॥ অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা "স্বাগতং ভবতা" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। "সুস্বাগতং" এই উত্তর দিবে। কুশ-ব্রাহ্মণ হইলে পুরোহিতই উত্তর বাক্য বলিয়া থাকেন।

পরে "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক! এতৎ পাদ্যং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া কুশিতে করিয়া পাদ্যজল ব্রাহ্মণকে দিবে।* অনন্তর "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক! এতদাসনং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণকে আসন দিবে এবং আসনখানি ধরিয়া বলিবে "সিদ্ধমিদমাসনং অত্র আস্যতাম্"। পরে ছত্র নিবেদন করিবে, যথাঃ- ছত্রটি বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে ছত্রং নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে। পরে চর্ম্মপাদুকা লইয়া "এতস্মৈ উপানদ্ যুগলায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতত্তে উপানদ্‌যুগলং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে— "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ ২২০ অঃ)॥ এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে গায়ত্রী পড়িবে। [এই অংশ মাসিক শ্রাদ্ধে পড়িবে না।]

অনন্তর ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া অনুজ্ঞা লইবে। অনুজ্ঞাবাক্য যথাঃ—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিন-বিহিতং [মাসিক স্থলে—অমুক-মাসিক-দিন বিহিতং] একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধং সোপকরণসামিষসিদ্ধান্নেন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" এই অনুজ্ঞা লইবে; "ওঁ কুরুষ" এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর কুশাসন দান। যথাঃ—"বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতৎ কুশাসনং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া পায়ের তলায় কুশ বা কুশের আসন দিবে। পরে (গঙ্গা) মৃত্তিকাযুক্ত জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য ও শ্রাদ্ধস্থান প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলপাত্র ব্রাহ্মণের নিকট রাখিবে। অনন্তর "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি প্রাদেশ-পরিমিত কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘপাত্র [কলাখোলা বা কলাপাতা] স্থাপন করিবে। পরে একগাছি সাগ্রকুশ লইয়া "ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবি" বলিয়া নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া অর্ঘপাত্রে রাখিবে। [দৈবপক্ষ যে শ্রাদ্ধে থাকে তাহাতে কুশান্তরবেষ্টিত দুইগাছি কুশে পবিত্র করিতে হয়; আর একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে একটিমাত্র কুশে পবিত্র করিতে হয়] পরে—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যো রভিস্রবন্তু নঃ॥" (বা ৩৬।১২)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘপাত্রে গণ্ডূষত্রয় জল দিয়া "ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া প্রেতান্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥" এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘপাত্রে তিল দিবে এবং অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশদ্বারা অর্ঘপাত্রটি আচ্ছাদিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিয়া আচ্ছাদনকুশটি ফেলিয়া দিবে। পরে "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘের ঐ পবিত্রটি ব্রাহ্মণে দিবে। "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে জলান্তরং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের জল ভিন্ন অন্য জল ব্রাহ্মণে দিবে। "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প ভিন্ন অন্য পুষ্প একটি দিবে। "ওঁ শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণে দিবে; পরে ঐ অর্ঘপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া-"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুঃ। যা অন্তরিক্ষা উত পার্থিবীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াঃ তা আপঃ শিবাঃ সংস্যোনা সুহবা ভবন্তু॥" (আশ্ব রা ২।৭।১৫)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক এষ অর্ঘঃ তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা অর্ঘের সমস্ত জিনিষ কুশব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। অনন্তর গন্ধাদিপঞ্চকদান, যথাঃ—দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া তাহার উপরি একখানি কলার খোলা বা কলাপাতা রাখিয়া তাহাতে বস্ত্র ও বস্ত্রের উপর তুলসীপত্রে চন্দন যজ্ঞোপবীত পুষ্প দিয়া ধূপ ও দীপ স্বতন্ত্র-পাত্রে জ্বালাইয়া "এতেভ্যঃ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ (বা অমুক বর্ম্মন্ ইত্যাদি) "এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসো-যজ্ঞোপবীতানি তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া কুশবারি

* মাসিক শ্রাদ্ধে পাদুকা, ছত্র, পাড়ে, শয্যা, ও তৈজস দান নাই। মাসিকগুলি সাধারণ একোদ্দিষ্টের সমান।

প্রোক্ষণ করিয়া—"ওঁ সর্ব্বঃ সুগন্ধ এবায়ং, শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা, গন্ধোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" (ব্রা, স)॥ [মাসিকে গন্ধাদি দানে শ্লোক পড়িবে না।] এই মন্ত্রটি পড়িয়া "এষ তে গন্ধঃ" বলিয়া ঐ তুলসীপত্রস্থিতচন্দন দর্ভময় ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। অনন্তর—"ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং, দেবৈরপি শিরোধৃতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা, পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্" (ব্রা, স) এই মন্ত্রটি পড়িয়া "এতত্তে পুষ্পং" বলিয়া দর্ভময়-ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে। পরে "ওঁ বনস্পতি-রসো দিব্যঃ, শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা, ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" (ব্রা, স) এই মন্ত্রটি পড়িয়া "এষ তে ধূপঃ" বলিয়া জলপ্রোক্ষণ দিবে। অনন্তর—"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ, সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতি-র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" (ব্রা, স) এই মন্ত্র পড়িয়া "এষঃ তে দীপঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্রখানি দর্ভময় ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রাখিয়া দিবে এবং "এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রং" বলিয়া যজ্ঞোপবীতটি বস্ত্রের উপর দিবে। পরে যোড় হাত করিয়া "গন্ধাদি-দানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে। পুরোহিত বলিবে, "ওঁ পাতয়"। পরে কুশ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে পিঁড়েখানি রাখিয়া তাহার নিকটে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে। তাহাতে স্ত্রী বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন-ঘৃতাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া জলপাত্রে জল দিয়া অন্নপাত্রটি চিৎ বামহস্তদ্বারা ধরিয়া—"ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে"॥ (বা ৫।১৫)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্র পড়িয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া একবার গায়ত্রী পড়িবে। পরে একটি মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ অন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সতিলোদকং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিয়া "ওঁ ইদং অন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি, ওঁ যথাসুখং বাগ্যতঃ স্বদ" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া কুশ-ব্রাহ্মণে একটু জল দিবে। অনন্তর—"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" (বা ১৩।২৭-২৯)॥ এই মন্ত্রে অন্নে মধু দিয়া "অন্নদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" এবং "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং, বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ, তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া রুচিস্তব পড়িবে। অনন্তর "ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো, ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥" "মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥ পরাশর-ব্যাস-শঙ্খলিখিতাঃ দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো-বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ॥ (যাজ্ঞ সং ।৪-৫)॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" (বা ৬।৫)॥ "ওঁ দুর্য্যোধনো-মন্যুময়ো-মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১১০-১১১)। "ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু, মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে, হংসাঃ সরসি মানসে॥ তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥" (মৎস্য পুরাণ ২০-২১ অঃ) পড়িয়া দক্ষিণাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতিয়া সতিল অন্ন দক্ষিণহস্তে লইয়া—"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তাঃ যান্তু পরাং গতিম্" (মৎস্য পু ১৭অ) এই মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে কুশের উপর অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড ছড়াইয়া দিবে। পরে হস্ত ধুইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" (বিষ্ণু পুরাণ)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডূষ জল ব্রাহ্মণে দিয়া "ওঁ স্বদিতং" এই প্রশ্ন করিবে; "ওঁ সুস্বদিতং" এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে।* পরে "শেষমন্নমপ্যস্তি" বলিবে; "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাম্" এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-

* শয্যা থাকিলে এই সময় উৎসর্গ করিয়া দিবে, যথা:—"এতস্মৈ শয্যায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীকৃষ্ণবে নমঃ" গন্ধপুষ্প জলে বা শালগ্রামে দিয়া বাম হস্তে শয্যা ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্রপ্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এষা তে শয্যা নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবে।

সন্ত্যাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" (ব্রা,স)॥ এই মন্ত্র পড়িয়া জলের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া —"ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে এবং "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" মন্ত্রে দুইখানা সমূল কুশ দুই হাতে ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মাঝখানে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া জলের দ্বারা ঐ রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া বামকোমরের বস্ত্রগ্রন্থি দৃঢ় করিয়া অর্থাৎ নিজের কোমরের কাপড় আঁটিয়া দিয়া ঐ পিণ্ডস্থান-মণ্ডলটি উৎসর্গ করিবে, যথা—একটি মোটক জলে ডুবাইয়া ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ বা এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া মোটকটি ঐ মণ্ডলের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে ঐ রেখার উপর সমূল কতকগুলি কুশ বিছাইয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ" বলিয়া ঐ কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে; তার পর—"ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" [এবং "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্রতে হরী॥" (বা ৩।৫১) *॥] এই মন্ত্রগুলি পড়িয়া তিল তুলসী মোটক সহিত বিল্বপ্রমাণ পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ বা এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ঐ অবনেজনের মোটকের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড দিয়া এক কুশি তিলোদক ঐ পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে পিণ্ডের অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগ মাবৃষায়স্ব"—এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাসধারণ করিয়া—"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" [ব্রা, স]॥ এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া—"ওঁ অমীমদৎ প্রেত যথাভাগ মাবৃষায়িষ্ট" এই মন্ত্র জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পিণ্ডের উপর প্রত্যবনেজন দিবে; যথা—পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদির সহিত জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ বা এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। অনন্তর কোমরের বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল করিয়া পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পড়িবে অর্থাৎ অসংলগ্নভাবে পিণ্ডের উপর অঞ্জলি স্থাপন করিয়া মন্ত্র পড়িবে; যথাঃ—"ওঁ নমস্তে প্রেত শুষ্মায়। ১। ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে। ২। ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়। ৩। ওঁ নমস্তে প্রেত সজ্জীবম্॥ ৪॥ ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় মন্যবে। ৫। ওঁ স্বধায়ৈ প্রেত নমঃ॥ ৬॥" পরে নূতন বস্ত্রের একটু সুতা একটি মোটকে জড়াইয়া "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাঃ বাসঃ" বলিয়া বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে ঐ বাসটি লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র-প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ বা বর্ম্মন এতদ্বাসঃ তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপরি বাস দিয়া কলাখোলের ডোঙ্গা করিয়া বা কুশি করিয়া জল বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥" এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ জল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবে। অনন্তর অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প পিণ্ডের উপর দিয়া পিণ্ডপূজা করিবে। পরে "ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু" বলিবে; উত্তর "ওঁ সন্তু" বলিলে, ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; "ওঁ সুসম্পন্নং" এই উত্তর দিবে; "ওঁ সৌমনস্যম্ অস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে; "ওঁ অস্তু" উত্তর দিবে। "ওঁ অক্ষতঞ্চ অরিষ্টঞ্চ অস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে আতপতণ্ডুল দিবে; "ওঁ অস্তু" উত্তর বলিবে। অনন্তর অক্ষয্য দান। ঘৃত মধু ও তিল একত্র লইয়া একটু জল মিশাইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণো বা অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনবিহিতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে [মাসিক স্থলে—অমুকমাসিকৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধে] অস্মিন্ দত্ত-মিদং অন্নপানাদিকং অক্ষয্য-মুপতিষ্ঠতাং সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডের উপর দিবে। পরে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ-হস্তে জল গণ্ডূষ দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু" "ওঁ অস্তু" উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিলে; "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে, "ওঁ বর্দ্ধতাং" উত্তর ব্রাহ্মণ দিবে। [প্রেতকর্ম্ম বলিয়া আশিস্ গ্রহণাদি নাই।] অনন্তর দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক

* এই মন্ত্রটি হলায়ুধধৃত নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে পুরোহিত মহাশয়েরা ইহা পড়েন বলিয়া দেওয়া হইল। বোধ হয় ইহা একমাত্র সামবেদীদিগেরই পাঠ্য।

গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা কৃতৈতন্মরণা-শৌচান্তাদ্দিতীয়দিন-বিহিতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্ম্মণঃ [মাসিক-স্থলে—অমুক মাসিক দিনবিহিতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্ম্মণঃ] প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং [রজত মূল্যং বা] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥" তিনবার পড়িয়া—"ওঁ অভিরম্যতাং, ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণের আসন একটু চালাইয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া—"ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ"। [বা ৯।১৯]॥ বলিয়া জল ও পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে। [প্রেতকার্য্যে নমস্কার করিবে না।] পরে পাত্রান্ন ব্রাহ্মণকে দিবে; ব্রাহ্মণাভাবে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ করিয়া ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে। গরু ছাগ ব্রাহ্মণ অগ্নি বা জলে পিণ্ড দেওয়া যায়। উহা দিবার রীতি, যথা:—"এতদ্‌শ্রাদ্ধান্নং ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য জলে সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি" বলিবে অনন্তর হাতের কুশ খুলিয়া জলে হাত দিয়া বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন অশৌচান্তদ্বিতীয়-দিনবিহিতশ্রাদ্ধ-কর্ম্মণি [মাসিক স্থলে—অমুক-মাসিক-দিনবিহিতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্ম্মণি] যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" আটবার জপ করিবে। পরে "কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম্ম অচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে, "ওঁ অস্তু" উত্তরবাক্য বলিবে। পরে একগণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" বলিয়া জল গণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া "এতৎকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু" বলিবে॥ ইতি আদ্যশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি বা আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধপদ্ধতি [এবং ইহার সহিত মাসিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি] সমাপ্ত॥

সপিণ্ডীকরণ পদ্ধতি।

সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তার বামদিকে প্রেতপক্ষ সাজান হইবে; সম্মুখে পিতৃপক্ষ ও ডানদিকে দেবপক্ষ সাজান হইবে। পূর্ব্বমুখে বসিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হইবে। প্রেতপক্ষ ও পিতৃপক্ষের কার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণমুখে বসিয়া সমুদয় কার্য্য করিবে। দেবপক্ষের কার্য্য উত্তরমুখে বসিয়া উপবীতী হইয়া করিবে; আর এই কার্য্যের কোশাকুশি আসনাদি সমস্ত স্বতন্ত্র রাখিবে।

অগ্রে পিতৃপক্ষের আসনে বসিয়া পূর্ব্বমুখে আচমন করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্র পড়িয়া সচন্দন পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে প্রত্যেকবারে এক একটি গন্ধপুষ্প শালগ্রামে বা জলে দিবে। [সম্ভব হইলে এইস্থলে ষোড়শাদি দান করিবে। পৃঃ ২৩ দেখ] পরে <u>ভোজ্যোৎসর্গ</u>। যথা:—উপুড়ভাবে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতস্মৈ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া একটি সচন্দনপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ফুল শালগ্রামে বা জলে দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ভোজ্যে কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধবাসরে (যদি অপকর্ষসপিণ্ডীকরণ হয় তাহা হইলে 'সপিণ্ডীকরণে কর্ত্তব্যে') অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়স্বর্গকামঃ এতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিনান্ত করিবে যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য

প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধবাসরে [অপকর্ষস্থলে "সপিণ্ডীকরণে কর্ত্তব্যে"] অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়স্বর্গ-কামনয়া কৃতৈতদ্‌ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং [বা দক্ষিণাং তৎ] কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মনায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "কৃতৈতদ্‌ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে ; "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিবে। পরে বাস্তুপূজা :—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া ধূপদীপে জল ছিটাইয়া দিয়া "এতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া ভোজ্যে জল ছিটাইয়া দিবে। পরে যজ্ঞেশ্বরের পূজা :- "ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পরে কুশ ব্রাহ্মণ স্থানাদি :- দেবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ, পিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ, প্রপিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ ও প্রেতপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ, এই ছয়টি কুশব্রাহ্মণকে বাম হস্তে ধরিয়া তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" মন্ত্রটি পড়িয়া কুশিদ্বারা জল দিয়া স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া চন্দন দিয়া দৈবপক্ষের আসনে দৈবব্রাহ্মণদ্বয় ও পিতামহাদিপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পিতামহাদিপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বসাইয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণ বসাইবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ, এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতে ফলাদ্যুপকরণনৈবেদ্যে ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে পিতৃপক্ষে "ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, প্রেতপক্ষে "ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। প্রথম দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ : "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রাণাং পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহানাং অমুকানাং দেবশর্ম্মণাং পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধে পুরোরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, "ওঁ নিমন্ত্রয় প্রসন্নৌ স্বঃ" এই উত্তরবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে "ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ, সততং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ, ময়াত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণি"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণস্পর্শ করিয়া "স্বাগতং ভবদ্ভ্যাং" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ; "সুস্বাগতং" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে "এতৎ পাদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ" বলিয়া কুশি করিয়া জল দিয়া "এষঃ অর্ঘঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ ধূপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতৎ ফলতাম্বূলনৈবেদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও ফলতাম্বূল নৈবেদ্য দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণাসন দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া "ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যেতাং" বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ"॥ মন্ত্র তিনবার পড়িয়া একবার গায়ত্রী জপ করিয়া দৈবপক্ষে অনুজ্ঞা লইবে ; যথা :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য [মাতৃসপিণ্ডীকরণস্থলে— 'অমুকগোত্রায়া প্রেতায়াঃ অমুক দেব্যাঃ'] সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রাণাং পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশর্ম্মণাং [পিতা জীবিত না থাকিলে মাতৃসপিণ্ডকরণস্থলে—"অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক-দেবশর্ম্মণাং" আর পিতা জীবিত থাকিলে—"অমুকগোত্রাণাং পিতামহী-প্রপিতামহী-বৃদ্ধপ্রপিতামহীনাং অমুকামুকামুক-দেবীনাং] পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরোরবো-মাদ্রবসো-র্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সযবোদকেন অন্নেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে" বলিলে, "ওঁ কুরুষ" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পিতামহপক্ষে অনুজ্ঞা। পিতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসন দক্ষিণহস্তে ধরিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদমাসনং অত্রাস্যতাম্" বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি" তিনবার ও গায়ত্রী একবার পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন অন্নেন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" বলিলে "ওঁ কুরুষ" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে ঠিক এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৃথক

পৃথক অনুজ্ঞা করিবে। পরে প্রেতপক্ষের অনুজ্ঞা যথা :—প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন ধরিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদমাসনং অত্রাস্যতাম্" বলিয়া "দেবতাভ্য ইত্যাদি" তিনবার ও গায়ত্রী একবার পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" বলিলে "ওঁ কুরুষ" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষে কুশাসনদান। দৈবপক্ষে দুইটি ত্রিপত্র লইয়া "ওঁ পুরোরবো-মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বাং দর্ভাসনে নমঃ" বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। পরে গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে প্রোক্ষণ দিয়া কিঞ্চিৎ জল ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে (কলার খোলায় করিয়া) রাখিবে। পরে পিতৃপক্ষে কুশাসন দান: পিতামহপক্ষে মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। অন্য মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিয়া গঙ্গা-মৃত্তিকা জলে গুলিয়া শ্রাদ্ধদ্রব্যে প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলের কিঞ্চিৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে কলাখোলায় রাখিয়া দিবে। পরে প্রেতপক্ষে একটি মোটক বা কতকগুলি কুশ লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র-প্রেত-অমুক-দেবশর্ম্মন এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। পরে গঙ্গামৃত্তিকার জলে শ্রাদ্ধদ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষার্থ ঐ জল ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে রাখিয়া জলস্পর্শ করিয়া আবাহন। দৈবপক্ষে যব লইয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ওঁ আবাহয়" উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। তখন "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতা ম ইমꣳ হবম্। এদং বর্হির্নিষীদত"॥ (বা৭।৩৪)॥ মন্ত্রে আবাহন করিয়া যব ছড়াইয়া দিবে। পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমꣳ হবং মে যেঽন্তরীক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্" (বা ৩৩।৫৩)। মন্ত্র জপ করিবে। পরে পিতামহাদি পক্ষে আবাহন। যথা :—তিল লইয়া "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" প্রশ্ন করিবে; "ওঁ আবাহয়" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে, "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে"॥ (বা ১৯।৭০) "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি র্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্" (বা ১৯।৫৮)॥ বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাꣳসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে (১)।

* পরে অর্ঘ স্থাপন—জল স্পর্শ করিয়া দেবপক্ষের ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে একপত্র কুশ উত্তরাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘপাত্র (কলার খোলার ডুঙ্গি) রাখিয়া গর্ভশূন্য সাগ্র দুইগাছি কুশ কুশান্তরে বেষ্টিত করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখব্যতিরেকে কাটিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া জলাভ্যুক্ষণ করিয়া অর্ঘপাত্রে রাখিয়া "ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥" (বা ৩৬।১২।) এই মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে তিন গণ্ডূষ জল দিয়া

---

(১) প্রেতপক্ষে আবাহন হলায়ুধে নাই কিন্তু এ দেশে এখন "এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্ব্যেভিঃ দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণানি ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিয়চ্ছ" (সা, ব্রা ২।৩।৫) বলিয়া আবাহন করে।

---

* এই প্যারাগ্রাফ স্থানে সামবেদীয়গণ নিম্নপ্রদর্শিত মত কার্য্য করিবেন। কারণ সামবেদী কার্য্যে অর্ঘ ও গন্ধাদিদানে যজুর্ব্বেদের কার্য্যের সহিত প্রভেদ আছে। অতএব সামবেদী ঐ দুই কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে, এখানে নিম্নে দেখান হইল।

সামবেদীয় পক্ষে অর্ঘ জল সমন্বয়াদির বিশেষ, যথা :—অগ্রে দৈবপক্ষে ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি কুশপাতিয়া তাহার উপরি দুইটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া, পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সম্মুখে কুশপাতিয়া ঐ কুশের মূল মধ্যে ও অগ্রভাগে তিনটি অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে নখব্যতিরেকে পবিত্র ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে জল প্রোক্ষণ দিয়া দৈবাদিক্রমে পাঁচটি পাত্রে ঐ পাঁচটি পবিত্র দিবে। পরে প্রেতপক্ষে আসিয়া প্রেত ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তাহার উপর একটি ডুঙ্গি বসাইয়া একগাছি কুশ লইয়া "ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবি" মন্ত্রে পবিত্র ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া প্রেতপাত্রে ঐ

"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্বেষো যবয়ারাতীঃ" (বা৫।২৬) বলিয়া অর্ঘপাত্রে যব দিবে, এবং অমন্ত্রক চন্দন পুষ্প দিয়া একগাছি কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে পিতামহাদি পক্ষে অর্ঘ স্থাপন। যথাঃ—পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সম্মুখে তিনটি সমূলকুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর তিনটি অর্ঘপাত্র (কলাখোলের ডুঙ্গী) বসাইবে; পরে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাদেশ পরিমাণ তিনটি পবিত্র লইয়া প্রত্যেকটি "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখ ব্যতিরেকে কাটিয়া প্রত্যেকটি "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ" বলিয়া জলে ডুবাইয়া পিতামহাদির তিন পাত্রে এক গাছি করিয়া পবিত্র দিবে। পরে "ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘপাত্র তিনটিতে তিন গণ্ডূষ জল দিবে; পরে "ওঁ তিলোসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ ইমাং লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বাহা।।" (আশ্ব ৪।৭) ।। এই মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপচাউল দিয়া কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে <u>প্রেতপক্ষে অর্ঘ স্থাপন</u>—ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি সমূলকুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘপাত্র বসাইয়া একটি সাগ্রগর্ভশূন্য কুশ লইয়া "ওঁ পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যং" বলিয়া নখ-ব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমিত পবিত্রচ্ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" বলিয়া জলে ডুবাইয়া প্রেতপক্ষের অর্ঘপাত্রে রাখিয়া "ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তিন গণ্ডূষ জল দিবে; পরে "ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তিল দিয়া অমন্ত্রক চন্দন ও পুষ্প দিয়া একগাছি কুশ আচ্ছাদন দিবে। পরে <u>অর্ঘদান</u> ।। যথা :—জল স্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘপাত্রে স্তঃ" বলিলে "আস্তাং" ব্রাহ্মণ উত্তর দিবে। পরে আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া "ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘের পবিত্রটি দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে; "জলান্তরং নমঃ" বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; "পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া পুষ্পপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; "ওঁ শিরঃ-পাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া, অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুঃ ।। যা অন্তরিক্ষা উত পার্থিবার্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তান আপঃ শংস্যোনা ভবন্তু ।।" (আশ্ব ৪।৭) ।। এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ পুরোরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এষোঽর্ঘঃ বাঃ নমঃ" বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিবে। অনন্তর প্রেতপক্ষের অর্ঘপাত্রের জল চারিভাগ করিবে অর্থাৎ অর্ঘের ডুঙ্গীর উপর আড়ে আড়ে দুইখানি কুশ

পবিত্রটি দিবে। পরে দৈবাদিক্রমে অর্থাৎ অগ্রে দৈবপাত্রে, তারপর পিতামহাদির তিন পাত্রে, তারপর প্রেতপাত্রে এই ক্রমে "ওঁ যবোঽসি যবয়া ইত্যাদি" মন্ত্রে যব দিয়া, পিতামহাদি পাত্রে ও প্রেতপাত্রে যথাক্রমে "ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি" মন্ত্রে তিল দিয়া দৈব, পিতৃ ও প্রেতপক্ষের প্রত্যেক অর্ঘপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প দিয়া, "ওঁ শন্নোদেবী ইত্যাদি" মন্ত্রে জল দিবে; পরে অর্ঘ্যপাত্র-গুলি কুশাচ্ছাদিত করিয়া, অগ্রে দৈবপক্ষে "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদ-মর্ঘ্যপাত্র-মস্তু" বলিবে; "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিলে পর, আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া দৈব-ব্রাহ্মণ হস্তে "পবিত্রং নমঃ, জলং নমঃ, জলান্তরং নমঃ, পুষ্পং নমঃ পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দিয়া "পুষ্পান্তরেণ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অন্য একটি পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ পুরোরবো-মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতত্বোঽর্ঘ্যং নমঃ" বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া, প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে ঐ রীতিতে "ওঁ অচ্ছিদ্রং ইত্যাদি" হইতে "শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" পর্য্যন্ত পূজা করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেব শর্ম্মন্ এতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "ওঁ যে সমানাঃ ইত্যাদি" মন্ত্রে প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রের জল চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ প্রেত-ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট তিন ভাগ রাখিবে। পরে পিতামহ ব্রাহ্মণে ঐ রীতিতে "ওঁ অচ্ছিদ্র ইত্যাদি" হইতে "যা দিব্যা ইত্যাদি" পর্য্যন্ত পাঠান্তে "ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে অর্ঘ্যং" বলিয়া অর্ঘ্য দিয়া "ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ যে সমানাঃ ইত্যাদি" মন্ত্রে প্রেতার্ঘ্য জলের এক ভাগ মিশাইয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণ হস্তে দিয়া সংস্রব সহিত অর্থাৎ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জলাদির সহিত অর্ঘ্যপাত্রটি যেখানকার সেইখানে রাখিবে। এই রীতিতে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও অর্ঘ্যদান করিয়া সংস্রব সহিত অর্ঘ্যপাত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া, হাত ধুইয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রের জল

দিলেই চারিভাগ হইবে। পরে "ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্॥" (বা ১৯।৪৫)॥ "ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ" ॥ (বা১৯।৪৬)॥ এই দুইটি মন্ত্র প্রত্যেক বার পড়িয়া চারি ভাগে বিভক্ত প্রেতপক্ষের অর্ঘ জলের এক ভাগ জল পিতামহ অর্ঘপাত্রে, দ্বিতীয় ভাগ প্রপিতামহ অর্ঘ্যপাত্রে ও তৃতীয় ভাগ বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্রে মিশাইবে, এবং প্রেতপক্ষের অর্ঘপাত্রে এক ভাগ অর্ঘ জল রাখিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতামহের অর্ঘপাত্র লক্ষ্য করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ দিবে। তখন আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া "ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পবিত্রটি পিতামহ-ব্রাহ্মণে দিবে, "জলান্তরং নমঃ" বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; "পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া পুষ্পপাত্রের পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; এবং "শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে অর্ঘপাত্রটি বামহস্তের তলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষোহর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে অর্ঘ দান করিয়া সংস্রব জল অর্থাৎ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল অর্ঘপাত্রে রাখিয়া অর্ঘপাত্রটি যেখানকার সেইখানে রাখিয়া দিবে। পরে প্রপিতামহপক্ষের কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। তখন আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" "জলান্তরং নমঃ" "পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে পবিত্র, জল ও পুষ্প দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘপাত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া" বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষোহর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে অর্ঘ দান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট সংস্রব জল অর্ঘপাত্রে রাখিয়া অর্ঘপাত্র যেখানকার সেখানেই রাখিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া"ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া "ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" "জলান্তরং নমঃ" "পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের ব্রাহ্মণে ঐরূপ পবিত্র জল ও পুষ্প দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ"

পিতামহ-পাত্রে রাখিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রদ্বারা পিতামহ-পাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া উল্টাইয়া অর্থাৎ পিতামহ-পাত্রটি যাহাতে উপরি থাকে সেইভাবে নিজের বামে কুশের উপর রাখিয়া "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া কুশ ঢাকা দিবে। পরে গন্ধাদি পঞ্চকদান। অগ্রে দৈবপক্ষে, তারপর পিতৃপক্ষে গন্ধাদি পঞ্চক অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র সাজাইয়া যথাক্রমে উৎসর্গ করিয়া দিবে। দৈবপক্ষে উৎসর্গ করিবার রীতি, যথাঃ- উপুড় বামহস্তে গন্ধাদিপঞ্চক ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণু ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসো বিশ্বদেবাঃ এতানি গন্ধ পুষ্প-ধূপ-দীপাদিনানি নমঃ" বলিয়া কুশবারি ক্ষেপণ করিয়া "এষঃ বো গন্ধঃ, এতৎ বঃ পুষ্পং, এষঃ বঃ ধূপঃ, এষঃ বঃ দীপঃ, এতে বঃ আচ্ছাদনে বস্ত্রে" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য প্রত্যেক বারে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। পরে পিতৃপক্ষে আসিয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া চিৎ বামহস্তে গন্ধাদিপঞ্চক ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতৎ তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক বারে এক একটি করিয়া পিতামহাদির তিনজন ব্রাহ্মণকে দিবে। পরে প্রেতপক্ষে আসিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পম্, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য এক একটি করিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে। পরে জল স্পর্শ করিয়া দৈবাদি ক্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে; "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে।

বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘপাত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষোঽর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা' বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘপাত্রের জল প্রপিতামহের অর্ঘপাত্রে এবং প্রপিতামহের অর্ঘপাত্রের জল পিতামহপাত্রে রাখিয়া, বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্র দ্বারা পিতামহের পাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের বামদিকে কুশাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে; এইরূপ ন্যুব্জীকরণ করিয়া, পরে প্রেতপক্ষে অর্ঘদান করিবে। যথা:—প্রেতপক্ষের অর্ঘপাত্রটি দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘের পবিত্রটি প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া "জলান্তরং নমঃ" বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া "পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া পুষ্পপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া "শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা ইত্যাদি" পড়িয়া একটি মোটক লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্) এষোঽর্ঘ্যঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিবে। পরে জল স্পর্শ পূর্ব্বক দৈবপক্ষে <u>গন্ধাদিপঞ্চকদান</u> করিবে; যথা:—একটি কলাখোলার ডুঙ্গীতে বস্ত্র রাখিয়া তাহাতে তুলসী করিয়া চন্দন ও পুষ্প দিয়া, ধুপ ও দীপ নিকটে জ্বালিয়া রাখিয়া, উপুড় বামহস্তে ঐ পাত্রটি ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসো বিশ্বেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ বাং গন্ধ, এতৎ বাং পুষ্পং, এষঃ বাং ধূপঃ, এষঃ বাং দীপঃ, এতে বাং আচ্ছাদানে বস্ত্রে" বলিয়া প্রত্যেকটি প্রতি দৈব ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া ঐ গন্ধাদিপঞ্চক ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে। পরে পিতামহপক্ষে গন্ধাদি দান। যথা—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। এইরূপ প্রপিতামহের পক্ষের গন্ধাদিপঞ্চক চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতৎ তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং," বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে দিবে। পুনর্ব্বার বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পক্ষের গন্ধাদিপঞ্চক চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। পরে প্রেতপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান; যথা:—পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ ও বস্ত্র চিৎ বামহস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ; এতত্তে পুষ্পং; এষঃ তে ধূপঃ; এষঃ তে দীপঃ; এতত্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রম্" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। পরে জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবাদিক্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে।

পরে <u>অন্নোৎসর্গ</u>; যথা:—"ওঁ ভোজন পাত্রমহং পাতয়িষ্য" জিজ্ঞাসা করিবে; "ওঁ পাতয়" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে দৈবপক্ষে ব্রাহ্মণের সম্মুখে ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর দুইটি ভোজন পাত্র পাতিবে। পিতামহাদিপক্ষেও প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল তিনটি করিয়া তাহার উপর যথাক্রমে (অর্থাৎ অগ্রে পিতামহের, তারপর প্রপিতামহের,

তারপর বৃদ্ধ-প্রপিতামহের) ভোজনপাত্র পাতিয়া, প্রেতপক্ষেও এইরূপ রেখার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের সম্মুখে তাম্রপাত্রে জল রাখিয়া ঘৃতাক্ত অন্ন [শূদ্র পক্ষে—ঘৃতাক্ত আতপতণ্ডুল] লইয়া "ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" প্রশ্ন করিবে। "ওঁ কুরুষ" উত্তর ঐ ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে ঐ অন্নে "ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" (বা ২।২৯) বলিয়া দুইবার ব্রাহ্মণহস্তে (অভাবে জলে) আহুতি দিয়া, অমন্ত্রক দুইবার আহুতি দিবে। পরে হুতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া দৈবপাত্রে দুইবার, পিতামহ পাত্রে একবার, প্রপিতামহ-পাত্রে একবার ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রে একবার দিবে। [প্রেতপাত্রে হুত শেষ অন্ন দিবে না]। দৈবপক্ষে উপুড়ভাবে দুই হস্তে ভোজন-পাত্র ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা" মন্ত্র পড়িবে। পিতামহাদির তিনপাত্রে চিৎভাবে দুই হস্ত রাখিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িবে। [কিন্তু প্রেতপক্ষে ঐ মন্ত্র পড়িবে না]। অনন্তর পত্নী বা স্বয়ং অগ্রে দৈবপাত্রে, পরে পিতামহপাত্রে, তারপর প্রপিতামহপাত্রে ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া দিয়া শেষে প্রেতপাত্রে অন্নাদি পরিবেশন করিবে। [প্রেতপাত্রের অন্নে মৎস্য পাক করিয়া দিতে হইবে]। অনন্তর হাত ধুইয়া অন্ন পক্ষের কার্য্য করিবে। * প্রত্যেক পাতের নিকট পানীয় জলের সহিত জলপাত্র রাখিয়া পাত্রান্ন উৎসর্গ করিবে; যথা :— অগ্রে দৈবপক্ষের অন্নপাত্রটি উপুড় বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুরে"॥ বলিয়া অন্নপাত্রে উপুড় অঙ্গুষ্ঠমূল স্থাপন করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া দৈবব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি ত্রিপত্র কোশার জলে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবাঃ ইমে সিদ্ধান্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা ঐ ত্রিপত্রটি অন্নের উপর নিক্ষেপ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ইমে সিদ্ধান্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী যথাসুখং বাগ্‌যতৌ জুষেতাং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া এক গণ্ডূষ জল দৈব-ব্রাহ্মণে দিবে। পরে পিতামহের অন্নপাত্র চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে" পড়িয়া অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক কোশার জলে দক্ষিণহস্তে ধরিয়া "বিষ্ণু ওঁ অমুক-গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্

* সামবেদীয় অন্নোৎসর্গ নিম্নোক্তরূপে করিবে। অগ্রে দৈবপক্ষে, যথা :—"দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া উপবীতী হইয়া "ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি" পড়িয়া অন্নে উপুড়ভাবে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া দিয়া অন্নে মধু দিয়া দৈবব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতেত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া উপুড় বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ত্রিপত্র-কুশ ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বে দেবাঃ এতদ্ব অন্নং সোপকরণং নমঃ" মন্ত্রে দৈবতীর্থে ঐ ত্রিপত্র অন্নে নিক্ষেপপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া জোড় হস্তে "ইদমন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতৌ জুষেতাং" বলিবে। পরে পিতৃপক্ষে অন্নদান :— দক্ষিণমুখ, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া "ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি" পড়িয়া নখস্পর্শ না হয় এইরূপে চিৎ-ভাবে অঙ্গুষ্ঠ-স্থাপন করিয়া "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া অন্নে মধু দিয়া ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতেত্যাদি পড়িয়া চিৎ বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া 'বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন, অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে অন্নানি ওঁ যেচাত্রত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে পিতৃতীর্থদ্বারা মোটক অন্নে নিক্ষেপপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া জোড় হস্তে "ওঁ ইদমন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপ-করণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ জুষধ্বং" বলিয়া প্রত্যেককে প্রত্যেকের অন্ন দেখাইবে। পরে প্রেতপক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় "ইদং বিষ্ণুরিত্যাদি" পড়িয়া ও মধুমন্ত্র জপ পর্য্যন্ত করিয়া চিৎবামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া কোশার জলে মোটক ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে অন্নং সোপকরণং সামিষং স্বধা" বলিয়া ঐ মোটক পিতৃতীর্থদ্বারা অন্নে নিক্ষেপ করিয়া জোড়হস্তে "ইদমন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ জুষস্ব" বলিয়া অন্ন দেখাইবে। পরে দৈবাদি ক্রমে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতেত্যাদি পড়িয়া "ওঁ অন্নহীনং ইত্যাদি পড়িবে।"

ইদমন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটকটি নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নং ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিবে। পরে প্রপিতামহের অন্নপাত্র চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি” পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া চিৎভাবে অন্নপাত্রে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ ইমন্নদং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটক নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহের অন্নপাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে” পড়িয়া চিৎভাবে অন্নপাত্রে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ ইদমন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটক নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিবে। তৎপরে প্রেতপক্ষে অন্নোৎসর্গ করিবে। অন্নপাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি” পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল অন্নের উপর রাখিয়া “ওঁ অপহতাঃ অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে একটি মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র-প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ সামিষান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ মোটক অন্নের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া “ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া একগণ্ডূষ জল দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া অগ্রে দৈবপক্ষে, পরে পিতামহাদিপক্ষে, তারপর প্রেতপক্ষে “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥” এই মন্ত্র প্রত্যেক পক্ষে একবার পড়িয়া অন্নে মধু দিয়া দৈবাদিক্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া “সিদ্ধান্নদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু” বলিবে। পরে রুচিস্তবাদি হরিবংশোক্ত ফলশ্রুতি প্রভৃতি পড়িবে, যথাঃ— ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্য-ভোক্তা-ব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো. রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো, ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥ ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো-যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতাঃ দক্ষ-গৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণঃ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু, মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে, হংসাঃ সরসি মানসে॥ তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং, যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত”॥ পরে সতিলান্ন লইয়া “ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্”॥ এই মন্ত্রে দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষের মধ্যে আস্তীর্ণ কুশের উপর ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া “ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধি র্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবিদত্তমেতৎ, প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া পিত্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে জলগণ্ডূষ দিয়া, দৈবপক্ষে

"ওঁ রুচিতং"প্রশ্ন করিলে "ওঁ সুরুচিতং" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "শেষময়মপ্যস্তি"বলিলে "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পিতামহাদিপক্ষে "তৃপ্তা স্থ" প্রশ্ন "তৃপ্তাঃ স্মঃ" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে; "শেষময়মপ্যস্তি" বলিবে, "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। প্রেতপক্ষে "স্বদিতং" প্রশ্নে "সুস্বদিতং" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে, "শেষময়মপ্যস্তি" বলিবে; "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সম্মুখে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর-দানবা ময়া॥ রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে"॥ পড়িয়া নৈঋৎ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র পরপর তিনটি চতুষ্কোণ পিণ্ডমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর সমূল দুইগাছি কুশ দুই হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া "ওঁ অপহতা ইত্যাদি" "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" এই পূর্ব্বোক্ত দুইটি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র দুইটি রেখা করিবে। পরে রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া নিবী (কোমরের কাপড়ের কষি) শক্ত করিয়া একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রথম চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া,অপর আর একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর দিয়া, অন্য আর একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর দিবে। পরে ঐ তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর সমূল কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিয়া "ওঁ আয়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি র্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্"॥ এই মন্ত্রে কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর প্রেতপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি চতুষ্কোণ পিণ্ডমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দুই হস্তে দুইগাছি কুশ ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা টানিয়া ঐ পিণ্ডমণ্ডল অভ্যুক্ষণ করিয়া একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ বা) এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ঐ মোটক দিয়া উহার উপর কতকগুলি সমূল কুশ পাতিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া সমস্ত উপকরণাদির সহিত অন্নব্যঞ্জন একত্র করিয়া মধুসংযোগে (শরৎকালের বিল্ব পরিমাণ তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। পরে একটি পিণ্ড তিলোদক তুলসীপত্র ও মোটকসহ বামহস্তসংযুক্তভাবে দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং * তুভ্য স্বধা" বলিয়া প্রথম চতুষ্কোণ মণ্ডলের অবনেজনের মোটকের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা দিবে। পরে হাত ধুইয়া আর একটি পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের মোটকের উপর দিয়া হাত ধুইয়া অন্য আর একটি পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণমণ্ডলের মোটকের উপর দিবে। পরে পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদি কিঞ্চিৎ লইয়া পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া আস্তীর্ণ কুশমূলের দ্বারা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-সংলগ্ন অন্ন বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে প্রেতপক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তিলোদক তুলসী ও মোটকসহ দক্ষিণহস্তে লইয়া "বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ সামিষপিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া কুশমূলে অবনেজনের মোটকের উপর দিয়া পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে পরে জলস্পর্শ করিয়া পিতামহাদিপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্" এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাসরোধ করিয় "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥ ওঁ হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া "ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত" জপ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে। পরে প্রেতপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং ইত্যাদি"

* এখানে "যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ ভিন্ন সামবেদীর সহিত আর কোন তফাৎ নাই।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দুটি তিনবার পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া "ওঁ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" মন্ত্রটি প্রেতপিণ্ডে জপ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে। তৎপরে জলস্পর্শ পূর্ব্বক পিতামহাদির পিণ্ডপাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া তাহাতে তিনটি মোটক রাখিয়া জলের সহিত একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্য স্বধা" বলিয়া পিতামহপিণ্ডে দিয়া, অপর আর একটি মোটক জলের সহিত লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃওঁ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রপিতামহপিণ্ডে দিয়া, অন্ত আর একটি মোটক জলের সহিত লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ-অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডে দিয়া, প্রেতপক্ষে আসিয়া প্রেতপক্ষের পিণ্ডপাত্রে একটু জল দিয়া তাহাতে একটি মোটক রাখিয়া জলের সহিত ঐ মোটকটি দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রেতপিণ্ডে দিয়া নীবী শিথিল করিয়া পিতামহাদির পিণ্ডের উপর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়। নমো বঃ পিতরস্তপসে। নমো বঃ পিতরো রসায়। নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং। নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। স্বধায়ৈ পিতরো নমো বঃ"॥ পড়িয়া প্রেতপক্ষেও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমস্তে প্রেত শুষ্মায়। ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে। ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়। ওঁ নমস্তে প্রেত যজ্জীবং। ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় মন্যবে। ওঁ স্বধায়ৈ প্রেত নমস্তে।" এই ষড়গুলি মন্ত্রও পড়িবে। পরে বাসদান যথাঃ—নূতন বা অনূতন শুক্লবস্ত্রের দশার সূত্র মোটক সহিত লইয়া "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" এই মন্ত্র প্রত্যেকবার পড়িয়া পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের তিনটি পিণ্ডের উপর যথাক্রমে এক একটি বাসঃসূত্র দিয়া উৎসর্গের জন্য দক্ষিণ হস্তে তিল ও মোটক লইয়া কোশার জলে ডুবাইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ঐ তিলসহ মোটক ঐ বাসের উপর দিবে; পরে আর একটি তিলযুক্ত মোটক কোশার জলে ডুবাইয়া দক্ষিণহস্তে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডোপরিস্থিত বাসের উপর ঐ মোটকটি দিয়া, অন্য আর একটি তিলযুক্ত মোটক উক্তরূপে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ঐ তিলযুক্ত মোটকটি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডোপরিস্থিত বাসের উপর দিবে। পরে প্রেতপক্ষে বাসদান। উক্তরূপে বাস লইয়া "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ" বলিয়া প্রেতপিণ্ডে বাস দিয়া, তিলযুক্তমোটক কোশার জলে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসের উপর ঐ সতিল মোটকটি দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্" এই মন্ত্রে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের তিনটি পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থবিগলিত জলদ্বারা পিণ্ডাভিষেক করিয়া অমন্ত্রক পুষ্পচন্দন পিণ্ডের উপর দিয়া পিণ্ড পূজা করিয়া, প্রেতপক্ষেও "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পিতৃতীর্থ বিগলিত জলধারাদ্বারা পিণ্ডাভিষেক করিয়া অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া পিণ্ড-পূজা করিবে। পরে পিণ্ডসমন্বয়। প্রেতপিণ্ডকে দুইটি সোনার বা রূপার শলাকাদ্বারা অথবা দুইগাছি কুশদ্বারা সমান অংশে তিন ভাগ করিয়া প্রথমভাগ পিতামহের, দ্বিতীয়ভাগ প্রপিতামহের ও তৃতীয়ভাগ বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া *

---

* মাতৃসপিণ্ডীকরণস্থলে একমাত্র পিতৃপিণ্ডের সহিতই মাতার পিণ্ড সমন্বয় হয়। সেস্থলে পিতামহ ও প্রপিতামহের অর্থাৎ মাতার শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুরের পিণ্ডদ্বয় কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। পিতা জীবিত থাকিলে বা প্রব্রজ্যাদি অবলম্বন করিলে মায়ের শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত অর্থাৎ নিজের পিতামহী প্রভৃতির সহিত পিণ্ড সমন্বয় হইবে। মাতার শ্বশুরের পিণ্ডের সহিত মাতৃপিণ্ডের সমন্বয় হইবে না। পিতামহী প্রভৃতির সহিত মাতার সপিণ্ডনস্থলে সামবেদীয়া "যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্র পড়িবে না। আর যখন কেবলমাত্র পিতৃপিণ্ডের সহিত মাতৃপিণ্ডের সমন্বয় তখন স্বর্ণরজতশলাকা বা কুশদ্বারা যে প্রেতপিণ্ডকে তিনভাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রয়োজন নাই, মাতৃপিণ্ডটি একটু ছোট করিয়া সমুদয় পিণ্ডটি পিতৃপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

প্রমাণং যথাঃ—মাতুঃ পত্যা সহ সপিণ্ডনে শ্বশুরার্য্যশ্বশুরয়োঃ পিণ্ডৌ কুশৈরাচ্ছাদ্যৌ। তথা চ গার্গ্যঃ—পতিনৈকেন কর্ত্তব্যা সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ। সা গতা হি মৃতৈকত্বং কুশৈরন্তরয়ন্ পিতৄন্। শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাচ্ছিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া। পুত্রৈর্দর্ভৈন সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ। যেনভর্ত্রা সহৈবাস্যাঃ সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ। একত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈঃ॥

রঘুনন্দনকৃত-তিথিতত্ত্ব-সপিণ্ডীকরণ-বিচার।

"ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্। ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥" এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া তিনটি পিণ্ড বেশ গোল বর্ত্তুলাকার করিবে, পরে পুনর্ব্বার চন্দন পুষ্প দিয়া অমন্ত্রক ঐ পিণ্ডগুলি পূজা করিবে। পরে পিতৃপক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডূষ জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট "পিণ্ডং সম্পন্নং" প্রশ্ন করিবে। "সুসম্পন্নমস্তু" উত্তর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিলে পর "পিণ্ড গয়াং গচ্ছ" প্রত্যেক পিণ্ডের নিকট বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ড আঘ্রান করিয়া (১) একটি পাত্রে রাখিবে, পরে প্রত্যেক বার "সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডমণ্ডলে জল দিবে। পরে "শিবাঃ আপঃ সন্তুঃ" বলিয়া অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে, পশ্চাৎ ঐ মন্ত্রে পিতামহাদি প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে জল দিলে, "ওঁ সন্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে; "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" প্রত্যেক বার বলিয়া দৈবাদি প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে, "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চ অস্তু" প্রত্যেক বার বলিয়া দূর্ব্বাক্ষত যথাক্রমে দৈব হইতে প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে দিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণহস্তে অক্ষয্য দান, যথা: তিল ঘৃত মধু মিশ্রিত জল লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষয্যমস্তু" বলিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষয্য দিয়া "সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া এক গণ্ডূষ জল পিতামহ-ব্রাহ্মণ-হস্তে দিয়া পুনর্ব্বার তিলাজ্যমধু-সংযুক্ত জল লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মনঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষয্যমস্তু" বলিয়া প্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষয্য দিয়া, "সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া এক গণ্ডূষ জল ঐ ব্রাহ্মণহস্তে দিয়া, পুনর্ব্বার তিলাজ্যমধুসংযুক্তজল লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণ-বিধিনা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষয্যমস্তু" বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষয্যদান করিয়া "সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া একগণ্ডূষ জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে প্রেতপক্ষে অক্ষয্যদান, যথা:— পূর্ব্বের ন্যায় তিলাজ্যমধুসংযুক্ত জল লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতস্য সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্ট-বিধিনা শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্ন-পানাদিক-মক্ষয্য-মুপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া প্রেতব্রাহ্মণহস্তে ঐ জল দিয়া "সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া পুনর্ব্বার আর একগণ্ডূষ অন্য জল প্রেতব্রাহ্মণের হস্তে দিবে। পরে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" বলিবে, "ওঁ সন্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে, "ওঁ বর্দ্ধতাং" উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। "আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্" প্রার্থনা করিবে। "আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে, এক একটি পুষ্প প্রত্যেক ব্রাহ্মণের আসনে দিয়া এবং ঐ আসনস্থ পুষ্প লইয়া "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্, বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। অন্নঞ্চ নো বহুভবে-দতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মা চ যাচি স্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতাঃ দ্বিজা-স্তেষামক্ষয্যা তৃপ্তিরস্তু॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্তু, পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু" বলিবে, "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে, ঐ পুষ্পগুলি ভূমিস্পর্শ করাইয়া নিজের মস্তকে দিবে। আর একটি অন্য ফুল লইয়া "ওঁ বিশ্বেষাং দেবানাং বরপ্রসাদোঽস্তু" বলিয়া ঐ ফুলটিকে ভূমিস্পর্শ করাইয়া নিজের মস্তকে দিবে। পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু" "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে; "ওঁ প্রতিগৃহ্যতাম্" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে স্বধাবাচন। "ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে" পঙ্‌ক্তি-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে, "ওঁ বাচয়" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে পিতামহের অর্ঘের পবিত্র লইয়া গ্রন্থিমোচন করিয়া জলের সহিত ঐ পবিত্র "ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া পিতামহের পিণ্ডমণ্ডলে দিবে। তৎপরে প্রপিতামহের অর্ঘের পবিত্র লইয়া গ্রন্থি-মোচন করিয়া "ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া ঐ পবিত্র জলসহ প্রপিতামহের পিণ্ডমণ্ডল দিয়া, বৃদ্ধপ্রপিতামহের

---

(১) সামবেদীয় কার্য্যে পাত্রান্তরে পিণ্ড রাখিয়া পিণ্ডমণ্ডলে জল দেওয়ার ব্যবহার কোন কোন স্থলে আছে কোন কোন স্থানে ঐ ব্যবহার দেখা যায় না।

অর্ঘের পবিত্র লইয়া "ওঁ বৃদ্ধপ্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিয়া ঐ সজল পবিত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডস্থানে দিবে; তখন "ওঁ অস্তু স্বধা" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পুনরর্ঘ্যদান, যথাঃ "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্ স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্" বলিয়া পিতৃতীর্থবিগলিত জল সকল পিণ্ডমণ্ডলে দিয়া ন্যুব্জপাত্র খুলিয়া ঐ পাত্রের জল মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া, পিতামহপক্ষে দক্ষিণা দিবে, যথাঃ—রজত বা রজতমূল্য চিৎ বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ রজতায় (বা রজতমূল্যায়) নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ, "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণায় জল দিবে। এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের দক্ষিণা দিবে। তৎপরে প্রেতপক্ষে দক্ষিণান্ত করিবে। যথাঃ- রজত (বা রজতমূল্য) পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার জল দক্ষিণায় ছিটাইয়া দিয়া, দেবপক্ষে দক্ষিণান্ত করিবে; যথাঃ—কাঞ্চন (বা কাঞ্চনমূল্য) উপুড়ভাবে বামহাতে ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পনিক্ষেপ করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানাভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, পুরোরবো-মাদ্রবসো-বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণ-বিধিনা শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (কাঞ্চনমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে" বলিয়া কুশের জল দিয়া "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণায় জল দিবে; "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া,—"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু"॥ এই মন্ত্র দৈবপক্ষে একবার ও পিতৃপক্ষে একবার পড়িয়া "ওঁ বাজে বাজে-হবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বম্। তৃপ্তা যাত পথিভি র্দেবযানৈঃ॥" মন্ত্রে কুশমূল দ্বারা পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিয়া, ঐ "ওঁ বাজে ইত্যাদি" মন্ত্রে কুশাগ্র দ্বারা দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ-বিসর্জ্জন করিবে। পরে "অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া অগ্রে পিতৃপক্ষের পশ্চাৎ দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন সঞ্চালিত করিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ" বলিয়া জল পুষ্প দিয়া প্রথম পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে পশ্চাৎ দেবব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে। পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ দেবতাভ্য ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র তিনবার পড়িয়া "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণাসন নাড়িয়া দিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া জলপুষ্প দিবে (কিন্তু নমস্কার করিবে না)। পরে "ভবতা অহং কৃতার্থীকৃতঃ" এই কথা পিতামহাদি পক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে বলিলে "কৃতার্থো ভব" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পাত্র সমর্পণ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাহার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া পিতামহের অন্ন পাত্রের উপরি রাখিয়া "ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতামিদং তস্য অক্ষয়ায় তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং" বলিবে। এইরূপে ঐরূপ বাক্য বলিয়া প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রও সমর্পণ করিয়া, ঐরূপেই প্রেতপক্ষের পাত্র সমর্পণ করিবে, যথাঃ "ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তস্য অক্ষয়ায় তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং" বলিলে, ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিবে। পরে দেবপক্ষের পাত্র সমর্পণ; যথাঃ—"ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তয়ো-রক্ষয়-তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতম" বলিলে ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি"

বলিয়া গায়ত্রী পড়িবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইলে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে পিণ্ডগুলি লইয়া গো, ছাগ, ব্রাহ্মণ বা অগ্নিতে অথবা জলে দিবে। পরে অচ্ছিদ্র অবধারণ, যথা: বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ পার্ব্বণ-বিধিনা সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে, "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে প্রেতপক্ষে কেশোর জলে বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তে রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে; "ও অস্তু" প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বর্ম্মা গুপ্তঃ বা) মৎকৃতে অস্মিন্ সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে এক গণ্ডূষ জল দক্ষিণহস্তে লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" বলিয়া জলগণ্ডূষ ভূমিতে ত্যাগ করিয়া "কৃতমিদং কর্ম্ম ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু" বলিবে। ইতি সপিণ্ডীকরণপদ্ধতি সমাপ্ত॥

সাংবৎসরিক-একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

আচমনান্তে গন্ধপুষ্পদ্বারা "ওঁ নারায়ণায় নমঃ", "ওঁ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ", "ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, "ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে সকলকে অর্চ্চনা করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে; যথা: - বামহস্তে উপুড়ভাবে ভোজ্য ধরিয়া "এতস্মৈ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া তিনবার কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈঃ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প ভোজ্যের উপর দিবে, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে জলে বা শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিবে; "এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ভোজ্যে কুশের জল দিবে। অনন্তর কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া "ওঁবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা) একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যরজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিয়া "কৃতৈতৎ ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে; "ওঁ অস্তু" উত্তর দিবে। পরে বাস্তুপূজা; "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে বাস্তুপূজা করিয়া যজ্ঞেশ্বরের পূজা; "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

[পরকীয় ভূমিতে যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ভূস্বামি-পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগভোজ্য দিবে, যথা:— "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া একটি মোটক ভোজ্যের উপরি দিয়া উৎসর্গ করিবে।]

অনন্তর কুশ-ব্রাহ্মণ স্নানাদি করাইবে। কুশ-ব্রাহ্মণটিকে বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা, অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" মন্ত্রটি পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কুশব্রাহ্মণের মস্তকে জল দিবে, পরে স্নান করাইয়া—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" এই মন্ত্র পড়িয়া চন্দন দিয়া ব্রাহ্মণের আসনে বসাইবে। অনন্তর "এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া কুশব্রাহ্মণ-স্পর্শ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে, যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণ-মহং নিমন্ত্রয়ে।" শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই কথা বলিলে পর "ওঁ নিমন্ত্রিত" এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে [যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ "ওঁ নিমন্ত্রিত প্রসন্নোঽস্মি" পর্য্যন্ত বলিবে]। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা "অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ, সততং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ, ময়াত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥" বলিয়া "স্বাগতং ভবতা" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; "সুস্বাগতং" এই উত্তর দিবে। [ইহাও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পক্ষে। কুশ-ব্রাহ্মণ হইলে পুরোহিতই উত্তর বাক্য বলিয়া থাকেন দেখা যায়]। পরে "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক! এতৎ পাদ্যং তুভ্যাং স্বধা" বলিয়া কুশিতে করিয়া পাদ্যজল ব্রাহ্মণকে দিবে। অনন্তর "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতদাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে আসন দিবে এবং আসনখানি ধরিয়া "সিদ্ধমিদমাসনং অত্র আস্যতাম্" বলিবে। পরে—"ওঁ দেবতাভ্যং পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ ২২০ অ)॥ এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া গায়ত্রী পড়িবে। অনন্তর ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া অনুজ্ঞা লইবে। অনুজ্ঞাবাক্য, যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং সোপকরণসিদ্ধান্নেন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" এই অনুজ্ঞা লইবে; "ওঁ কুরুষ্ব" এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর কুশাসন দান যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পায়ের তলায় কুশ বা কুশের আসন দিবে। পরে (গঙ্গা) মৃত্তিকাযুক্ত জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও শ্রাদ্ধস্থান প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলপাত্র ব্রাহ্মণের নিকট রাখিবে। অনন্তর "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি প্রাদেশ পরিমিত কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘপাত্র [কলাখোলা বা কলাপাতা] স্থাপন করিবে। পরে একগাছি সাগ্রকুশ লইয়া "ওঁ পবিত্রমসি বৈষ্ণবি" বলিয়া নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া অর্ঘপাত্রে রাখিবে। [দৈবপক্ষ যে শ্রাদ্ধে থাকে তাহাতে কুশান্তরবেষ্টিত দুইগাছি কুশে পবিত্র করিতে হয়; আর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটিমাত্র কুশে পবিত্র করিতে হয়] পরে—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভিস্রবন্তু নঃ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘপাত্রে গণ্ডূষত্রয় জল দিয়া "ওঁ তিলোঽসিসোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ ইমান্ লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বাহা॥" মন্ত্রটি পড়িয়া অর্ঘপাত্রে তিল দিবে এবং অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশদ্বারা অর্ঘপাত্রটি আচ্ছাদিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিয়া আচ্ছাদনকুশটি ফেলিয়া দিবে। পরে "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘের ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণে দিবে। "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে জলান্তরং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের জল ভিন্ন অন্য জল ব্রাহ্মণে দিবে। "ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প ভিন্ন অন্য পুষ্প একটি দিবে। "ওঁ শিরঃপাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণে দিবে; পরে ঐ অর্ঘপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুঃ যা অন্তরিক্ষা উত পার্থিবীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াঃ তান আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনা সুহবা ভবন্ত॥" (আশ্ব ব্রা ২।৭।১৫) এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র পিতঃ অমুক এষ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা অর্ঘের সমস্ত জিনিষ কুশব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। অনন্তর গন্ধাদিপঞ্চকদান, যথা:—দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া তাহার উপরি একখানি কলার খোলা বা কলাপাতা রাখিয়া তাহাতে বস্ত্র ও বস্ত্রের উপর

তুলসীপত্রে চন্দন পুষ্প দিয়া ও ধূপদীপ স্বতন্ত্র-পাত্রে জ্বালাইয়া "এতেভ্যঃ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ (বা অমুক বর্ম্মন্ ইত্যাদি) "এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যম্ স্বধা" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ" বলিয়া ঐ তুলসীপত্রস্থিত-চন্দন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে ; "এতত্তে পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প দর্ভময়-ব্রাহ্মণে দিবে ; "এষ তে ধূপঃ" বলিয়া জলপ্রোক্ষণ দিয়া নিবেদন করিয়া দিবে ; এবং "এষ তে দীপঃ" বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া কুশ-ব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্রখানি দর্ভময়-ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রাখিয়া দিবে। পরে যোড় হাত করিয়া "গন্ধাদি-দান-মিদ-মচ্ছিদ্র-মস্তু" বলিবে। ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" বলিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে। ব্রাহ্মণ "ওঁ পাতয়" বলিবে। পরে কুশব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে। তাহাতে স্ত্রী বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন-ঘৃতাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া জলপাত্রে জল দিয়া স্বয়ং অন্নপাত্রটি চিৎ বামহস্তদ্বারা ধরিয়া "ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে" ॥ (বা ৫।১৫) এই মন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্র পড়িয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া একবার গায়ত্রী পড়িবে। পরে চিৎ-বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ অন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সতিলোদকং তুভ্যম্ স্বধা" বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিয়া "ওঁ ইদংমন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি, ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া কুশব্রাহ্মণে একটু জল দিবে। অনন্তর—"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ২ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" এই মন্ত্রে অন্নে মধু দিয়া "অন্নদানমিদ-মচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া রুচিস্তব পড়িবে। অনন্তর "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো, ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥" "মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ, কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥ পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা-দক্ষ-গৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" "ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো-মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।" "ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু, মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে, হংসাঃ সরসি মানসে॥ তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং, যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥" পড়িয়া দক্ষিণাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতিয়া সতিল অন্ন দক্ষিণ হস্তে লইয়া—"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্" এই মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে কুশের উপর অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড ছড়াইয়া দিবে। পরে হস্ত ধুইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডূষ জল ব্রাহ্মণে দিয়া "ওঁ স্বদিতং" এই প্রশ্ন করিবে; "ওঁ সুস্বদিতং" এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "শেষমন্নমপ্যস্তি" বলিবে; "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাম্" এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সঙ্ঘা, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্র পড়িয়া জলের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া—"ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে এবং "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" মন্ত্রে দুইটি সমূল কুশ দুই হাতে ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মাঝখানে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া জলের দ্বারা ঐ রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া বামদিকের নিজের কোমরের কাপড়ের কষি ধরিয়া ঐ পিণ্ডস্থান-মণ্ডলটি উৎসর্গ করিবে, যথাঃ— একটি মোটক জলে ডুবাইয়া ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ বা) এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যম্ স্বধা" বলিয়া মোটকটি ঐ মণ্ডলের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে ঐ রেখার উপর সমূল কতকগুলি

কুশ বিছাইয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ" বলিয়া ঐ কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে ; তাহার পর—"ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি [আর "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্রতে হরী॥"*] মন্ত্রগুলি পড়িয়া তিল তুলসী ও মোটক সহিত বিল্বপ্রমাণ পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ বা) এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ঐ অবনেজনের মোটকের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড দিয়া এক কুশি তিলোদক ঐ পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে পিণ্ডের অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগ-মাবৃষায়স্ব" এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ, ঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া—"ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগ-মাবৃষায়িষ্ট" এই মন্ত্র পড়িবে। পরে পিণ্ডপাত্র-ধোয়া জল দ্বারা পিণ্ডের উপর প্রত্যবনেজন দিবে ; যথা পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদির সহিত জল দক্ষিণ-হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ বা) এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যম্ স্বধা" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। অনন্তর কোমরের কষি ছাড়িয়া দিয়া পিণ্ডোপরি ষড়ঙ্গুলি মন্ত্র পড়িবে অর্থাৎ অসংলগ্নভাবে পিণ্ডের উপর অঞ্জলি স্থাপন করিয়া "ওঁ নমস্তে পিতঃ শুষ্মায়। ১। ওঁ নমস্তে পিতঃ তপসে। ২। ওঁ নমস্তে পিতঃ রসায়। ৩। ওঁ নমস্তে পিতঃ যজ্জীবং॥ ৪॥ ওঁ নমস্তে পিতঃ ঘোরায় মন্যবে ৫ ওঁ স্বধায়ৈ তে পিতঃ নমঃ॥ ৬॥" এই মন্ত্রগুলি পড়িবে ; পরে নূতন বা পুরাতন বস্ত্রের একটু সুত একটি মোটকে জড়াইয়া "ওঁ এতদ্বঃ পিতঃ বাসঃ" বলিয়া বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে ঐ বাসটি লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ (বা বর্ম্মন্) এতদ্বাসস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া পিণ্ডের উপরি বাস দিয়া কলাখোলের ডোঙ্গা করিয়া বা কুশি করিয়া জল বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥" এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ ঊর্জ্জজল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবে। অনন্তর অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ; "ওঁ সুসম্পন্নং" এই উত্তর দিবে। তখন "পিণ্ড গয়ায়াং গচ্ছ" বলিয়া পিণ্ড নাড়িয়া পিণ্ড লইয়া আঘ্রাণ করিয়া পিণ্ড পাত্রান্তরে রাখিবে। পরে "সুসংপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া পিণ্ডস্থানে জলের অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিলে "ওঁ সন্তু" ব্রাহ্মণ বলিলে, "ওঁ সৌমনস্যম্ অস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প দিলে ; "ওঁ অস্তু" উত্তর দিবে। "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দিলে ; "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর অক্ষয্য দান। ঘৃত মধু ও তিল একত্র লইয়া একটু জল মিশাইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ (বর্ম্মণঃ বা) কৃতে অস্মিন্ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধে দত্ত-মিদং অন্নপানাদিকং অক্ষয্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া অক্ষয্য দিয়া "সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডের উপর জল দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অঘোরঃ পিতা অস্তু" বলিলে, "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিলে "ওঁ বর্দ্ধতাং" উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর আশিষ গ্রহণ করিবে ; যথা :—একটি ফুল লইয়া "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" বলিবে, "আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" ব্রাহ্মণ বলিলে ব্রাহ্মণের আসনে ফুলটি দিয়া পুনর্বার ঐ ফুল লইয়া "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ, বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি। অন্নঞ্চ নো বহুভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতাঃ দ্বিজাঃ, তেষাং তৃপ্তিরস্তু এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্তু, পিতৃবর-প্রসাদোঽস্তু।" পড়িলে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তি ইত্যাদি" মন্ত্রে পিণ্ডস্থানে পুনর্বার ঊর্জ্জজল দিয়া দক্ষিনান্ত করিবে, যথা :—রজত বা রজত মূল্য তিল বামহস্তে ধরিয়া "এতস্মৈ (রজতায় বা রজতমূল্যায় নমঃ)" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে

* এই মন্ত্রটি হলায়ুধধৃত নহে। তবে বর্ত্তমানে পুরোহিতেরা ইহা পড়েন। বোধ হয় ইহা কেবল সামবেদীদিগেরই পাঠ্য।

নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ, "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া, "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা) কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং [রজতমূল্যং বা] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ দিয়া দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া দক্ষিণায় জল দিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ দিলে "ওঁ রজতং" তিন বার বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥" তিনবার পড়িয়া—"ওঁ অভিরমতাং, ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণের আসন একটু চালাইয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ॥" বলিয়া জল ও পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিয়া নমস্কার [সূর্য্য প্রণাম ও দীপাচ্ছদন *] করিয়া "ওঁ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ, পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥ ওঁ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে পাত্রান্ন ব্রাহ্মণেকে দিবে, ব্রাহ্মণাভাবে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য করিয়া ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে। গরু ছাগ ব্রাহ্মণ অগ্নি বা জলে পিণ্ড দেওয়া যায়। উহা দিবার রীতি, যথা: "এতদ্‌শ্রাদ্ধান্নং ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য জলে সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি" বলিবে। অনন্তর হাতের কুশ খুলিয়া "কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম্ম অচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে, "ওঁ অস্তু" উত্তরবাক্য বলিবে। "শ্রাদ্ধং সাঙ্গং" জিজ্ঞাসা করিলে "বেদবিধিনা সাঙ্গং" উত্তর দিবে। তখন জলে হাত দিয়া বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা:—ওঁ বিঃষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা) কৃতেঽস্মিন্ একোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক বিহিত-শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতঃ তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" দশবার জপ করিবে। পরে একগণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং, প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ॥" বলিয়া জল গণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া "এতৎকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু" বলিবে॥

ইতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি সমাপ্ত।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দক্ষিণ মুখে আসনে বসিবেন। আচমন ও ভোজ্যোৎসর্গ পূর্ব্ব মুখে, দেবপক্ষের কার্য্য উত্তর মুখে ও পিতৃপক্ষের কার্য্য দক্ষিণ মুখে করিবেন। আবশ্যকমত ফিরিবার সময় ব্রাহ্মণদিগকে ডানদিকে রাখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কার্য্য করিবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে কুশের ব্রাহ্মণ করিবেন। [পার্ব্বণশ্রাদ্ধে একটি করিয়া তিনপক্ষে তিনটি কুশ ব্রাহ্মণ হইবে ইহাই হলায়ুধের তাৎপর্য্য]। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণটিকে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে পূর্ব্ব মুখে বসাইবেন। পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে যথাক্রমে দক্ষিণদিকে উত্তর মুখে বসাইবেন [যজুর্ব্বেদে ব্রাহ্মণ বসাইবার কোন বিশেষ নাই]। দৈবপক্ষে যব ও ত্রিপত্র দিতে হইবে। পিতৃপক্ষাদিতে তিল ও মোটক দিবে। দৈবপক্ষের কার্য্যে স্বাভাবিক যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় থাকিবে। পিতৃপক্ষাদিতে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ উত্তরীয় ফিরাইয়া ডান কাঁধে রাখিয়া কার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া পক্কান্নশ্রাদ্ধে অন্ন পাক করিয়া দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বসাইবার আসন করিয়া অনামিকাতে কুশের অঙ্গুরী ও পবিত্র ধারণ করিয়া আচমন করিবে, যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ" বলিয়া তিনবার জল পান করিবে। পরে দক্ষিণহস্ত ধৌত করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা নাসিকা রন্ধ্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও

---

* বহ্নীমধ্যস্থ ব্যবহার বর্ত্তমানে এদেশে দেখা যায়। হলায়ুধ এ শ্রাদ্ধ এক পার্ব্বণ ব্যতীত অন্যত্র কিছুই বলেন নাই।

অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণদ্বয় দুই দুইবার স্পর্শ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ, করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ এবং সকল অঙ্গুলী দ্বারা স্কন্ধদ্বয় ও মস্তক স্পর্শ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—এই মন্ত্র পড়িবে। পরে নারায়ণাদির অর্চনা করিবে:—"এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া, "ওঁ কুরুক্ষেত্র-গয়া গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি, শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ"॥ এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে:—পূর্ব্বমুখ হইয়া উপুড় বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া "এতেভ্যঃ সঘৃত-বস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশের জল দিবে। পরে গন্ধ-পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ভোজ্যের উপর দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক দেবশর্ম্মণাঃ (বর্ম্মণাং গুপ্তানাং বা), অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক অমুক-অমুক দেবশর্ম্মণাং শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ এতানি সঘৃত-বস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যানি শ্রীবিষ্ণু-দৈবতানি যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিবে: দক্ষিণা বামহস্তে ধরিয়া-"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডায় নমঃ" বলিয়া কুশজল দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ-সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশজল দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুকঅমুক দেবশর্ম্মণাং, অমুকগোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক-অমুক অমুক-দেবশর্ম্মণাং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সঘৃতবস্ত্রোপকরণামান্ন ভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে "কৃতৈতৎ ভোজ্যদানকর্ম্মাছিদ্রমস্তু" বলিবে, "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ "মন্ত্রে বাস্তু পূজা করিবে (পরকীয় ভূমি হইলে ভূস্বামী পিতৃগণের উদ্দেশে "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র-ভাগ সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া একটি মোটক শ্রাদ্ধীয়াগ্রভোজ্যের উপর দিয়া উৎসর্গ করিবে)। [সমবেদীরা এইস্থানে, যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিবে] পরে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ" পড়িবে। পরে ব্রাহ্মণ স্নানার্চ্চনা। তিনটি কুশব্রাহ্মণ * তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা, অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে "এতৎপাদ্যং, এষঃ গন্ধঃ, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতানি ফল-তাম্বুল-নৈবেদ্যানি ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দিয়া অর্চ্চনা করিয়া দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ তিনটিকে দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ এই তিনপক্ষের আসনে এক একটি করিয়া বসাইয়া দিবে। পরে যজ্ঞেশ্বরার্চ্চন (১)"এতে গন্ধপুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ, এতৎফলতাম্বুলনৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ অনাদি-নিধন-জ্ঞান-নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে, সান্নিধ্যং কুরু কেশব"॥ বলিবে। পরে "ভো ভগবন্ অত্র শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাতা ভব" বলিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে বসাইবে (শালগ্রামকে নিকটে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিবে)। পরে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ॥ [সামবেদে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ নাই] (দৈবপক্ষের কার্য্য উত্তরমুখে করিবে এবং ঋজুকুশ অর্থাৎ ত্রিপত্র দিবে, উত্তরীয় ফিরাইবে না)। দৈবপক্ষে নিমন্ত্রণ, যথা:—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক-দেবশর্ম্মণাং, অমুকগোত্রাণাং

---

* সাত বা পাঁচটি কুশ লইয়া আড়াই প্যাঁচ দিয়া ওঁ কার উচ্চারণ করিয়া কুশব্রাহ্মণ তৈয়ারী করিতে হয়। হলায়ুধ।

১) সামবেদী কার্য্যে যজ্ঞেশ্বরের পূজা ব্রাহ্মণ-স্থাপনের পূর্ব্বে হয়।

মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণাং (ক) অমাবাস্যা নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধে (খ) কর্ত্তব্যে পুরোরবো-মাদ্রবসো র্বিশ্বেষাং দেবাণাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণং অহং নিমন্ত্রয়ে" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিলে, ব্রাহ্মণেরা "ওঁ নিমন্ত্রয়" বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ, সততং ব্রহ্মচারিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ, ময়াত্র শ্রাদ্ধ-কর্ম্মণি "॥ এইমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া "ওঁ স্বাগতং ভবতা" জিজ্ঞাসা করিলে "সুস্বাগতং" ব্রাহ্মণ বলিলে, "এতৎপাদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষঃ অর্ঘঃ, এষঃ গন্ধঃ এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎফল-তাম্বুল নৈবেদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ, যথা :—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং (বর্ম্মণাং গুপ্তাণাং বা অমাবাস্যা-নিমিত্তক-পার্ব্বণশ্রাদ্ধং * কর্ত্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিলে, "ওঁ নিমন্ত্রয়" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ অক্রোধনৈঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্তমন্ত্র পড়িয়া "স্বাগতং ভবতা" শ্রাদ্ধকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে "ওঁ সুস্বাগতং" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে এতৎপাদ্যং, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎফল-তাম্বূল-নৈবেদ্যং, ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে মাতামহপক্ষে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রন, যথা :—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রাণাং মাতামহ- প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং (বর্ম্মণাং গুপ্তানাং বা) অমাবস্যা-নিমিত্তক-পার্ব্বণশ্রাদ্ধং * কর্ত্তুং দর্ভময়-ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিলে, "ওঁ নিমন্ত্রয়" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে প্রথমে দৈবপক্ষে, আসন ধরিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদং আসনং অত্র আস্যতাং" বলিলে, "অত্র আসে" দৈবব্রাহ্মণ বলিলে পর, কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥" মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রী পড়িয়া আসনে জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা লইবে, যথাঃ—অগ্রে উত্তরমুখ হইয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণহস্তে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক-দেবশর্ম্মণাং, অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক-দেবশর্ম্মনাং অমাবাস্যা-নিমিত্তক-পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরোরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতেন সযবোদকেন (সযবগঙ্গোদকেন বা) দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" বলিলে "ওঁ কুরুষ্ব" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে পিতৃপক্ষে-আসন ধরিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদ-মাসন-মত্রাস্যতাং" বলিলে "ওঁ অত্র আসে" ব্রাহ্মণ বলিলে, কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি" এবং গায়ত্রী পড়িয়া আসনে জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা লইবে যথা : "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকা-মুক-দেবশর্ম্মণাং অমাবস্যা-নিমিত্তক-পার্ব্বণশ্রাদ্ধং * আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপ-করণসহিতেন সতিলোদকেন কুশময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে," শ্রদ্ধাকর্ত্তা বলিলে "ওঁ কুরুষ্ব" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে মাতামহ পক্ষে আসন ধরিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদ-মাসন-মত্রাস্যতাং" বলিলে "ওঁ অত্র আসে" ব্রাহ্মণ বলিলে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দেবতাভ্য ইত্যাদি" এবং গায়ত্রী পড়িয়া আসনে এক গণ্ডূষ জল দিয়া অনুজ্ঞা লইবে, যথা :—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং অমাবস্যা বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধং

(ক) অমুক গোত্রাণাং ইত্যাদি স্থলে সামবেদীকার্য্যে বলিবে অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য অমুক গোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকস্য, অমুক গোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য"—সামবেদী কার্য্যে সর্ব্বত্রই পৃথক পৃথক বলা রীতি দেখা যায়। সুতরাং অন্য স্থানেও এইরূপ পৃথক করিয়া বলিবে।

(খ) অপর পক্ষের শ্রাদ্ধে—অপর পক্ষ নিমিত্তক, তীর্থ গমন ও তীর্থ প্রত্যাগমন নিমিত্তক, নবান্নাগম নিমিত্তক, পূপাষ্টকা নিমিত্তক শাকাষ্টকা নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করিয়া বলিবে।

* অপর পক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ স্থলে, 'অপর পক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধং' বলিবে। শাকাষ্টকাদি নিমিত্তক পার্ব্বণ স্থলে "শাকাষ্টকাদি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং' বলিবে। এইরূপ 'তীর্থ গমন নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং বা তীর্থাগমন নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং" বলিবে। প্রায়শ্চিত্তের পর শুদ্ধির জন্য যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাতে 'শুদ্ধার্থং বা শুদ্ধি নিমিত্তকং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং' ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করিতে হইবে।

আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সতিলোদকেন কুশময়-ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বলিলে "ওঁ কুরুষ" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে দৈবপক্ষে কুশাসন দান :—(ক) কুশাসন বা একটি ত্রিপত্র দক্ষিন হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এতৎ কুশাসনং বো নমঃ" বলিয়া পদতলে কুশাসন দিবে, পরে একটু গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জলে শ্রাদ্ধের দ্রব্য ও শ্রাদ্ধভূমি প্রোক্ষণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল রক্ষার্থ ব্রাহ্মণের শিরোদেশে দ্রোণীতে রাখিবে। অনন্তর পিতৃপক্ষে কুশাসন দান :— পিতৃপক্ষে মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে, এইরূপ "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পূর্ব্ববৎ দিবে, এবং "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণ চরণে কুশাসন দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধস্থানে ছড়াইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের শিরোদেশে ঐ জলের দ্রোণীটি রক্ষার্থ রাখিবে। পরে মাতামহ পক্ষে কুশাসন দান :—পূর্ব্ববৎ মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র মাতামহ অমুক দেব শর্ম্মন্ এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা ব্রাহ্মণে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা ব্রাহ্মণে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণু ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা ব্রাহ্মণের চরণ তলে দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গঙ্গামৃত্তিকার জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধস্থানে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া অবশিষ্ট জল ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রক্ষার্থ রাখিবে। পরে আবাহন :—অগ্রে দৈবপক্ষে উত্তর মুখ হইয়া যব লইয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ওঁ আবাহয়" অনুজ্ঞা ব্রাহ্মণ দিবে। পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতা ম ইমংহবম্। এদং বর্হির্নিষীদত" বলিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" এই মন্ত্রে (খ) যব ছড়াইয়া দিবে; পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমংহবং মে যে অন্তরীক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষ মাদয়ধ্বম্"॥ (গ) "ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ, বিশ্বেদেবাঃ বরপ্রদাঃ। যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে, সাবধানাঃ ভবন্তু তে॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষে আবাহন :—তিল লইয়া দক্ষিণ মুখ হইয়া "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ওঁ আবাহয়" অনুজ্ঞা দিলে (ঘ) "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে" বলিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি র্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্"॥ এই মন্ত্র পড়িবে। পরে মাতামহপক্ষেও তিল লইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষের ন্যায় আবাহন করিবে, :— "ওঁ মাতামহান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ওঁ আবাহয়" অনুজ্ঞা

(ক) সামবেদী কার্য্যে কুশাসন দান নিম্নলিখিতরূপে করিবে :—জানুপাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের হাতে জল দিয়া "ওঁ পুরোরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্ বো দর্ভাসনং নমঃ" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণের ডানপাশে একটি সরল কুশপত্র দিবে। পরে পিতৃ ব্রাহ্মণের হাতে জল দিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুক গোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে কুশের মোটক পিতৃ ব্রাহ্মণের বামপাশে দিবে। এইরূপ বাক্যে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের হাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার গোত্র ও নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া কুশের মোটক দিবে।

(খ) সামবেদীগণ অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া দিবে।

(গ) "ওঁ আগচ্ছন্তু ইত্যাদি স্থানে সামবেদীগণ "ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ স্তং রাজন্ পারয়ামসি" (বা ১২।৯৬) জপ মাত্র করিবে কিন্তু আর মন্ত্র পড়িয়া যব ছড়াইবে না।

(ঘ) সামবেদীগণ "ওঁ এত পিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভিঃ দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িং চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" [সা.ব্রা ২।৩.৫ পড়িয়া] "ওঁ উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি" মন্ত্রে আবাহন করিয়া করযোড়ে "ওঁ আয়ান্তু নঃ ইত্যাদি" জপ করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে পিতৃ ব্রাহ্মণে তিল প্রক্ষেপ করিবে। পরে মাতামহপক্ষেও এইরূপ করিবে।

পাইলে "ওঁ উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ অপহতা ইত্যাদি" মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া "ওঁ আয়ান্তু নঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িবে। পরে অর্ঘদান। * অগ্রে দৈবপক্ষে প্রকৃত-উত্তরীয় হইয়া উত্তরাগ্র জলরেখা করিয়া একগাছি কুশ উত্তরাগ্র করিয়া ঐ জলরেখা-ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘপাত্র রাখিয়া পবিত্র অর্থাৎ দুইখানি সাগ্রকুশ কুশান্তরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে ঐ কুশের অগ্রভাগ প্রাদেশ পরিমাণে কাটিয়া লইবে (নখদ্বারা কাটিবে না); "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া ঐ পবিত্রটি জলে ডুবাইয়া অর্ঘপাত্রে রাখিবে। পরে "ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভিস্রবন্তু নঃ॥" মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে একগণ্ডূষ জল দিবে। পরে যব লইয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপ চাউল অর্ঘপাত্রে দিয়া একগাছি কুশ আচ্ছাদন দিবে। পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি দক্ষিণাগ্র জলরেখা করিয়া তাহার উপরি দক্ষিণাগ্র করিয়া একটি সমূল সাগ্রকুশ পাতিয়া উহার মূলে একটি মধ্যে একটি ও অগ্রে একটি এই তিনটি অর্ঘপাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিবার "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্র পড়িয়া নখ ব্যতিরেখে এক একটি করিয়া তিনটি পবিত্রচ্ছেদন করিয়া প্রতিবার "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে প্রত্যেক পবিত্র স্নান করাইয়া অগ্রে পিতৃপাত্রে তার পর পিতামহপাত্রে তার পর প্রপিতামহপাত্রে যথাক্রমে পবিত্র রাখিয়া প্রতিবার "ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয় ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া পিতৃপাত্রাদিতে একএক গণ্ডূষ জল দিবে। পরে তিল লইয়া "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেব নির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ ইমান্ লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বাহা"॥ মন্ত্রটি পড়িয়া তিনটি অর্ঘপাত্রে যথক্রমে তিল দিয়া অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল দিয়া এক এক গাছি কুশদ্বারা তিনটি অর্ঘপাত্র আচ্ছাদিত করিবে। পরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি দক্ষিণাগ্র জলরেখা করিয়া তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় একগাছি সাগ্র সমূল কুশ পাতিয়া তাহার মূলে একটি মধ্যে একটি ও অগ্রে একটি এইতিনটি কদলীত্বকের দ্রোণী

---

* অর্ঘদানে গন্ধদানে ও অন্নদানে যজুর্ব্বেদী কার্য্যের সহিত সামবেদীকার্য্যে কিছু প্রভেদ আছে; সামবেদী কার্য্যের প্রভেদগুলি যথাস্থানে পৃথক করিয়া দেখান হইল। অর্ঘ্যদানে সামবেদী পক্ষে এইরূপ হইবে :—

অর্ঘ্যদান :—জল স্পর্শ করিয়া প্রথমে দৈব ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণগ্র কুশের উপর একটি পাত্র, পরে পিতৃ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিন পাত্র, শেষে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিন পাত্র স্থাপন করিয়া দুই দুইটি কুশ লইয়া এক একটি পবিত্র করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ কাটিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থ" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্রে সাতটি পবিত্র রাখিয়া "ওঁ শংনো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যাদি" পড়িয়া সাতটি পবিত্রে জল দিয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়া রাতীর্দিবে ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনা পিতৃসদনমসি" (য ৫ ২৬) মন্ত্রে দৈব অর্ঘ্যপাত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া "ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি" মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের প্রত্যেক অর্ঘপাত্রে তিল দিবে; পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশাচ্ছাদিত করিয়া দৈবাদিক্রমে "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিলে আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া অমন্ত্রক অর্ঘ্যপাত্রের পবিত্র অর্ঘাজল ও ফুল দিয়া "ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অন্য একটি ফুলে পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া ডানহাত দিয়া ঢাকিয়া দৈব পক্ষে "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র মাটিতে রাখিয়া বামহস্তে দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিয়া "ওঁ পুরোরবো মদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ" মন্ত্রে ডানহাত দিয়া দৈব ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। পরে প্রতিতবামজানু ও দক্ষিণাস্য হইয়া ঐ রীতিতে পিতৃব্রাহ্মণে পবিত্রদান হইতে ফুল দিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন এতত্তে অর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে ডানহাত দিয়া পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিয়া অবশিষ্ট জল সহিত পাত্রটি পূর্ব্ব স্থানে রাখিবে। ঐ প্রকার পিতৃব্রাহ্মণে পিতামহের ও প্রপিতামহের; এবং মাতামহপক্ষব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যদান করিবে, কেবল নাম বদলাইয়া বলিবে প্রত্যেক অর্ঘ্য দিয়াই জলস্পর্শ করিবে। পরে পিতৃপাত্রে পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতির জল ক্রমান্বয়ে লইয়া প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া নিজের বামে সমূল কুশের উপর "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া যাহাতে পিতৃপাত্র উপরে থাকে সেই ভাবে উল্টাইয়া রাখিবে।

স্থাপন করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে এক একটি করিয়া তিনটি পবিত্রচ্ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া পবিত্র তিনটি জলে ডুবাইয়া লইয়া অগ্রে মাতামহপাত্রে একটি পরে প্রমাতামহপাত্রে একটি ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পাত্রে একটি পবিত্র দিয়া "ওঁ শন্নোদেবী ইত্যাদি" মন্ত্রে মাতামহাদির তিনটি অর্ঘপাত্রে একএক গণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি" মন্ত্রে মাতামহাদিক্রমে অর্ঘপাত্র তিনটিতে তিল ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন পুষ্প দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দিয়া এক এক গাছি কুশ দ্বারা তিনটি অর্ঘপাত্র আচ্ছাদিত করিবে। পরে দৈবপক্ষে উত্তরমুখ ও প্রকৃত যজ্ঞোপবীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্র-মিদ মর্ঘপাত্র-মস্তু "বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া অর্ঘপাত্রের পবিত্র লইয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র দিয়া অল্প জল লইয়া "ওঁ জলান্তরং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া, একটি অল্প পুষ্প লইয়া "ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্প দিয়া, "ওঁ শিরঃপাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে ; পরে অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ততল দ্বারা ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ [illegible]া সংবভূবুঃ। যা অন্তরিক্ষা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়া স্তান আপঃ শংস্যোনা ভবন্তু" মন্ত্রটি পড়িয়া ত্রিপত্র লইয়া "ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এষ বোঽর্ঘো নমঃ" বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিয়া পাত্রটি যথা স্থানে রাখিবে। পরে দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ভাবে ঘুরিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষে অর্ঘদান যথা :— উত্তরীয় ফিরাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিবে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পবিত্রটি লইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া, অল্প জল লইয়া "ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া "ওঁ শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিবে ; পরে পিতার অর্ঘপাত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ [অমুক বর্ম্মন্ বা গুপ্ত] এষোঽর্ঘস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল অর্ঘপাত্রে রাখিয়া পাত্রটি যেখানের সেইখানেই রাখিবে। এইরূপ পিতামহের : কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্র-মিদমর্ঘপাত্র-মস্তু"বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে পরে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ" "ওঁ জলান্তরং নমঃ" "ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ" "ওঁ শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বামহস্ততলে অর্ঘপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণে অর্ঘদান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানের সেইখানে রাখিবে। এইরূপ প্রপিতামহের :—কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্র-মিদমর্ঘপাত্র-মস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ, শিরঃপণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিয়া বামহস্তে অর্ঘপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানের সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে মাতামহপক্ষে অর্ঘদান। মাতামহের :— কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে, "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ" "জলান্তরং নমঃ" "পুষ্পান্তরং নমঃ" "শিরঃ পাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া মাতামহ-ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিবে। পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষঃ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মাতামহব্রাহ্মণে অর্ঘ দিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিবে। পরে প্রমাতামহের :—কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে আচ্ছাদিত কুশটি ফেলিয়া দিয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ, জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পবিত্র, অল্প জল ও অল্প পুষ্প ব্রাহ্মণে দিয়া "ওঁ শিরঃপাণ্যাদি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রের পুষ্প ব্রাহ্মণে দিবে। পরে অর্ঘপাত্রটি বামহস্ততলে

রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণে অর্ঘদ্রব্য দিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিবে। পরে বৃদ্ধপ্রমাতামহের :—কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিবে ; পরে "ওঁ পবিত্রং নমঃ, জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ, শিরঃ-পাণ্যাদি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘপাত্রটি বামহস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এষ অর্ঘঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ দিয়া অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ঘপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে ন্যুব্জীকরণ :—সমস্ত অর্ঘপাত্রের জল পিতার অর্ঘপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা পিতৃপাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া পিতৃপাত্র যাহাতে উপরে থাকে সেইভাবে "ওঁ পিতৃভ্যস্থানমসি" বলিয়া শ্রাদ্ধ কর্ত্তার বামদিকে রাখিবে। পরে গন্ধাদিপঞ্চকদান। প্রকৃত উত্তরীয় ও উত্তর মুখ হইয়া দেবপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি কলাখোলার ডুঙ্গী পাতিয়া তাহাতে দুইখানি বস্ত্র তুলসী যুক্ত চন্দন এবং পুষ্প দিবে, আর ধূপ দীপ জ্বালিয়া ধূপদীপ আধারে রাখিয়া গন্ধাদি পঞ্চকের পাত্রটি উপুড় বাম হস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-বাসাংসি বো নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া তুলসী পত্রের সহিত চন্দনটি "এষঃ বো গন্ধঃ" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে দিবে। পুষ্প লইয়া "এতদ্ বঃ পুষ্পং" বলিয়া দৈব ব্রাহ্মণে দিবে। "এষঃ বো ধূপঃ" "এষঃ বো দীপঃ" "এতদ্ বঃ আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেকটি দৈবব্রাহ্মণে দিবে। পিতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চক দান। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ভাবে ঘুরিয়া আসিয়া দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি লম্বা করিয়া জলরেখা দিয়া তাহার মূলে পিতৃপাত্র মধ্যে পিতামহপাত্র ও অগ্রে প্রপিতামহ পাত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক পাত্রেই এক একখানি বস্ত্র, তুলসী করিয়া চন্দন পুষ্প দিয়া এবং ধূপদীপ জ্বালিয়া নিকটে রাখিয়া চিৎবামহস্তে পিতৃপাত্র ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্ব্বক কোশার জলে দক্ষিণহস্তে মোটক ধরিয়া (১) "ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক-গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মোটকটি পিতৃতীর্থে গন্ধাদিপঞ্চকের উপরি দিবে ; পরে "এষঃ তে ধূপঃ" "এষঃ তে গন্ধ" "এতত্তে পুষ্পং" "এষঃ তে দীপঃ" "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেকটি পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপ পিতামহের অর্ঘপাত্র চিৎবাম হস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মোটকটি পিতৃতীর্থে গন্ধাদিপঞ্চকের উপরি দিবে, পরে "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া গন্ধাদিপঞ্চক পিতৃব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। এইরূপ প্রপিতামহের গন্ধাদিপঞ্চক চিৎবামহস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেকটি পিতৃব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে মাতামহপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান। মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে লম্বা একটি জলরেখা দিয়া তাহার

(১) এই স্থান হইতে গন্ধাদিদানে সামবেদী পক্ষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে তাহা লিখিত হইল। এই স্থান হইতে সামবেদী কার্য্যে এইরূপ হইবে :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতানি তে গন্ধপুষ্প ধূপদীপা চ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণে দিবে। এই প্রকার মাতামহপক্ষে হইবে।

মূলে মধ্যে ও অগ্রে তিনটি ভুঙ্গী বসাইয়া প্রত্যেক ভুঙ্গীতে একখানি করিয়া বস্ত্র, একপত্র তুলসীতে একটু চন্দন ও পুষ্প দিবে; ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া নিকটে রাখিয়া মাতামহ পাত্রটি চিৎবাম হস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মোটকটি গন্ধাদিপঞ্চকের উপরে পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে প্রমাতাহের গন্ধাদিপঞ্চকের পাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া "এতেভ্যো গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ (বা অমুক বর্ম্মন্) এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মোটকটি গন্ধাদিপঞ্চকের উপরে পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিবে। পরে "এষঃ তে গন্ধঃ," "এতত্তে পুষ্পং" "এষঃ তে ধূপঃ", "এষঃ তে দীপঃ", "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে পরে বৃদ্ধপ্রমাতামহের গন্ধাদিপঞ্চকের পাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া "ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদি-পঞ্চকেভো নমঃ" বলিয়া দক্ষিণহস্তে কুশবারি প্রেক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া- "ওঁ বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ বা বর্ম্মন্ বা গুপ্ত এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মোটক নিক্ষেপ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ" "এতত্তে পুষ্পং",, "এষঃ তে ধূপঃ", "এষঃ তে দীপঃ" "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া "ওঁ গন্ধাদিদানমিদং অচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিয়া আসিয়া উত্তরীয় ফিরাইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের নিকট "ওঁ গন্ধাদিদানমিদং অচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। এইরূপ মাতামহপক্ষে "ওঁ গন্ধাদি-দানমিদং অছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে অন্নদান :—দৈবপক্ষে উত্তরাভিমুখ ও প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া জলদ্বারা দক্ষিণবর্ত্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণভাবে আসিয়া উত্তরীয় ফিরাইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ বড় করিয়া বামবর্ত্তে জলদ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে, পরে মাতামহ ব্রাহ্মণের সম্মুখেও নৈঋত ক্রমে বামাবর্ত্তে জলদ্বারা এক চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পরে "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিয়া অনুজ্ঞা লইবে, "ওঁ পাতয়" এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে পরে, অগ্রে দৈবপক্ষের রেখার উপর একটি পাত্র পাতিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে রেখার উপর এক এক খানি করিয়া দুইটি পাতা পাতিবে (১)। পরে অগ্নৌকরণ :- দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি তাম্রাদিপাত্রে জল রাখিয়া ঘৃতসংযুক্ত অন্ন বা আতপতণ্ডুল লইয়া "ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" [সামবেদী পক্ষে— ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি] এইকথা পঙ্‌ক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, "ওঁ কুরুষ্ব" এই উত্তর ব্রাহ্মণ দিলে "ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" বলিয়া উহা ঐ জলে দিবে, "ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" বলিয়া উহা আর একবার ঐ জলে দিয়া অমন্ত্রক দুইবার ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া ঐ হুতশেষ সঘৃত অন্ন দৈবপক্ষের পাত্রে দুইবার ও পিতৃপক্ষের পাত্রে তিনবার এবং মাতামহপক্ষের পাত্রে তিনবার দিবে। পরে দৈবপক্ষের অন্নপাত্রে উপুড়ভাবে দুইহাত রাখিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা" এইমন্ত্র পড়িয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে অন্নপাত্রের উপর চিৎভাবে হস্তদ্বয় রাখিয়া "ওঁ পৃথিবী তে ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এক একবার পড়িবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে, তাহার পর পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি বা আমান্ন উপকরণাদি স্বয়ং বা স্ত্রী পরিবেশন করিয়া দিয়া সর্ব্বত্র জল দিবে। [দৈবপক্ষে দুইভাগ, পিতৃপক্ষে তিন ভাগ,

---

(১) সামবেদীপক্ষে অনুজ্ঞাবাক্য নাই, এমনিই তিনখানি পাতা পাতিবে।

পিতামহপক্ষে তিনভাগ অন্নব্যঞ্জনাদি বা আমান্ন উপকরণাদি দিবে]। (১)। পরে দৈবপক্ষের অন্নপাত্র উপুড় বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতৎসর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া কুশবারি অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে" এইমন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রের উপর চিতভাবে অঙ্গুষ্ঠমূল স্থাপন করিবে; পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া যব ছড়াইয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া কোশার জলে ত্রিপত্র ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুরোঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ ইদমামান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সযবোদকং বো নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ইদঃ অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতা স্বদত" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে এক গণ্ডূষ জল দিবে। পরে দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিয়া দক্ষিণাভিমুখে উত্তরীয় ফিরাইয়া পিতৃপক্ষের অন্নপাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতৎসর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে" বলিয়া অন্নপাত্রের উপর চিৎভাবে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া পিতৃপক্ষের অন্নে তিল দিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ ইদমামান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সতিলোদোকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া জোড়হাত করিয়া "ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি, যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের হস্তে এক গণ্ডূষ জল দিবে। এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের জন্যও অন্ন উৎসর্গ করিবে। পরে মাতামহপক্ষে অন্নউৎসর্গ। অন্নপাত্র চিৎ বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশারজলে কুশ ধরিয়া "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে" বলিয়া অন্নপাত্রে চিৎভাবে অঙ্গুষ্ঠ-স্থাপন করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া মাতামহপক্ষের অন্নে তিল ছড়াইয়া দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণু রোঁ অমুকগোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ ইদং আমান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া জোড়হাত করিয়া "ওঁ ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের হস্তে একগণ্ডূষ জল দিবে। এইরূপে প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ পক্ষে অন্ন উৎসর্গ করিবে। পরে "ওঁ

---

(১) এই স্থান হইতে অন্নদানে সামবেদী পক্ষে যে প্রভেদ আছে তাহা দেখান হইয়াছে। সামবেদী পক্ষে ঃ—দৈবাদিক্রমে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া উহার সহিত জল দিয়া দৈবপক্ষে—"ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব"; পিত্রাদি পক্ষে—"ওঁ কব্যমিদং রক্ষস্ব" পড়িয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ইত্যাদি" পড়িয়া "ইদং অন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ" বলিয়া অন্নে দিতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্পর্শ করিবে। পরে দৈবপক্ষের অন্নে বিনা মন্ত্রে যব ছড়াইবে। পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের অন্নে "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইবে ও দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণকে জল দিয়া অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" তিন মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ মধু মধু মধু" বলিবে। পরে উত্তরমুখে পাতিত দক্ষিণ জানু ও উপুড় বামহস্তে দৈব-অন্নপাত্র ধরিয়া দৈবব্রাহ্মণে জল দিয়া "ওঁ পুরোরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ" বলিয়া ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখ বাগ্‌যতো স্বদেতাম্" বলিবে। পরে দক্ষিণমুখে পাতিত বামজানু ও চিৎ বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া পিতৃব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া অন্ন জল-প্রোক্ষণ দিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক এতদ্বে অন্নং সোপকরণং ওঁ যে চাত্র ত্বমনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া উৎসর্গান্তে "ইদমন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত" পড়িয়া পিতৃব্রাহ্মণে জল দিয়া অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" মন্ত্রত্রয় পড়িয়া "ওঁ মধু মধু মধু" বলিবে। ঐরূপ সমস্ত মাতামহপক্ষে অন্নদানে করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং, বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" পড়িবে। পরে গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" তিন মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ মধু মধু মধু" বলিয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্তকব্য-ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং ইত্যাদি" শ্রাব্য মন্ত্র পড়িবে।

[illegible] ও মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ২ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" এই মন্ত্র তিনটি পড়িয়া প্রত্যেক অন্নে মধু প্রক্ষেপ করিয়া "ও মধু, ও মধু, ও মধু" তিনবার বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেকস্থানে "ওঁ অন্নদান-মধুদান-কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু" এই কথা বলিয়া "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণ পুরোহিতাদি বলিবে। পরে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত রুচিস্তব, হরিবংশোক্ত ফলশ্রুতি পড়িবে এবং "ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্ বর্ণাশ্রমেতরাণান্নো. ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ. মন্বত্রি-বিষ্ণু হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গোতমৌ॥ শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু, মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে, হংসাঃ সরসি মানসে॥ তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং, যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥

পরে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডদান :— দৈবপক্ষ ও পিতৃপক্ষের মধ্যভূমিতে কুশ পাতিয়া তিলের সহিত অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥" এই মন্ত্রে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড ছড়াইয়া দিবে। (ক) পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রয়ান্তু

(ক) এই স্থান হইতে সামবেদী কার্য্যে পিণ্ডদানাদিতে যে প্রভেদ আছে তাহা দেখান যাইতেছে :—অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড দিয়া হাত ধুইয়া আচমন করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া "ওঁ অপবিত্রঃ ইত্যাদি" গায়ত্রী ও "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" জপ করিয়া "ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি কিং দেয়ং" জিজ্ঞাসা করিলে "ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং" ব্রাহ্মণ বলিলে, "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" জিজ্ঞাসায় "ওঁ কুরুষ" বলিবে। পরে "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" পড়িয়া পিতৃ ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি ও মাতামহ ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া "ওঁ অপহতাঽসুরা ইত্যাদি" এবং "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" মন্ত্রে দুইটি কুশে ঐ দুই মণ্ডলের মধ্যে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া কুশ দুটি উত্তর দিকে ফেলিয়া দিয়া, ঐ রেখার উপর কুশের আস্তরণ দিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইত্যাদি" তিনবার পড়িয়া "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো ইত্যাদি" পড়িয়া ঐ কুশের উপর তিল ছড়াইবে। পরে সতিল জল লইয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক অবনেনিক্ষ্, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া আহুতির শেষ ও অন্নাদির অবশিষ্ট সকল একত্র করিয়া বিল্বপ্রমাণ ছয়টি পিণ্ড করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডে ঘৃত মধু তুলসীপত্র ও মোটক দিয়া একটি পিণ্ড লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" তিন মন্ত্র এবং "ওঁ মধু মধু মধু" পড়িয়া "ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি" বলিয়া পিতৃ পক্ষের আস্তীর্ণ কুশমূলে পিণ্ড দিয়া জল স্পর্শ করিবে। ঠিক ঐ প্রকারে মন্ত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া পিতামহ প্রভৃতির পিণ্ড দিবে। পাত্রে পিণ্ডের অবশিষ্টাংশে যাহা থাকিবে তাহা পিণ্ডের উপর কিছু কিছু দিয়া, হাতে পিণ্ডের যাহা কিছু লাগিয়া থাকিবে তাহা কুশের মূল দ্বারা "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" মন্ত্রে পরিষ্কার করিয়া লইয়া পিণ্ড দিবে। পরে হাত ধুইয়া, আচমন ও হরিস্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্র ধুইয়া ঐ পাত্র ডানহাতে লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক অবনেনিক্ষ্, ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি" মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে ঐ পাত্রধোয়া জল দিবে। ঐ রীতিতে পিতামহ প্রভৃতির পিণ্ডে ঐ জল দিবে। পরে "অত্র পিতরঃ মাদয়ধ্বং ও যথাভাগ মাবৃষায়ধ্বং" জপ করিয়া আচমনান্তে বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরাস্য হইয়া শ্বাসরোধ করিয়া পিতৃপুরুষকে চিন্তা করিয়া ঐ পথে ফিরিয়া "ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগ মা বৃষায়িষত" জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ" পড়িয়া "ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত" পড়িয়া গৃহিনীকে দেখিয়া "ওঁ সদো বঃ পিতরো দেষ্ম" মন্ত্রে পিণ্ড দেখিবে এবং "এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ, ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি" মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে বাস দিবে। ঐ রীতিতে নাম উল্লেখ করিয়া পিতামহাদির বাস দিবে। পরে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বিনা মন্ত্রে গন্ধপুষ্পে পিণ্ড অর্চনা করিয়া "ওঁ বসন্তায় ইত্যাদি" পড়িয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া "ওঁ সুপ্রোক্ষিত মস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন "ওঁ অস্তু" উত্তর পাইলে দৈবব্রাহ্মণে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল দিলে "ওঁ সন্তু" উত্তর। "ওঁ সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প দিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর। "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া দূর্ব্বাক্ষত দিলে "ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণে বলিবে। ঐ প্রকারে পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে জল পুষ্প দূর্ব্বা ও অক্ষত দিবে। পরে অক্ষয্য দান।

লোকায় সুধায় ভবৎ ॥" এই মন্ত্র পড়িবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপর পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপরে মাতামহ-পক্ষের ব্রাহ্মণে প্রত্যেককে এক এক গণ্ডূষ জল দিয়া দৈবপক্ষে "ওঁ রুচিতং" প্রশ্ন করিলে "ওঁ সুরুচিতং" উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে পিতৃপক্ষে "ওঁ তৃপ্তাস্থ" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে "তৃপ্তাঃ স্ম" ব্রাহ্মণ বলিলে "শেষমন্নমপ্যস্তি" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবে, "ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাম্" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা "পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" প্রশ্ন করিলে "ওঁ কুরুম্ব" উত্তর ব্রাহ্মণে বলিবে। পরে পিণ্ডদানের রেখাকরণ :—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা, হতা ময়া যাতুধানশ্চ সর্ব্বে ॥" মন্ত্রটি তিনবার পড়িয়া পিতৃপক্ষ ব্রাহ্মণের সম্মুখে তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। [নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে রেখাটি সমাপ্ত করিবে; অগ্রে একটি চতুষ্কোণ তার দক্ষিণে আর একটি, তার দক্ষিণে আর একটি] এইরূপে পিতৃপক্ষের পশ্চিমে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে প্রত্যেকবার "ওঁ নিহন্মি ইত্যাদি" মন্ত্র পড়িয়া যথাক্রমে তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পরে সমূল দুইগাছি কুশ দক্ষিণ ও বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকায় ধরিয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" ও "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" এই দুই মন্ত্র পড়িয়া অগ্রে পিতৃপক্ষের মণ্ডলের উপর দুইটি দক্ষিণাগ্ররেখা করিবে; পরে মাতামহপক্ষেরও মণ্ডলের উপর ঐ দুই মন্ত্রে দুইটি রেখা করিয়া ঐ দুই পক্ষের রেখায় জল অভ্যুক্ষণ দিয়া, বামনীবী ধরিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে, যথা : একটি মোটক দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ গুপ্ত বা) এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্য স্বধা" বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম মণ্ডলটির উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্য স্বধা। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যঃ স্বধা। ওঁ বিষ্ণু ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রত্যেক মণ্ডলের উপর একটি সজল মোটক নিক্ষেপ করিয়া ঐ রেখার উপর (অগ্রে পিতৃপক্ষে পরে মাতামহপক্ষে) সমূল কুশ কতকগুলি আস্তরণ দিবে। পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া ঐ আস্তৃত কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে পিণ্ডদান। সকল অন্ন ব্যঞ্জন বা আমান্ন উপকরণ সমস্ত একপাত্রে করিয়া বিল্বপ্রমাণ ছয়টি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক পিণ্ডে তিল জল ও মোটক দিবে। পরে ঐ পিণ্ড হইতে একটি পিণ্ড দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" তিনটি মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ (বর্ম্মন্ গুপ্ত বা) এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং বা সতিল-গন্ধোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম মণ্ডলের উপর কুশমূলে নিক্ষেপ করিবে। আর একটি পিণ্ড লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মধ্যস্থিত মণ্ডলের উপর কুশমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অপর আর একটি পিণ্ড লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্য স্বধা" বলিয়া শেষের মণ্ডলের উপর নিক্ষেপ করিবে। পরে মাতামহপক্ষে পিণ্ডদান। তিল জল তুলসী ও মোটকসহ একটি পিণ্ড দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মাতৃপক্ষের মণ্ডলের উপর কুশমূলে দিবে। ঐরূপে দ্বিতীয় পিণ্ড লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মধ্যভাগে পিণ্ড দিয়া, শেষ পিণ্ডটি লইয়া "ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি" পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া অগ্রভাগে পিণ্ড দিবে। পরে অবশিষ্ট অন্নাদি লইয়া উভয় পক্ষের পিণ্ডের চারিদিকে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া আস্তীর্ণ কুশ হইতে একগাছি কুশ বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া ঐ কুশদ্বারা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন অন্ন প্রপিতামহ পিণ্ডে দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্" পড়িয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া

প্রাণবায়ুর সংযমন করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তুভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" "ওঁ ষড়্ভ্যঃ ঋতুভ্যো নমঃ" বলিয়া দক্ষিণাভি-মুখ হইয়া "ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত" বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে একটু জল দিয়া তাহাতে ছয়টি মোটক রাখিয়া উহার এক একটি মোটক ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা। এতত্তে প্রত্যবনেজনং" বলিয়া জলযুক্ত মোটক পিতৃ পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে আর একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা এতত্তে প্রত্যবনেজনং" বলিয়া সজল মোটকটি পিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে আর একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা এতত্ত প্রত্যবনেজনং" বলিয়া সজল মোটকটি প্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। ঐরূপ মাতামহপক্ষেও এক একটি মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতত্তে প্রত্যবনেজনং' বলিয়া জলযুক্ত মোটকটি পিতৃতীর্থ দ্বারা মাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। অন্য মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতত্তে প্রত্যবনেজনং" বলিয়া ঐ জলযুক্ত মোটক প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে শেষ মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতত্তে প্রত্যবনেজনং" বলিয়া জলযুক্ত মোটক পিতৃতীর্থ দ্বারা বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে নীবী ত্যাগ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়। নমো বঃ পিতরস্তপসে। ২। নমো বঃ পিতরো রসায়। ৩। নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং। ৪। নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। ৫। স্বধায়ৈ পিতরো নমো বঃ। ৬। মন্ত্রগুলি পিণ্ডের উপর পড়িয়া ছয়টি মোটককে নূতন বা অনূতন শাদা কাপড়ের সূতা জড়াইয়া ঐ মোটকগুলি লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ এতদ্বঃ পিতরোবাসঃ" বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া উহার একটি বাসযুক্ত মোটক দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতার পিণ্ডের উপরি দিয়া দ্বিতীয় মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতামহ পিণ্ডের উপর দিয়া তৃতীয়টি লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। চতুর্থ মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া মাতামহের পিণ্ডের উপর ঐ সূত্রযুক্ত মোটকটি দিয়া পঞ্চম মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিয়া ষষ্ঠ সূত্রযুক্ত মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্" এইমন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডগুলিতে জল দিবে। পরে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর চন্দন ও পুষ্প অমন্ত্রক দিবে। পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডূষ জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" জিজ্ঞাসা করিবে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ "সুসম্পন্নং অস্তু" বলিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা "পিণ্ড গয়ায়াং গচ্ছ" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ড লইয়া আঘ্রাণ করিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে; পরে "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের স্থানে জল দিয়া "ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু" বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণের হস্তে বা কুশব্রাহ্মণে একবার জল দিবে; কিন্তু পিত্রাদি ব্রাহ্মণের হস্তে তিনবার জল দিবে। "ওঁ সন্তু" উত্তর বাক্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে একবার ও পিত্রাদি ব্রাহ্মণে তিনবার পুষ্প দিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" বলিবে। পরে "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে একবার ও পিত্রাদি ব্রাহ্মণে তিনবার দুর্ব্বা ও আতপ চাউল দিলে, "ওঁ অস্তু" উত্তর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে অক্ষয্যদান। একটি পাত্রে তিল ঘৃত ও মধু লইয়া তাহাতে একটু জল দিয়া ছয়টি মোটক তাহাতে রাখিয়া ঐ মোটক এক একটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অস্ত

অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য বা) অমাবাস্যা * বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া ঐ তিলাদ্য মধুসংযুক্ত মোটকটি পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমাবাস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া পিতামহের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমাবাস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া প্রপিতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমাবাস্যা-বিহিত-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদ মন্নপানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া মাতামহ-ব্রাহ্মণে দিয়া, অন্য মোটক লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমাবাস্যা বিহিত পার্ব্বণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্ন-পানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া প্রমাতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমাবাস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু" বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে "সর্ব্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাং" (১) বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" বলিলে, "ওঁ সন্তু" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা "গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিলে ব্রাহ্মণেরা "ওঁ বর্দ্ধতাম্" বলিবে। পরে আশীর্ব্বাদগ্রহণ (২) শ্রাদ্ধকর্ত্তা "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্" বলিলে ব্রাহ্মণেরা "আশিষ প্রতিগৃহ্যতাম্" বলিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃব্রাহ্মণের আসনের একটি পুষ্প লইয়া "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥ (মনু ৩।২৫৯)॥ অন্নঞ্চ নো বহুভবেদ-তিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতাঃ পিতৃভ্যো অক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্তু, পিতৃবর প্রসাদোঽস্তু॥" পড়িলে ব্রাহ্মণেরা "ওঁ সন্তু" বলিবে। পরে স্বধাবাচন শ্রাদ্ধকর্ত্তা "ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে" প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণেরা "ওঁ বাচয়" বলিবে। পরে পিতৃব্রাহ্মণের অর্ঘের কুশ লইয়া (গ্রন্থিমুক্ত করিয়া) জলের সহিত ঐ কুশ "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিয়া পিতার পিণ্ডস্থানে দিলে ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু স্বধা" বলিলে পিতামহের অর্ঘের পবিত্র লইয়া "ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া পিতামহের পিণ্ডস্থানে ঐ পবিত্র দিলে, ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু স্বধা" বলিলে প্রপিতামহের অর্ঘের পবিত্র লইয়া "ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে, ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু স্বধা" বলিবে। পরে "ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া মাতামহের অর্ঘের পবিত্র লইয়া মাতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে "ওঁ অস্তু স্বধা" ব্রাহ্মণ বলিলে, "প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিয়া প্রমাতামহের অর্ঘের পবিত্র প্রমাতামহের পিণ্ড-স্থানে দিলে, "ওঁ অস্তু স্বধা" ব্রাহ্মণ বলিলে, "ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘের কুশ লইয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে, "ওঁ অস্তু স্বধা" ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া পিণ্ডস্থানে জল দিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ন্যুব্জীকৃত পাত্র খুলিয়া উহার জল মস্তকে দিবে। পরে পিতৃপক্ষের দক্ষিণান্ত করিবে। রজতখণ্ড বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতস্মৈ রজতখণ্ডায় নমঃ" বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে

* পূর্ব্ব উল্লিখিতরূপ যে কার্য্যে বিহিত সেই কার্য্যের নাম উল্লেখ করিবে।

(১) সামবেদী কার্য্যে এই মন্ত্রটি নাই।

(২) আশীর্ব্বাদ গ্রহণ সামবেদী কার্য্যে নাই।

কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং [বা দেববর্ম্মণাম্ বা গুপ্তানাং] কৃতৈতদ্ অমাবাস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ * প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার কুশের জল দিয়া "রজতং রজতং রজতং" তিনবার বলিবে। পরে মাতামহপক্ষে দক্ষিণা। পূর্ব্ববৎ দক্ষিণা লইয়া অর্চ্চনাদি করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহাণাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং কৃতৈতদ্ অমাবস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশের জল দিয়া "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার কুশের জল দিয়া "রজতং রজতং রজতং" তিনবার বলিবে। পরে দৈবপক্ষে দক্ষিণান্ত। কাঞ্চন বা কাঞ্চন মূল্য। প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া উত্তরাভিমুখে বসিয়া দক্ষিণাদ্রব্য কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া কুশের জল দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে দিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং (বা বর্ম্মণাং বা গুপ্তানাং) অমুক-গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং (বা দেববর্ম্মণাং) অমাবস্যা-বিহিত-পার্ব্বণশ্রাদ্ধে † পুরোরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং) যথা-নাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া কুশের জল দিয়া "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার কুশের জল দিয়া "ওঁ কাঞ্চনং কাঞ্চনং কাঞ্চনং" তিনবার বলিবে পরে "ওঁ বিশ্বেদেবা প্রীয়ন্তাং" বলিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া দৈবাদিক্রমে তিনবার "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্তু" পড়িবে। পরে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জনঃ—"ওঁ বাজে বাজে হবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তাঃ যাত পথিভি র্দৈবযানৈঃ"॥ এই মন্ত্রে কুশমূলদ্বারা অগ্রে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ কুশাগ্রের দ্বারা দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণদের আসন একটু নাড়িয়া দিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্ত পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ॥" বলিয়া ব্রাহ্মণদের জল ও পুষ্প দিয়া প্রথম পিতৃব্রাহ্মণাদি পশ্চাৎ দৈবব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে। পরে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইত্যাদি" তিনবার পড়িবে। পরে "ভবতাহং কৃতার্থী কৃতঃ" বলিলে "কৃতার্থো ভব" ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে প্রথম পিতৃপাত্রান্ন পশ্চাৎ দৈবপাত্রান্ন দিবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইলে মনে মনে পাত্রের উদ্দেশে ভূমিতে কুশজল দিবে। পরে "যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষাং অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়ান্নং গঙ্গাম্ভসি সমর্পয়ামি বা জলে সমর্পয়ামি" বলিয়া কিঞ্চিৎ পাত্রান্ন লইয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া "পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি" বলিয়া পিণ্ডেরও কিঞ্চিৎ জলে দিবে। পিণ্ড গো, অজ, বিপ্রকে বা অগ্নিতে কিংবা জলে দিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ।

দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং (বা দেববর্ম্মণাং) অমুকগোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ম্মণাং পুরোরবোমার্দ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাঞ্চ কৃতৈতৎ অমাবাস্যা-বিহিত ‡ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে।

* নবান্নশ্রাদ্ধে নবান্নাগমনিমিত্তক পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ" বলিতে হইবে। এইরূপ "অপরপক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ। তীর্থগমননিমিত্তক পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ বা অষ্টকানিমিত্তক পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণ." ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করিতে হইবে।

† নবান্নাদিশ্রাদ্ধে "নবান্নাগমনিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ" বলিবে। এবং "তীর্থগমনাদি নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ" ইত্যাদি বলিবে।

‡ যে কার্য্যে বিহিত সেই নাম উল্লেখ করিবে।

"ওঁ অস্তু" উত্তর ব্রাহ্মণের বলিবে। পুনর্ব্বার জলে হাত দিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (বা অমুকবর্ম্মা বা গুপ্তঃ) মৎকৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে এক গণ্ডূষ জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" বলিয়া ভূমিতে জল গণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া "ওঁ মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতু নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ॥" বলিয়া "ওঁ হরয়ে নমঃ" বলিবে ; পরে দুই করতলে দীপ আচ্ছাদন করিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিবে। ইতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধ॥

যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং, পুনঃ স্নানঞ্চ মৈথুনম্।
দ্যূতক্রীড়াং রতিং স্বাপং, শ্রাদ্ধকৃদষ্ট বর্জ্জয়েৎ॥ ব্যাস॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিয়া যাত্রা, যুদ্ধ, নদীপার, পুনর্ব্বার স্নান, মৈথুন, দ্যূতক্রীড়া, রতি ও স্বাপ এই আটটি কর্ম্ম ঐ দিন করিবে না।

ইতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি সমাপ্ত।